জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম–দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিসাববিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণি

রচনায়

প্রফেসর ড. ধীমান কুমার চৌধুরী
মোঃ শওকত আলী
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

সম্পাদনায়

প্রফেসর মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ
কালার গ্রাফিক

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

হিসাববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটি একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে পরিমার্জিত কারিকুলামের আলোকে নবম-দশম শ্রেণির জন্য রচনা করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে - যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি	১-৭
২	লেনদেন	৮-২২
৩	দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি	২৩-৩৪
৪	মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন	৩৫-৪৪
৫	হিসাব	৪৫-৫৪
৬	জাবেদা	৫৫-৭৩
৭	খতিয়ান	৭৪-৯৫
৮	নগদান বই	৯৬-১১৬
৯	রেওয়ামিল	১১৭-১৩০
১০	আর্থিক বিবরণী	১৩১-১৬৯
১১	পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য	১৭০-১৮৪
১২	পারিবারিক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের হিসাব	১৮৫-২০১
	উত্তরমালা	২০২

প্রথম অধ্যায়

হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান তথা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থ সম্পর্কিত ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। এ সকল ঘটনার সংখ্যা অগণিত ও বৈচিত্র্যময়। নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশল ব্যতীত এ সকল আর্থিক ঘটনার সামগ্রিক ফলাফল ও প্রভাব জানা কঠিন। হিসাববিজ্ঞান হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যেখানে সংঘটিত আর্থিক ঘটনাসমূহের সামগ্রিক প্রভাব ও ফলাফল নির্ণয়ের পদ্ধতি ও কৌশল আলোচনা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন পক্ষ হিসাব তথ্য জানতে সর্বদা আগ্রহী। তাই হিসাববিজ্ঞান আর্থিক লেনদেনসমূহের সংরক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এদের প্রভাব ও ফলাফল নির্ণয় করে বিভিন্ন পক্ষকে প্রতিবেদন আকারে অবহিত করে।

চিত্র : পরিবেশ ও হিসাববিজ্ঞান

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- হিসাববিজ্ঞানের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব।
- হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করতে পারব।
- মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাব বিজ্ঞানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- সমাজ ও পরিবেশের সাথে হিসাব ব্যবস্থা সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব।
- দৈনন্দিন, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে হিসাব রাখতে আগ্রহী হব।

হিসাববিজ্ঞানের ধারণা

হিসাববিজ্ঞান এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলী যেমন– খরচ পরিশোধ, আয় আদায়, সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয়, পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়, দেনাদার হতে আদায় এবং পাওনাদারকে পরিশোধ ইত্যাদি হিসাবের বইতে সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে আর্থিক কার্যাবলীর ফলাফল জানা যায়। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবসায়ের আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেনিবদ্ধকরণ, ব্যাখ্যাকরণের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়। এর ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন নির্ণয় করা যাবে এবং এসব তথ্যাবলী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে। হিসাববিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করে হিসাবের বিভিন্ন বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা জানা যায়। তাই হিসাববিজ্ঞানকে 'ব্যবসায়ের ভাষা' বলা হয়।

হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে আর্থিক ঘটনাসমূহ হিসাবের নির্দিষ্ট বইতে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ, শ্রেণিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা যায়।

কাজঃ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলীর তালিকা কর।

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা :

১. লেনদেনসমূহ সঠিকভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধকরণ ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। তাই হিসাববিজ্ঞানের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য লেনদেনসমূহকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সঠিকভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা।

২. হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা। লাভক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। যাবতীয় আয় ও ব্যয় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা সম্ভব।

৩. প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা সম্ভব।

৪. ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব। হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায়ের যাবতীয় ব্যয় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

৫. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতারণা ও জালিয়াতি রোধে হিসাববিজ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। যথাযথ হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে প্রতারণা ও জালিয়াতি রোধের পাশাপাশি তা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব।

৬. আর্থিক তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানানো এবং ব্যবসায়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করা।

৭. প্রতিষ্ঠানের একাধিক বছরের আর্থিক বিবরণীর তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নতি ও অবনতির বিভিন্ন দিক চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব।

৮. বিভিন্ন সেবামূলক অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান যেমন– স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ক্লাব ও সোসাইটিতে বিভিন্ন উৎস হতে অর্থের আগমন ও বহির্গমনের পরিমাণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে নির্দিষ্ট সময়ান্তে এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা যায়।

৯. সরকার বিভিন্ন উৎস হতে কর, শুল্ক, ভ্যাট ধার্যের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে এবং বিভিন্ন নিয়মিত ও উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় করে। সরকারের এসকল কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য হিসাববিজ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তাছাড়া হিসাবের বই এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে লাগে যেমন ব্যাংক বা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ, পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণ ইত্যাদি। সুন্দর, সুশৃংখল ও মিতব্যয়ী জীবন গঠনের জন্য হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যথাযথ হিসাব না রাখলে প্রতিষ্ঠানের ভাল ও খারাপ দিকগুলি জানা যাবে না। সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে অপচয় রোধ এবং আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করা সম্ভব।

কাজ: তোমার দৈনন্দিন জীবনে হিসাববিজ্ঞান কীভাবে সাহায্য করতে পারে বলে মনে কর?

হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

সভ্যতার সূচনা হতে মানুষ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা হিসাব গাছের গায়ে, গুহায় বা পাথরে চিহ্ন দিয়ে রাখত। এক সময় মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করল এবং কৃষিকাজ আরম্ভ করল। ঘরে দাগ কেটে এবং রশিতে গিট দিয়ে ফসল ও মজুদের হিসাব রাখা শিখল। আস্তে আস্তে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সমাজ বিস্তার লাভ করে, বিনিময় প্রথা চালু হয়, মুদ্রার প্রচলন হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়। ক্রয়-বিক্রয়, জমা-খরচ, দেনা-পাওনা এবং অন্যান্য লেনদেন হিসাবের বইতে অংকের মাধ্যমে লেখা শুরু হয়। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে লুকা প্যাসিওলি নামে একজন ইতালীয় গণিতবিদ 'সুম্মা ডি এরিথমেটিকা জিওমেট্রিয়া প্রপোরশনিয়েট প্রপোরশনালিটা' নামে একটি গ্রন্থ লিখেন এবং এতে হিসাবরক্ষণের মূল নীতি **"দু'তরফা দাখিলা (Double Entry)"** ব্যাখ্যা করা হয়।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অগ্রগতি হয় এবং এরই ফলে হিসাব বিজ্ঞানেরও উন্নতি হয়। ব্যবসায় যেমন ছোট থেকে বড় হতে থাকে তেমনি এর পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, সরকারি, বেসরকারি, মুনাফাভোগী ও অমুনাফাভোগী সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞানের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে হিসাববিজ্ঞানের উন্নতি সম্পর্কিত। বর্তমান কম্পিউটারের যুগে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে হিসাবের বই হাতে লিখার পরিবর্তে কম্পিউটারে করা হয়। ফলে সময় ও শ্রম লাঘবের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজ হয়।

কাজ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কীভাবে হিসাববিজ্ঞানের উন্নতি ঘটায়?

হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী :

হিসাববিজ্ঞানকে একটি "তথ্য ব্যবস্থা" (Information System) নামে অভিহিত করা হয়। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন ব্যবহারকারীর চাহিদা বিবেচনা করেই লেনদেনসমূহ হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ ও আর্থিক বিবরণী আকারে প্রস্তুত করা হয়।

অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী :

মালিক ও ব্যবস্থাপক : হিসাবরক্ষক হিসাবের বই এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তৈরী করেন। ব্যবসায়ের মালিক এবং তাঁর ব্যবস্থাপক এইসব হিসাব বিবরণী থেকে ব্যবসায়ের লাভ–ক্ষতি ও আর্থিক অবস্থার পরিমাণ ও পরিবর্তন জানতে পারেন। ফলে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

বাহ্যিক ব্যবহারকারী :

১. **ঋণ প্রদানকারী :** প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সরবরাহের পূর্বে ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের যাবতীয় হিসাব পর্যালোচনা করেই ঋণ সরবরাহ করে থাকে।

২. **সরকার :** সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ের হিসাব হতে যথাযথভাবে শুল্ক, ভ্যাট, কর এবং আয়কর পরিশোধ করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত হতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

৩. **পাওনাদার :** বাকীতে পণ্য বিক্রয়ের পূর্বে ব্যবসায়ের দায় পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করেই সরবরাহকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ করেন। সংরক্ষিত হিসাব হতে সহজেই এই ধারণা লাভ করা সম্ভব।

৪. **কর্মচারী ও কর্মকর্তা :** ব্যবসায়ের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ তাদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার যথার্থতা বিচার এবং ন্যায্য অংশ আদায়ের জন্য আর্থিক বিবরণীর সহায়তা গ্রহণ করে।

এছাড়াও, হিসাব নিরীক্ষক, বিনিয়োগকারী, ভোক্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হিসাব তথ্য ব্যবহার করে থাকেন।

কাজ : হিসাব তথ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারকারীদের পৃথক তালিকা প্রস্তুত কর।

সমাজ ও পরিবেশের সাথে হিসাব ব্যবস্থার সম্পর্ক :

হিসাববিজ্ঞান শুধু মুনাফা নির্ণয়ের জন্যই ব্যবহার করা হয় না। মুনাফা নির্ণয়ের পাশাপাশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমাজ এবং পরিবেশেরও যাতে কোন রকম ক্ষতি না হয় হিসাববিজ্ঞান সেদিকটিতেও অবদান রাখে। নিম্নের উদাহরণগুলো থেকে সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে হিসাববিজ্ঞানের করণীয় বুঝা যাবে।

১. জলবায়ু দূষণ রোধে প্রতিষ্ঠান কিছু অর্থ খরচ করবে এবং হিসাববিজ্ঞানী তার হিসাব রাখবে এবং সে হিসাব থেকে বুঝা যাবে ব্যবসার মালিক সমাজ এবং পরিবেশ সম্পর্কে কতটুকু সজাগ। বিশেষ করে তেল কোম্পানিগুলো বায়ু দূষণ রোধে অনেক ব্যয় করে থাকে।

২. শিল্প–কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া আশপাশের পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। ব্যবসায়ের মালিক ও হিসাবরক্ষককে এর প্রতিরোধে অর্থ খরচ করতে হয়, হিসাব রাখতে হয় এবং এ বিষয়ে সরকারের নিয়মনীতিকে অনুসরণ করে চলতে হয়।

৩. পণ্য তৈরীতে স্বাস্থ্যসম্মত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, যথাসম্ভব কম বিদ্যুৎ খরচ করা হয়, যন্ত্রপাতির শব্দ কম হতে হয় এবং আবর্জনা সঠিক স্থানে ফেলতে হয়। এসব কাজ করার জন্য কিছু অর্থ খরচ হয়। হিসাবরক্ষককে এ খরচের জন্য অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি ব্যয় করা অর্থের যথাযথ হিসাব রাখতে হয়।

৪. প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে সমাজের জন্য কিছু খরচ করতে হয় যেমন– গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান। এ জন্য প্রতিষ্ঠান বৎসরে কত টাকা খরচ করল তার হিসাব রাখতে হয়।

কাজ: সমাজ এবং পরিবেশের হিতকর কাজ করতে একটি ব্যবসায়ের কী কী ব্যয় হয় তার একটি তালিকা কর।

মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ও জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা :

মূল্যবোধ হলো ব্যক্তি ও সমাজের চিন্তা–চেতনা, বিশ্বাস, ধ্যান–ধারণা প্রভৃতির সমন্বয়ে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা একটি মানদণ্ড যার দ্বারা মানুষ কোন বিষয়ের ভাল–মন্দ বিচার করে ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করে। নিম্নে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞান কিভাবে সহায়তা করে তা আলোচনা করা হল–

১. **সততা ও দায়িত্ববোধের বিকাশ :** হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের রীতি নীতি ও কলাকৌশল যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে আর্থিক দুর্নীতি, জালিয়াতি, সম্পদ ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং হিসাবের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। আর বছরের পর বছর এর অনুসরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও দায়িত্ববোধ বিকশিত হয়।

২. **ঋণ পরিশোধ সচেতনতা সৃষ্টি :** হিসাববিজ্ঞান ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তাদের মূল্যবোধ জাগ্রত করে। ফলে ঋণ খেলাপী হবার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৩. **ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি :** সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার ধর্মীয় মূল্যবোধের অংশ। সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করলে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আয় বুঝে ব্যয় করার মানসিকতা সৃষ্টি ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৪. **সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি :** সরকারের আয়ের অন্যতম উৎসগুলো হচ্ছে ভ্যাট, কাস্টমস্ ডিউটি, আয়কর প্রভৃতি। হিসাববিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক আয় ও ব্যয় নির্ণয় করা সম্ভব। ফলে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।

৫. **জালিয়াতি ও প্রতারণা প্রতিরোধ :** সুষ্ঠু হিসাব ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে সম্ভাব্য শাস্তি ও দুর্নামের ভয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে জালিয়াতি, তহবিল তছরুপ, প্রতারণাসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রবণতা হ্রাস পায়।

জবাবদিহিতায় হিসাববিজ্ঞান :

কোন কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হলে কাজের ফলাফলের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য দায়ী করা যায়। নিজের কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধতাই জবাবদিহিতা। এই জবাবদিহিতা কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা উল্লেখ করা হল–

ক) **ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা :** আধুনিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়, যাতে করে দায়িত্বপালনে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান সম্ভব হয় এবং নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে অর্পিত দায়িত্বের ফলাফল সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের জবাব প্রদানেও সক্ষম হয়।

খ) **মালিক, ঋণদাতা ও বিনিয়োগকারীদের নিকট জবাবদিহিতা :** প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের এই মর্মে জবাবদিহি করতে হয় যে, প্রস্তুতকৃত বিবরণীতে প্রতিষ্ঠানের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে

কিনা, বিনিয়োগকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার কতটুকু নিশ্চিত হয়েছে, অর্জিত মুনাফা ও প্রাক্কলিত মুনাফার সংগতি রক্ষা হয়েছে কিনা ইত্যাদি। এরূপ জবাবদিহিতার অনুপস্থিতিতে আর্থিক অনার্থিক সকল ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও অবনতি পরিলক্ষিত হয়।

গ) **সরকারের নিকট জবাবদিহিতা :** সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন নিয়ম নীতি যথাযথভাবে পালন করে প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং যথাযথভাবে শুল্ক, ভ্যাট ও কর পরিশোধ করা হচ্ছে কিনা তা দেখার অধিকার সরকারের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের রয়েছে। যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হিসাববিজ্ঞান –

ক) সমাজের একের সাথে অন্যের সম্পর্ক আলোচনা করে
খ) উৎপাদন ব্যবস্থার আলোচনা করে
গ) পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের হিসাব রাখে
ঘ) যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের হিসাব রাখে, শ্রেণীবিভাগ করে এবং ব্যাখ্যা করে

২। কিসে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব?

ক. সম্পদ ক্রয়ের ফলে
খ. সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে
গ. ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে
ঘ. পণ্য ক্রয়ের দ্বারা

৩। একটি ব্যবসায়ের হিসাব তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী –

(i) মালিক
(ii) ব্যবস্থাপক
(iii) ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ক) হিসাবরক্ষণকে সংকুচিত করে
খ) হিসাবরক্ষণকে ব্যয়বহুল করে তুলে
গ) হিসাবরক্ষণের গতি রোধ করে
ঘ) হিসাবরক্ষণের উন্নতি ঘটায়

৫। হিসাববিজ্ঞানকে কি নামে অভিহিত করা হয় ?

ক) হিসাব ব্যবস্থা
খ) তথ্য ব্যবস্থা
গ) নিরীক্ষা ব্যবস্থা
ঘ) বিবরণী ব্যবস্থা

৬। হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বাহ্যিক ব্যবহারকারী হলো-

ক) মালিক
খ) শেয়ারহোল্ডার
গ) ঋণ প্রদানকারী
ঘ) অভ্যন্তরীন নিরীক্ষক

৭। সেবামূলক অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ–

i) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ii) বিজ্ঞাপনী সংস্থা
iii) সামাজিক সংঘ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল–

i) আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ii) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ iii) আর্থিক অবস্থা নির্ণয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯। একটি প্রতিষ্ঠান সমাজ ও পরিবেশের প্রতি অবদান রাখে–

i) পণ্য তৈরিতে বিদেশী কাঁচামাল ব্যবহার করে
ii) পণ্য তৈরিতে দেশী কাঁচামাল ব্যবহার করে
iii) গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিম্নের তথ্য থেকে ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ডা: রাকিব হাসান তার ক্লিনিকের আর্থিক লেনদেনের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন। বছর শেষে তার ব্যক্তিগত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া সহজ ও স্বল্প সময়ে সম্ভব হয়। ফলে আয়কর কর্তৃপক্ষ তার হিসাব নিকাশ রাখার প্রক্রিয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১০। অর্থের আদান প্রদান সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা কিসের উদ্দেশ্য?

ক. ব্যবসায়ের খ. দেনা–পাওনার গ. হিসাব লিপিবদ্ধকরণের ঘ. হিসাববিজ্ঞানের

১১। ডা: রাকিব হাসানের ক্লিনিকের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে সহায়ক হবে–

i. বিক্রয় বৃদ্ধিতে ii. মূল্যবোধ সৃষ্টিতে iii. কর নির্ধারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

দ্বিতীয় অধ্যায়

লেনদেন

মানুষ সুপ্রাচীনকাল থেকেই দৈনন্দিন জীবনে হিসাব ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। আদিকালে প্রত্যেকে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য নিজেদের মধ্যে পণ্য বিনিময় করত। যে ঘটনাগুলো কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে কেবল ঐ ঘটনাগুলো থেকেই লেনদেনের জন্ম হয় । সুতরাং দেখা যাচ্ছে সকল ঘটনাই লেনদেন হবে না। ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক চিত্র পাবার জন্য শুধু অর্থ সম্পর্কিত ঘটনাগুলোই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

চিত্রঃ লেনদেনের প্রমাণপত্র

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- লেনদেনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেনদেনের প্রকৃতি শনাক্ত করতে পারব।
- হিসাব সমীকরণ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হিসাব সমীকরণে ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের উৎস দলিলাদি তালিকা তৈরি করে বর্ণনা করতে পারব।
- লেনদেনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে পারব।

লেনদেনের ধারণা :

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় হিসাব লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে লেনদেন শব্দটির অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় জগতে বিভিন্ন ঘটনার উদ্ভব হয়। কিন্তু সমস্ত ঘটনাকে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয় না। অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্য ঘটনা বা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে সেই সমস্ত ঘটনাকেই লেনদেন হিসেবে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জনাব সীমান্ত ৫,০০০ টাকা দিয়ে অফিসের জন্য একটি আলমারী ক্রয় করলেন, আবার দোকান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় আহত হলেন, উল্লেখিত দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনার জন্ম হল। কিন্তু প্রথমটি যেহেতু অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য এবং ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করেছে সেজন্য প্রথম ঘটনাটি লেনদেন, দ্বিতীয় ঘটনায় যেহেতু আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই এবং ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি সেহেতু দ্বিতীয় ঘটনাটি ব্যবসায়ের লেনদেন হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে না।

লেনদেন শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল গ্রহণ ও প্রদান অর্থাৎ দেয়া ও নেয়া ইংরেজিতে যাকে বলা হয় give and take, সংঘটিত প্রত্যেকটি ঘটনার একাধিক পক্ষ জড়িত থাকে এক পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে এবং অন্য পক্ষ সুবিধা প্রদান করে। যেমন – মানিক রতনকে ১,০০০ টাকা দিল । এই কার্যের মধ্যে আমরা দুটি পক্ষ দেখতে পাই – রতন ১,০০০ টাকা গ্রহণ করল ও মানিক ১,০০০ টাকা প্রদান করল। চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো হলো।

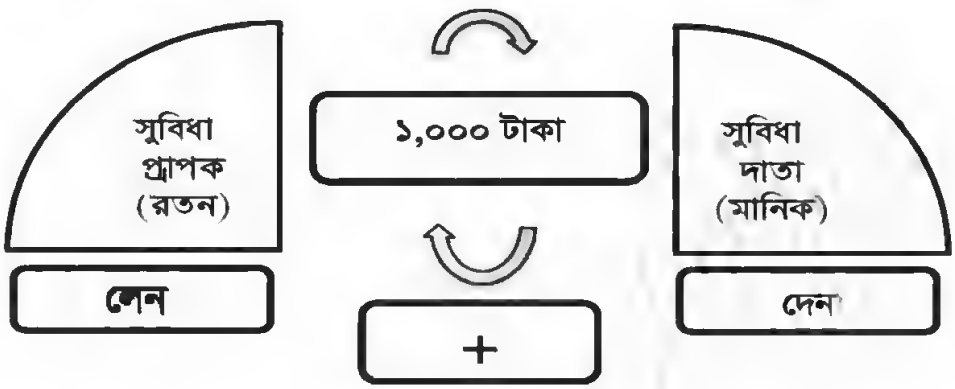

নগদ টাকার আদান প্রদান বা বাকীতে ক্রয় বিক্রয় ছাড়াও সেবা আদান প্রদানের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্ভব হতে পারে। যেমন মিসেস মাহবুবাকে কাজের বিনিময়ে ২,০০০ টাকা বেতন দেয়া হল অথবা ঘর ভাড়া বাবদ ৩,০০০ টাকা পাওয়া গেল ইহাও লেনদেন। আবার অদৃশ্য ভাবে কোন আর্থিক ঘটনা ঘটে থাকলে তাহাও লেনদেন হতে পারে। যেমন : দীর্ঘদিন সম্পদ ব্যবহারের ফলে যে মূল্যহ্রাস হয় এর মাধ্যমেও লেনদেনের সৃষ্টি হয়।

অর্থের আদান প্রদান বা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য কোন ঘটনা (Event) বা সেবা (service) আদান প্রদানের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে ঐ সমস্ত ঘটনা বা আদান প্রদানকে লেনদেন বলা হয়। বস্তুতঃ দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা কর্মের বিনিময়ের ফলে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে লেনদেনের সৃষ্টি হয়।

কাজ : "প্রত্যেক লেনদেন ঘটনা, প্রত্যেক ঘটনা লেনদেন নয়" ব্যাখ্যা কর।

লেনদেনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য :

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি প্রত্যেকটি লেনদেনই ঘটনা কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনা লেনদেন নয়। লেনদেনের ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়।

ক) অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্য :

লেনদেনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ঘটনাকে অবশ্যই অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে নতুবা উক্ত ঘটনাকে লেনদেন বলা যাবে না। যেমন : ব্যবসায়ের ম্যানেজারের মৃত্যু একটি ক্ষতি যা অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয় তাই এটি কোন লেনদেন নয়। কিন্তু আগুনে পণ্য পুড়ে যাওয়ায় ২০,০০০ টাকা ক্ষতি হল- এটি একটি লেনদেন।

খ) আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :

কোন ঘটনা দ্বারা যদি কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয় তবে সেটিই লেনদেন হবে। যেমন : নগদ ৫,০০০ টাকা দিয়ে অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হল। এখানে প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র বৃদ্ধির পাশাপাশি নগদ ৫,০০০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং এই ঘটনা দিয়ে যেহেতু প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন এসেছে সেহেতু এটি লেনদেন। আবার যদি ৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমায়েশ (Order) দেয়া হয় তবে এটি কোন লেনদেন হবে না, কারণ এই ঘটনা দিয়ে আর্থিক অবস্থার এখনও কোন পরিবর্তন হয়নি।

গ) দ্বৈত সত্ত্বা :

প্রতিটি লেনদেনেই দুটি পক্ষ থাকতে হবে। অর্থাৎ একপক্ষ সুবিধা গ্রহণ করবে এবং অন্য পক্ষ সুবিধা প্রদান করবে। যেমন– কর্মচারীদের বেতন দেয়া হলো ৫,০০০ টাকা। এখানে একটি পক্ষ বেতন খরচ হিসাব এবং অপর পক্ষ নগদান হিসাব।

ঘ) স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র :

লেনদেনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি লেনদেন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ একটি আরেকটি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন – ১০,০০০ টাকায় পণ্য বিক্রয় করে ০৭ দিন পর টাকা পাওয়া গেল। এখানে ধারে বিক্রয় একটি লেনদেন এবং ০৭ দিন পরে টাকা প্রাপ্তি আরেকটি লেনদেন।

ঙ) দৃশ্যমানতা :

লেনদেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয়ই হতে পারে। যেমন: আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা । ইহা একটি দৃশ্যমান লেনদেন। আবার আসবাবপত্রের অবচয় ১,০০০ টাকা একটি অদৃশ্যমান লেনদেন।

চ) ঐতিহাসিক ঘটনা :

যে সকল আর্থিক ঘটনা পূর্বে ঘটে গেছে সেগুলোকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলা হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাকে লেনদেন বলা হয়। আবার ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন ঘটনা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করলে অবশ্যই তা লেনদেন বলে গন্য হবে। যেমন – অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, বাট্টা সঞ্চিতি ইত্যাদি।

ছ) হিসাব সমীকরণে প্রভাব বিস্তার :

প্রতিটি লেনদেনই হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত করে। লেনদেনের ফলে হিসাব সমীকরণের বিভিন্ন উপাদানে পরিবর্তন সাধিত হয়। "সম্পদ=দায়+মালিকানা স্বত্ব" এটি হলো হিসাব সমীকরণ। সুতরাং কোন ঘটনা লেনদেন কিনা তা হিসাব সমীকরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

লেনদেন চিহ্নিতকরণ :

কোন্ ঘটনা লেনদেন এবং কোন্ ঘটনা লেনদেন নয় তা নিম্নে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝানো হলো–

জনাব সোহেলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে–

১। জনাব সোহেল ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।

২। তিনি ১৫,০০০ টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করেছেন।

৩। তিনি তার একজন পাওনাদারকে ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন।

৪। তিনি ৮,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়ের জন্য ফরমায়েশ প্রদান করেছেন।

৫। তিনি বিজ্ঞাপন বাবদ ২,০০০ টাকা প্রদান করেছেন।

৬। তিনি জনাব মামুনকে মাসিক ৭,০০০ টাকা বেতনে তার ব্যবসার ম্যানেজার নিয়োগ করেছেন।

৭। ব্যবসায় থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৩,০০০ টাকা উত্তোলন করেছেন ।

৮। তার ব্যক্তিগত অর্থ হতে ৫০০ টাকা চুরি হয়েছে।

৯। তিনি হাশেম ব্রাদার্স হতে প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন।

১০। তিনি ১০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য হানিফের নিকট ধারে বিক্রয় করেছেন।

এসব ঘটনা লেনদেন কিনা তা কারণসহ ব্যাখ্যা করা হল–

সমাধান :

নং	লেনদেন কিনা	কারণসহ ব্যাখ্যা
১.	লেনদেন	নগদ অর্থ প্রতিষ্ঠানে মূলধন স্বরূপ আনয়ন করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং উক্ত লেনদেনের দুটি পক্ষ– একটি পক্ষ মালিকের মূলধন এবং অপর পক্ষ প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা।
২.	লেনদেন	পণ্য মূল্য অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য। পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে, নগদ অর্থ প্রদানের ফলে নগদ অর্থ হ্রাস পেয়েছে।
৩.	লেনদেন	পাওনাদারকে পরিশোধের ফলে ব্যবসায়ের দায় ও নগদ অর্থ উভয়ই হ্রাস পেয়েছে, ফলে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।
৪.	লেনদেন নয়	পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান, পণ্য ক্রয় করা বুঝায় না। পণ্যের কোন আদান প্রদান এখনও ঘটেনি ফলে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।
৫.	লেনদেন	বিজ্ঞাপন খরচ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান সুবিধা গ্রহণ করেছে এবং উক্ত সুবিধার মূল্য নগদে পরিশোধ করায় আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।
৬.	লেনদেন নয়	চাকরির নিয়োগপত্র প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কোন সুবিধা তাৎক্ষণিক গ্রহণ বা প্রদান করেনি এবং এতে অর্থেরও কোন আদান প্রদান হয়নি।
৭.	লেনদেন	ব্যবসায় হতে নগদ অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে মালিক প্রতিষ্ঠান হতে সুবিধা গ্রহণ করেছেন, ফলে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে।
৮.	লেনদেন নয়	ব্যক্তিগত অর্থ চুরির ফলে প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি হয়নি, ক্ষতিটি মালিকের নিজস্ব। তাই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।
৯.	লেনদেন নয়	পণ্য ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, এখনও পণ্য ক্রয় করেননি এবং মূল্যও পরিশোধ করেননি। ফলে আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।
১০.	লেনদেন	ধারে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান হানিফকে সুবিধা প্রদান করেছেন, যা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি আয়। এতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

হিসাব সমীকরণ :

কোন প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মোট সম্পদের পরিমান, মালিকানা স্বত্ব ও বহির্দায়ের সমান হবে। যে সমীকরণের মাধ্যমে এই সমতা প্রমাণ করা হয় তাকেই হিসাব সমীকরণ বলা হয়। হিসাবশাস্ত্রবিদগণ হিসাব সমীকরণ (সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ব) এর উপাদানগুলোর পরিবর্তনকারী ঘটনাকে লেনদেন বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ সম্পদ, দায় এবং মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন আনয়নকারী ঘটনা লেনদেন হিসাবে গণ্য হয়।

হিসাব সমীকরণটি নিম্নরূপ :

A=L+E | যেখানে, A= Assets (সম্পদসমূহ)
L= Liabilities (দায়সমূহ)
E= Equity (মালিকানা স্বত্ব)

সম্পদ : সম্পদ বলতে বুঝায় অর্থনৈতিক পরিসম্পদ যা কোন ব্যবসায়ের মালিকানাধীন থাকে এবং যা মুনাফা অর্জনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ব্যবসায়ের মালিকানাধীন আসবাবপত্র, দালানকোঠা, কলকজা ইত্যাদি।

দায় : দায় হচ্ছে ব্যবসায়ের আর্থিক দায়বদ্ধতা যা ব্যবসায়ের একটি নির্দিষ্ট সময় পরে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ ব্যবসায়ের মোট সম্পদের উপর তৃতীয় পক্ষের দাবিই হচ্ছে দায়।

মালিকানা স্বত্ব : ব্যবসায়ের মোট সম্পদ থেকে তৃতীয় পক্ষের দাবি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাই হচ্ছে মালিকানা স্বত্ব। অর্থাৎ মোট সম্পদের উপর মালিকের যে দাবি তাই হচ্ছে মালিকানা স্বত্ব। মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত করার চারটি উপাদান রয়েছে। যথা :

- মালিকের বিনিয়োগ
- আয়
- উত্তোলন
- ব্যয় বা খরচ

চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হলো –

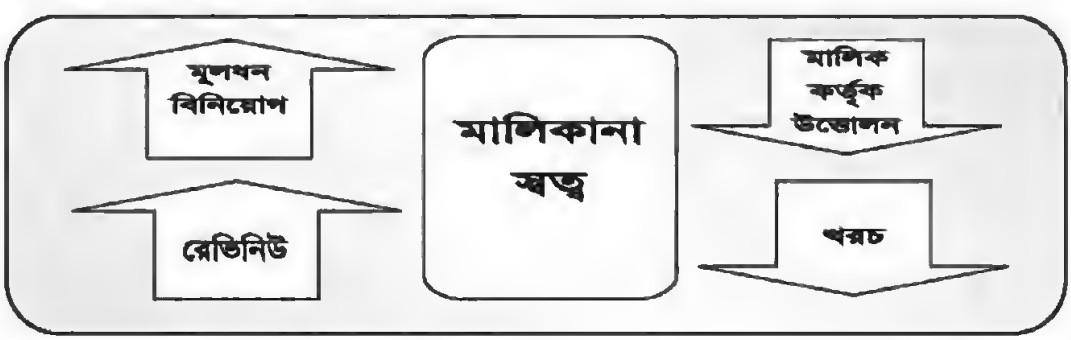

হিসাব সমীকরণটিকে বর্ধিত করলে পাওয়া যায় –

$A = L + (C + R - E - D)$

সম্পদ = দায় + মূলধন + রেভিনিউ – খরচ – উত্তোলন

যেখানে,
A=Assets (সম্পদ)
L=Liabilities (দায়)
C=Capital (মূলধন)
R=Revenue (রেভিনিউ বা আয়)
E=Expenses (খরচ বা ব্যয়)
D=Drawings (উত্তোলন)

কোন ঘটনা লেনদেন হতে হলে তা হিসাব সমীকরণের উপাদানগুলোকে নিম্নলিখিত পাঁচটি পরিবর্তনের যে কোন একটি পরিবর্তন সাধন করবে। যথা :

১। মোট সম্পদ বাড়লে মোট দায় অথবা মালিকানা স্বত্ব বাড়বে।

২। মোট সম্পদ কমলে মোট দায় অথবা মালিকানা স্বত্ব কমবে।

৩। একটি সম্পদ বাড়লে অপর একটি সম্পদ কমবে।

৪। মালিকানা স্বত্ব বাড়লে মোট দায় কমবে।

৫। মালিকানা স্বত্ব কমলে মোট দায় বাড়বে।

উদাহরণ এর সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো হলো–

১। (ক) নগদ ৫,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হল

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	E (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন + রেভিনিউ–ব্যয়–উত্তোলন
৫,০০০			=		৫,০০০

সম্পদ (নগদ) এবং মালিকানা স্বত্ব (মূলধন) বৃদ্ধি পেয়েছে ।

১। (খ) ধারে ৫,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হল

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	E (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন + রেভিনিউ–ব্যয়–উত্তোলন
	৫,০০০		=	৫,০০০	

সম্পদ (যন্ত্রপাতি) এবং দায় (পাওনাদার) বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। (ক) পাওনাদারকে পরিশোধ ৩,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	E (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন + রেভিনিউ–ব্যয়–উত্তোলন
	–৩,০০০		=	–৩,০০০	

সম্পদ (নগদ অর্থ) হ্রাস এবং দায় (পাওনাদার) হ্রাস পেয়েছে।

২। (খ) নগদে বেতন পরিশোধ করা হলো ২,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	E (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন + রেভিনিউ–ব্যয়–উত্তোলন
–২,০০০			=		–২,০০০

সম্পদ (নগদ) হ্রাস এবং মালিকানা স্বত্ব (খরচ) হ্রাস পেয়েছে।

৩। নগদ আসবাবপত্র ক্রয় ১,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	E (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন + রেভিনিউ–ব্যয়–উত্তোলন
–১,০০০		১,০০০			

সম্পদ (আসাবাবপত্র) বৃদ্ধি এবং সম্পদ (নগদ) হ্রাস পেয়েছে।

৪। মালিক কর্তৃক ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায়ের ঋণ পরিশোধ ৫,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	E (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		ঋণ	মূলধন + রেভিনিউ–ব্যয়–উত্তোলন
				–৫,০০০	৫,০০০

দায় (ঋণ) হ্রাস এবং মালিকানা স্বত্ব (মূলধন) বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। বাকীতে পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	E (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন + রেভিনিউ–ব্যয়–উত্তোলন
				৭,০০০	–৭,০০০

দায় (পাওনাদার) বৃদ্ধি এবং মালিকানা স্বত্ব (খরচ) হ্রাস পেয়েছে।

হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব ছকে দেখানো হল–

মি: দীপক জানুয়ারি ০১, ২০১৪ তারিখে তার আইন পেশার অফিস চালু করেন। প্রথম মাসের লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

জানু: ১ আইন পেশায় ৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হল

জানু: ২ জানুয়ারী মাসের অফিস ভাড়া পরিশোধ করা হল ৩,০০০ টাকা

জানু: ৭ ধারে অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হল ১৫,০০০ টাকা

জানু: ১০ মক্কেলদের নগদে আইনি সেবা দেয়া হল ৬,০০০ টাকা

জানু: ১৫ অফিস কর্মচারীর বেতন পরিশোধ ২,০০০ টাকা

জানু: ২০ ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া হল ২০,০০০ টাকা

জানু: ২৪ মক্কেলদের ধারে আইনি সেবা দেয়া হলো ৭,০০০ টাকা

জানু: ২৯ বাকীতে ক্রীত যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধ ১০,০০০ টাকা

মি: দীপকের

২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসের লেনদেনসমূহ হিসাব সমীকরনের উপাদানগুলোর উপর প্রভাব নিম্নরূপ :

তারিখ	সংশ্লিষ্ট হিসাব	হিসাব সমীকরনের প্রভাব (A=L+E)
জানুয়ারি ১	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব	A বৃদ্ধি E বৃদ্ধি
জানুয়ারি ২	ভাড়া হিসাব নগদান হিসাব	E হ্রাস A হ্রাস
জানুয়ারি ৭	যন্ত্রপাতি হিসাব প্রদেয় হিসাব	A বৃদ্ধি L বৃদ্ধি
জানুয়ারি ১০	নগদান হিসাব সেবা আয়	A বৃদ্ধি E বৃদ্ধি
জানুয়ারি ১৫	বেতন হিসাব নগদান হিসাব	E হ্রাস A হ্রাস
জানুয়ারি ২০	নগদান হিসাব ব্যাংকে ঋণ হিসাব	A বৃদ্ধি L বৃদ্ধি
জানুয়ারি ২৪	প্রাপ্য হিসাব সেবা আয় হিসাব	A বৃদ্ধি E বৃদ্ধি
জানুয়ারি ২৯	প্রদেয় হিসাব/সরবরাহকারী নগদান হিসাব	L হ্রাস A হ্রাস

মি: দীপকের

২০১৪ সনের জানুয়ারি মাসের লেনদেনসমূহের প্রভাব হিসাব সমীকরণে বিবরনী ছকে দেখানো হল–

তারিখ		সম্পদ			=	দায়		মালিকানা স্বত্ব	মন্তব্য
		নগদ	দেনাদার/ প্রাপ্য হিসাব	যন্ত্রপাতি	=	ঋণ	পাওনাদার/ প্রদেয় হিসাব		
২০১৪		৫০,০০০			=			৫০,০০০	মূলধন আনয়ন
জানু:১	উদ্বৃত্ত	৫০,০০০			=			৫০,০০০	
জানু: ২		–৩,০০০			=			–৩,০০০	খরচ
	উদ্বৃত্ত	৪৭,০০০			=			৪৭,০০০	
জানু: ৭				১৫,০০০	=		১৫,০০০		
	উদ্বৃত্ত	৪৭,০০০		১৫,০০০	=		১৫,০০০	৪৭,০০০	
জানু: ১০		৬,০০০			=			৬,০০০	রেভিনিউ বা আয়
	উদ্বৃত্ত	৫৩,০০০		১৫,০০০	=		১৫,০০০	৫৩,০০০	
জানু: ১৫		–২,০০০			=			–২,০০০	খরচ
	উদ্বৃত্ত	৫১,০০০		১৫,০০০	=		১৫,০০০	৫১,০০০	
জানু: ২০		২০,০০০			=	২০,০০০			
	উদ্বৃত্ত	৭১,০০০		১৫,০০০	=	২০,০০০	১৫,০০০	৫১,০০০	
জানু: ২৪			৭,০০০		=			৭,০০০	রেভিনিউ বা আয়
	উদ্বৃত্ত	৭১,০০০	৭,০০০	১৫,০০০	=	২০,০০০	১৫,০০০	৫৮,০০০	
জানু: ২৯		–১০,০০০			=		–১০,০০০		
	উদ্বৃত্ত	৬১,০০০	৭,০০০	১৫,০০০	=	২০,০০০	৫,০০০	৫৮,০০০	
	মোট	৮৩,০০০			=	৮৩,০০০			

কাজ : হিসাব সমীকরণে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহের প্রভাব বিবরণী ছক প্রস্তুত করে প্রদর্শন কর।
জনাব নার্গিস আক্তার মার্চ ০১, ২০১৪ তারিখে টেইলারিং ব্যবসায় শুরু করেন। প্রথম মাসের লেনদেনগুলো নিম্নরূপ :

মার্চ ১ ২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হল
মার্চ ৩ মার্চ মাসের দোকান ভাড়া পরিশোধ করা হলো ৫,০০০ টাকা
মার্চ ৯ নগদে সেলাই মেশিন ক্রয় করা হলো ১৫,০০০ টাকা
মার্চ ১৪ কাপড় সেলাই বাবদ মজুরী আদায় ২,০০০ টাকা
মার্চ ১৭ দোকানের প্রচারণা বাবদ ব্যয় ১,০০০ টাকা
মার্চ ২২ গ্রাহক হতে সেলাই–এর মজুরি বাবদ প্রাপ্য ১,৫০০ টাকা
মার্চ ২৫ সেলাই মেশিন মেরামত করা হলো ৩০০ টাকা
মার্চ ৩০ ২২ তারিখের বিলের অর্থ আদায় ১,২০০ টাকা

ব্যবসায়িক লেনদেনের উৎস এবং এতদ্‌সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি :

প্রতিটি লেনদেনের সমর্থনে এক বা একাধিক প্রমাণপত্র থাকে। লেনদেনের সত্যতা নিশ্চিত করতে এ সকল প্রমাণপত্র ব্যবহার হয়। যেমন: যে কোন ব্যবসায়ী একইদিনে বহুবিদ লেনদেন সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট পণ্য বিক্রয়, পণ্য ক্রয়, ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত, বিক্রিত পণ্য ফেরত, ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া বা ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা এরকম বহুবিদ ঘটনা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঘটতে পারে। আর এ সমস্ত ঘটনাই হলো মূলত ব্যবসায়ের লেনদেনের উৎস। সারা বছরের লেনদেনগুলো মুখস্ত রাখা সম্ভব নয়। কাজেই লেনদেনগুলোকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেই গুরুত্ব সহকারে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। একজন হিসাবরক্ষক যখন এই লিপিবদ্ধকরণের কাজটি সমাধা করেন, তখনই লেনদেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় দলিলও প্রস্তুত করেন। দলিলপত্রগুলো হচ্ছে চালান , ভাউচার, ক্যাশ মেমো, বিল, ডেবিট নোট, ক্রেডিট নোট, ভ্যাট চালান ইত্যাদি। এই সমস্ত দলিল পত্রাদির ব্যাখ্যা, এদের নমুনা এবং ব্যবহার বর্ণনা করা হল।

১। চালান : চালান হল পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের একটি প্রামাণ্য দলিল। বিক্রেতা যখন পণ্য বিক্রয় করেন তখন পণ্যের পূর্ণ বিবরণ সংবলিত একটি লিখিত দলিল ক্রেতাকে হস্তান্তর করেন। এই লিখিত দলিলই হচ্ছে চালান। চালানে ক্রেতার নাম ও ঠিকানা, মালের পরিমান, মালের বিবরণ, মালের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের শর্ত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। বিক্রেতার নিকট ইহা বহিঃচালান এবং ক্রেতার নিকট ইহা আন্তঃচালান বলে গণ্য হয়। এই চালানের ভিত্তিতে ক্রেতা প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রয় জাবেদায় এবং বিক্রেতা বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করেন।

নিম্নে একটি চালানের নমুনা দেখানো হল–

চালান নং–০৫৭২৮

সুমন ট্রেডার্স
৫৩, নিউমার্কেট, ঢাকা

তারিখ: ১০ মার্চ ২০১৪

চালান

ক্রেতার নাম: মেসার্স জাদিদ ট্রেডার্স
ঠিকানা: বোর্ডবাজার, গাজীপুর।

ক্র/নং	মালের বিবরণ	দর (টাকা)	পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১	নাজির শাইল চাল বাদঃ কারবারি বাট্টা (৫%)	৪০	১,০০০ কেজি	৪০,০০০ ২,০০০
				৩৮,০০০

কথায়: টাকা আটত্রিশ হাজার মাত্র।
বিক্রয় শর্ত: ২/১০, নীট ৩০
বি:দ্র: ভুল–ত্রুটি সংশোধনযোগ্য।

বিক্রেতার স্বাক্ষর

টিকা : মালের মোট মূল্যের উপর যে পরিমাণ টাকা মওকুফ করে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে বলা হয় সেই মওকুফকৃত টাকাই হল কারবারী বাট্টা।

২। **ভাউচার :** লেনদেনে যে প্রমাণপত্র ব্যবহৃত হয় তাকে ভাউচার বলে। যেমন : ৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় বাবদ বিক্রেতা ক্রেতাকে ৫,০০০ টাকার একটি ভাউচার দিয়ে থাকেন আবার বাড়ি ভাড়া বাবদ ২,০০০ টাকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মালিক ভাড়াটিয়াকে ২,০০০ টাকা ভাউচার প্রদান করে থাকেন।

ভাউচার দু'প্রকার : যথা :–

১. ডেবিট ভাউচার
২. ক্রেডিট ভাউচার

ক) ডেবিট ভাউচার : পণ্য ক্রয়ে এবং বিভিন্ন ব্যয়ের স্বপক্ষে ডেবিট ভাউচার ব্যবহৃত হয়। ডেবিট ভাউচারের সাথে চালান, ক্যাশমেমো যুক্ত করে ধারাবাহিক ভাবে ভাউচার নম্বর প্রদান পূর্বক ক্যাশবুক বা নগদান রেজিস্ট্রারের ক্রেডিট দিক বা খরচের দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ডেবিট ভাউচার নমুনা ছক

আলী এন্ড হায়দার
আন্দর কিল্লা চট্টগ্রাম

তারিখ : ----------
ডেবিট ভাউচার নম্বরঃ---------- গ্রহণকারীর নাম ঃ----------
হিসাব খাতের নামঃ ---------- ঠিকানা:----------

নং	খরচের বিবরণ	টাকা

ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর গ্রহীতার স্বাক্ষর

খ) ক্রেডিট ভাউচার : পণ্য বিক্রয় ও বিভিন্ন আয়ের জন্য যে ভাউচার ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ক্রেডিট ভাউচার । ক্রেডিট ভাউচারের সাথে চালানের কপি, ক্যাশমেমো ইত্যাদি সংযুক্ত করে তাতে ধারাবাহিকভাবে ক্যাশবুকের ডেবিট দিকে (অর্থ প্রাপ্তির দিকে) লিপিবদ্ধ করা হয়।

ক্রেডিট ভাউচারের নমুনা ছক

জহির এন্ড ব্রাদার্স
ফুলতলা, খুলনা

ক্রেডিট ভাউচার নম্বরঃ---------- তারিখঃ ----------
হিসাব খাতের নামঃ ---------- গ্রহণকারীর নামঃ----------
ঠিকানা:----------

নং	আয়ের বিবরণ	টাকা

ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর গ্রহীতার স্বাক্ষর

৩। ক্যাশমেমো : নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্যাশমেমো ব্যবহৃত হয়। পণ্য বিক্রেতা পণ্য ক্রেতাকে ক্যাশ মেমো দিয়ে থাকে। ক্যাশমেমোর উপরিভাগে বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা মুদ্রিত থাকে। পণ্য বিক্রেতা বিক্রিত পণ্যের নাম, পরিমাণ, দর, মোট মূল্য, নীট মূল্য, কমিশন ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক স্বাক্ষর করে ক্রেতাকে প্রদান করে। ক্রেতা ক্যাশমেমো অনুসারে পণ্য মূল্য পরিশোধ করে পণ্য গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত ক্যাশমেমো তিন সেট তৈরি করা হয় ।

ক্যাশমেমো এর নমুনা ছক

ভাউচার নং ৫৬

আলম জেনারেল ষ্টোর
৩৫, নিউমার্কেট, ঢাকা

তারিখঃ ১ জানুয়ারি ২০১৪

ক্যাশমেমো

ক্রেতার নাম :—সীমান্ত এন্ড ব্রাদার্স
ঠিকানা :– চান্দনা , গাজীপুর

নং	বিবরণ	দর (টাকা)	পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১	জেল কলম	৫.০০	১,০০০ পিস	৫,০০০
				৫,০০০

কথায় : টাকা পাঁচ হাজার মাত্র

ক্রেতার স্বাক্ষর বিক্রেতার স্বাক্ষর

বি: দ্র: বিক্রীত পণ্য ফেরত নেয়া হয় না।

৪। ডেবিট নোট : ক্রয়কৃত পণ্য ফরমায়েশ অনুযায়ী না হলে অথবা নিম্নমানের হলে, ক্রেতা বিক্রেতাকে বর্ণিত পণ্য ফেরত পাঠায়। এভাবে বিক্রীত পণ্য যখন কোন কারনে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতার নিকট ফেরত আসে তখন ক্রেতা উক্ত ফেরত মালের পূর্ণ বিবরণ যথা– পণ্যের পরিমাণ, দর, মূল্য ইত্যাদি একখানা কাগজে লিখে ফেরত পণ্যের সাথে বিক্রেতার নিকট প্রেরণ করে। নোটের মাধ্যমে বিক্রেতাকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তার বা তাদের হিসাব খাত উক্ত ফেরত পণ্যের জন্য ডেবিট করা হয়েছে । এরূপ নোটকে ডেবিট নোট বলা হয় । ডেবিট নোট ক্রেতা তৈরি করে থাকেন।

ডেবিট নোটের নমুনা ছক

ডেবিট নোট নং–১৭৩

ইমরান ব্রাদার্স
মালিটোলা, বগুড়া

তারিখঃ ১৮ আগস্ট ২০১৪

ডেবিট নোট

প্রাপকের নাম: মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ
ঠিকানা: ৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর–৬, ঢাকা।
সূত্র: ক্রয় / চালান নম্বর ১২৬৫ / ৩ আগস্ট ২০১৪

ক্র: নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমান (টাকা)
১	প্রতি পিছ ১৩০০ টাকা করে ১০ পিছ জামদানি শাড়ি ছেড়া হওয়ায় ফেরত পাঠানো হল। অনুগ্রহপূর্বক ১০টি শাড়ির মূল্য আমাদের হিসাব হতে বাদ দিবেন।	১৩,০০০
	বাদ ঃ কারবারি বাট্টা	১,০০০
		১২,০০০

টাকা (কথায়): বার হাজার মাত্র।

ক্রয় ব্যবস্থাপক

৫। **ক্রেডিট নোট :** বিক্রেতার কাছে বিক্রিত পণ্য ফেরত আসলে বিক্রেতা প্রাপ্ত মালের পূর্ণ বিবরণ যথা : মালের পরিমাণ দর, মূল্য একটি কাগজে লিখে ক্রেতার নিকট প্রেরণ করে জানিয়ে দেয় যে, তার বা তাদের হিসাব খাত উক্ত ফেরত মালের মূল্যের জন্য ক্রেডিট করা হয়েছে এরূপ নোটকে ক্রেডিট নোট বলা হয়। ক্রেডিট নোট বিক্রেতা তৈরি করে থাকে।

ক্রেডিট নোটের নমুনা ছক

ক্রেডিট নোট নং–২৩৭ | **মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ** | তারিখঃ ২০ আগস্ট ২০১৪

৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর–৬,ঢাকা

প্রাপকের নাম: ইমরান ব্রাদার্স
ঠিকানা: মালিটোলা, বংশাল

ক্রেডিট নোট

সূত্র: ডেবিট নোট ১৭৩ / ১৮ আগস্ট ২০১৪

ক্র: নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমাণ (টাকা)
১	প্রতি পিছ ১৩০০ টাকা করে ১০ পিছ জামদানি শাড়ি ছেঁড়া হওয়ায় ফেরত পাওয়া গেছে এবং আপনাদের হিসাবকে ফেরত মালের মূল্য দ্বারা ক্রেডিট করা হয়েছে।	১৩,০০০
	বাদ ঃ কারবারি বাট্টা	১,০০০
		১২,০০০

টাকা (কথায়) : বার হাজার মাত্র।

বিক্রয় ব্যবস্থাপক

কাজ : ২৫,০০০ টাকা পণ্য ক্রয়ের জন্য কাল্পনিক নাম, ঠিকানা ব্যবহার করে একটি ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন :

১। কোনটি ব্যবসায়ের জন্য শুধুমাত্র একটি ঘটনা?

ক) জামালের নিকট হতে ধারে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা
খ) পলাশের নিকট ৬,০০০ টাকা পণ্য বিক্রয়
গ) তানিয়ার নিকট ২,০০০ টাকা পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান
ঘ) পলাশ ২,৫০০ টাকার পণ্য ফেরত দিল

২। লেনদেন সংক্রান্ত ঘটনা –

i) দৃশ্যমান হতে পারে
ii) অদৃশ্যমান হতে পারে
iii) কখনই দৃশ্যমান নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ডেবিট নোট ব্যবহৃত হয়–

ক) ধারে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে
খ) ধারে বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত আসার জন্য
গ) নগদে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে
ঘ) নগদে বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত আসার জন্য

৪। A=L+E সমীকরণটির E উপাদানটি কি নির্দেশ করে?

ক) সম্পদ
খ) মালিকানা স্বত্ব
গ) দায়
ঘ) মুনাফা

নিম্নের তথ্য থেকে ৫, ৬, ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব মনির হোসেন ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। দীপক এর নিকট বিক্রয়কৃত ১০,০০০ টাকার পণ্যের মধ্যে ৩,০০০ টাকার পণ্য ফেরত এসেছে। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে একটি স্কুলে ২,০০০ টাকা অনুদান দিলেন।

৫। ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করায় হিসাব সমীকরণের কোন উপাদানে প্রভাব পড়বে?

ক) সম্পদে
খ) দায়ে
গ) সম্পদ ও দায়ে
ঘ) সম্পদ ও মালিকানা স্বত্বে

৬। দীপক এর নিকট থেকে বিক্রিত পণ্য ফেরত আসায় জনাব মনির যে নোট প্রস্তুত করেন তা হলো–

ক) ডেবিট নোট
খ) ক্রেডিট নোট
গ) প্রাপ্য নোট
ঘ) প্রদেয় নোট

৭। স্কুলে ২,০০০ টাকা অনুদান দেয়ায় ব্যবসায় পরিবর্তন হবে –

ক) সম্পদ কমবে
খ) মূলধন কমবে
গ) সুনাম বাড়বে
ঘ) ব্যবসায় কোন প্রভাব পড়বে না।

৮। 'ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ অর্থ উত্তোলন'–এই লেনদেনের ফলে হিসাব সমীকরণের–

i) A উপাদান হ্রাস পাবে

ii) L উপাদান হ্রাস পাবে

iii) E উপাদান হ্রাস পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯। কোনটি ভুল? লেনদেনের দ্বারা–

i) মোট সম্পদ হ্রাস পেলে, মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি পাবে

ii) মোট সম্পদ বৃদ্ধি পেলে, মোট দায় হ্রাস পাবে

iii) একটি সম্পদ বৃদ্ধি পেলে অপর একটি সম্পদ হ্রাস পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। কোনটি সঠিক?

ক) A=L-E খ) E=A-L গ) L=A+E ঘ) A+L=E

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। মি. আশীষ কুমার চক্রবর্তী একজন ব্যবসায়ী। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তার ব্যবসায়ে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে –

ডিসেম্বর ০১	২০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন
ডিসেম্বর ০৩	জনতা ব্যাংকে ৫,০০০ টাকা দিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো
ডিসেম্বর ০৫	ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা
ডিসেম্বর ০৭	নগদে পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা
ডিসেম্বর ১০	ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋন গ্রহণ ১০,০০০ টাকা
ডিসেম্বর ১৫	৩,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান

ক) ব্যবসায়িক লেনদেন নয় এমন ঘটনাসমূহ চিহ্নিত করে মোট পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ) ঘটনাসমূহ হতে লেনদেন চিহ্নিত করে সমীকরণ পদ্ধতিতে তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ) বিবরণী ছকে হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব দেখাও।

২। মি. শংকর চন্দ্র সাহা একজন ব্যবসায়ী। ২০১৪ জানুয়ারি মাসে তার ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয়–

জানুয়ারি ০২	৫,০০০ টাকা বেতনে একজন ম্যানেজার নিয়োগ দেয়া হলো
জানুয়ারি ০৭	ধারে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা
জানুয়ারি ১০	নগদে মনিহারি ক্রয় ৫০০ টাকা
জানুয়ারি ১২	শংকর চন্দ্র তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ছেলের স্কুলের বেতন দিলেন ২,০০০ টাকা
জানুয়ারি ২০	সুমনা ট্রেডার্সের নিকট হতে ৫,০০০টাকা পাওয়া গেল
জানুয়ারি ২৫	বিজ্ঞাপন বাবদ পরিশোধ ৭০০ টাকা

ক) লেনদেন নয় এমন ঘটনাসমূহ চিহ্নিত করে মোট পরিমান নির্ণয় কর।

খ) মি. শংকর চন্দ্র সাহা'র লেনদেনগুলোর সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণসহ ব্যাখ্যা লিখ ।

গ) মি. শংকর চন্দ্র সাহা'র লেনদেনগুলো দ্বারা হিসাব সমীকরণের উপাদানগুলোর উপর প্রভাব দেখাও।

৩। জনাব জাকির ২মে ২০১৪তারিখে তার আইন ব্যবসায় চালু করেন। প্রথম মাসের ঘটনাগুলো নিম্নরূপ :

মে ২ : আইন পেশায় ১,৫০,০০০টাকা বিনিয়োগ করা হল

মে ৪ : মে মাসের অফিস ভাড়া পরিশোধ করা হলো ১২,০০০ টাকা

মে ৮ : ধারে অফিসের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো ২৫,০০০ টাকা

মে ১২: মক্কেলদের নগদে আইনি সেবা দেয়া হলো ৮,০০০ টাকা

মে ১৬: অফিস কর্মচারীর বেতন পরিশোধ ৪,০০০ টাকা

মে ২৫: ব্যাংক থেকে ধার নেয়া হলো ৩৫,০০০ টাকা

মে ২৭: মক্কেলদের ধারে আইনি সেবা দেয়া হলো ১০,০০০ টাকা

মে ৩০: বাকীতে ক্রীত যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধ ১৫,০০০ টাকা

ক) অফিস যন্ত্রপাতির অপরিশোধিত মূল্য কত?

খ) মাস শেষে জনাব জাকিরের স্বত্বাধিকারের পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ) মে মাসের লেনদেনের দ্বারা হিসাব সমীকরণের উপাদান সমূহের উপর প্রভাব দেখাও।

৪. সেলিম ট্রেডার্স ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এ জয়া ট্রেডার্সের নিকট নিম্নোক্ত পণ্য বিক্রয় করেন:

ফেব্রুয়ারি ১ নগদে ৫৫ টাকা দরে ১১৫ কেজি চিনি

ফেব্রুয়ারি ৭ ৫২ টাকা দরে ৫৬ কেজি চিনি

ফেব্রুয়ারি ১৫ ১১০ টাকা দরে ৩৫ কেজি মুসুর ডাল

সেলিম ট্রেডার্স মোট বিক্রয়ের উপর ১২% কারবারী বাট্টা মঞ্জুর করেন।

ক) সেলিম ট্রেডার্স এর মোট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ) ফেব্রুয়ারি ১ তারিখের লেনদেনের ভিত্তিতে একটি ক্যাশমেমো প্রস্তুত কর।

গ) ফেব্রুয়ারি ১৫ তারিখের লেনদেন হতে চালান প্রস্তুত কর।

তৃতীয় অধ্যায়
দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি

সমগ্র বিশ্বব্যাপী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহে হিসাব সংরক্ষণের জন্য নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হিসেবে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিত। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে অর্থ বা আর্থিক মূল্যে পরিমাপযোগ্য প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈত স্বত্বায় প্রকাশ করা হয়। ব্যবসায়ের সঠিক ফলাফল ও প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানার জন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই।

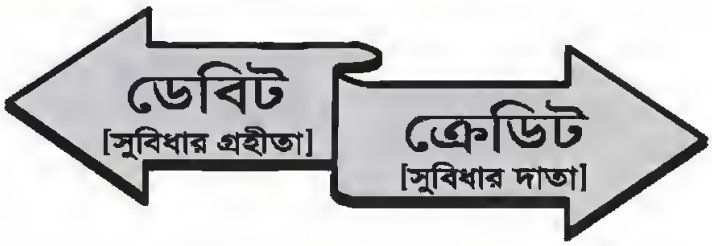

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- লেনদেনের দ্বৈতস্বত্বা নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেনদেনে জড়িত দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ সনাক্ত/চিহ্নিত করতে পারব।
- হিসাবচক্রের বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেনদেনের জন্য উপযুক্ত হিসাবের বই চিহ্নিত করতে পারব।
- এক তরফা দাখিলার ধারণা নিয়ে ব্যবসায়ের মুনাফা নির্ণয় করতে পারব।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণা :

ইতালীর প্রসিদ্ধ গণিতবিদ লুকা প্যাসিওলি (Luca Pacioli) ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আর্থিক ঘটনাবলী সঠিক ও সুচারুভাবে লিপিবদ্ধ করার একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেন। উক্ত পদ্ধতিটি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি নামে পরিচিত। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাবরক্ষণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের দ্বৈত স্বত্বার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি লেনদেনে দুই বা ততোধিক হিসাবখাত থাকে। এই হিসাবখাতগুলো দ্বৈত স্বত্বায় লিপিবদ্ধ করা হয়। একটি হলো ডেবিট, অপরটি ক্রেডিট। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মাধ্যমে লেনদেনের দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি ডেবিট লিখনের জন্য সমান অর্থের ক্রেডিট লিখন হবে। ফলে বৎসরের যে কোন সময় হিসাবের মোট ডেবিট টাকার অঙ্ক মোট ক্রেডিট টাকার অঙ্কের সমান হয়। সঠিকভাবে হিসাব প্রণয়নের জন্য যে ব্যবস্থায় লেনদেনসমূহের দ্বৈত স্বত্বা যাথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

উদাহরণ এর সাহায্যে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো :

অফিসের কর্মচারীকে বেতন বাবদ ৭,০০০ টাকা প্রদত্ত হলো।

এ লেনদেনটিকে হিসাব বইতে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করতে হলে প্রথমে এর মধ্যস্থিত দুটি পক্ষ নির্ধারণ করতে হবে। এ লেনদেনটির মধ্যস্থিত পক্ষ দুটি হচ্ছে–

ক) বেতন হিসাব

খ) নগদান হিসাব

যেহেতু বেতন কারবার প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যয়, সেহেতু ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বেতন হিসাব ৫,০০০ টাকা ডেবিট হবে। আবার যেহেতু বেতন প্রদানের ফলে নগদ টাকা কারবার হতে চলে গিয়েছে, সেহেতু নগদ তথা সম্পদ হ্রাস পাওয়াতে নগদান হিসাব ৫,০০০ টাকা ক্রেডিট হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ লেনদেনটির জন্য বেতন হিসাব যে পরিমাণ ডেবিট হয়েছে, নগদান হিসাবটি সমপরিমাণ ক্রেডিট হয়েছে। এটাই হচ্ছে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি।

দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য :

হিসাব বিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতিই হচ্ছে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে অর্থ বা আর্থিক মূল্যে পরিমাপযোগ্য প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈত স্বত্বায় প্রকাশ করা হয় ফলে একটি হিসাব খাতকে প্রাপ্ত সুবিধার জন্য ডেবিট এবং অপর হিসাব খাতকে প্রদত্ত সুবিধার জন্য ক্রেডিট করা হয়। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১। **দ্বৈত সত্ত্বা :** প্রতিটি লেনদেনে কমপক্ষে দুটি হিসাব থাকে। ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করার পূর্বে প্রতিটি লেনদেনে জড়িত হিসাবখাতসমূহ বের করে তাদের প্রত্যেকটি কোন শ্রেণীর হিসাব তা নিরূপণ করতে হয়। তারপর দু'তরফা দাখিলা অনুযায়ী প্রতিটি হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করতে হয়।

২। **দাতা ও গ্রহীতা :** প্রতিটি লেনদেনে সুবিধা গ্রহণকারী গ্রহীতা ও সুবিধা প্রদানকারী দাতা হিসাবে কাজ করে।

৩। **ডেবিট ও ক্রেডিট করা :** সুবিধা গ্রহণকারী হিসাবকে ডেবিট ও সুবিধা প্রদানকারী হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়।

৪। **সমান অঙ্কের আদান প্রদান :** প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট টাকার পরিমাণ সমান হবে।

৫। **সামগ্রিক ফলাফল :** যেহেতু প্রতিটি লেনদেন ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সমপরিমাণ টাকার অংকে দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয় সেহেতু সামগ্রিক ফলাফল নির্ণয় সহজ হয়। মোট লেনদেনের ডেবিট দিকের যোগফল ক্রেডিট দিকের যোগফলের সমান হয়।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ :

দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি পদ্ধতি। এ হিসাব পদ্ধতির বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে। দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতির সুবিধার কারণে বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়। সুবিধাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১। **পরিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ :** প্রতিটি লেনদেনকে ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সমপরিমাণ টাকায় লিপিবদ্ধ করা হয় বলে যে কোন লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ হিসাব জানা যায়।

২। **লাভ লোকসান নিরূপণ :** এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়ের পরিপূর্ণ ও সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় বলে নির্দিষ্ট সময় পরে বিশদ আয় বিবরণী তৈরির মাধ্যমে ব্যবসায়ের নীট লাভ বা নীট লোকসান নির্ণয় করা যায়।

৩। **গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই :** প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট পক্ষের বিপরীতে সমপরিমাণ অংকের ক্রেডিট দাখিলা লিপিবদ্ধ করতে হয়। ফলে কোন নির্দিষ্ট তারিখে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক নির্ভুলতা পরীক্ষা করা যায়।

৪। **আর্থিক অবস্থা নিরূপণ :** একটি নির্দিষ্ট তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির মাধ্যমে কারবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৫। **ভুল ত্রুটি ও জালিয়াতি উদঘাটন ও প্রতিরোধ :** এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করলে খুব সহজেই ভুল ত্রুটি ও জালিয়াতি চিহ্নিত করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা যায়।

৬। **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ :** এ পদ্ধতিতে অতিরিক্ত ব্যয় সহজেই নিয়ন্ত্রন করা যায়।

৭। **মোট দেনা পাওনার পরিমাণ নির্ণয় :** এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে ব্যবসায়ের মালিক যে কোন সময় তার মোট পাওনা ও দেনার পরিমাণ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৮। **সঠিক কর নির্ধারণ :** এ পদ্ধতিতে সঠিক হিসাব রাখার ফলে এর ভিত্তিতে নির্ণীত বিভিন্ন কর যথা আয়কর,ভ্যাট আমদানি- শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি কর কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

৯। **সহজ প্রয়োগ :** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই ছোট বড় সকল প্রতিষ্ঠানেই এই পদ্ধতি সহজে ব্যবহার করা যায়।

১০। **সার্বজনীন স্বীকৃতি :** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল, স্বয়ং সম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বিধায় সমগ্রবিশ্বে এ পদ্ধতি একটি সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়মাবলী :

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিটের টাকার অংক সমান হয়। এই ধারণাই হিসাব সমীকরণের ভিত্তি। হিসাব সমীকরণের মূল উপাদানগুলো হলো:– সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব।

অতএব, বলা যায় যে, আমরা ব্যবসায়ে মোট ৫ (পাঁচ) ধরনের হিসাব দেখতে পাই :

১। সম্পদ ২। দায় ৩। মালিকানা স্বত্ব ৪। আয় ও ৫। ব্যয়

বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাবের ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো :

১। **সম্পদ :** লেনদেনের ফলে সম্পদ বাড়তে পারে বা কমতে পারে। যেমন– আসবাবপত্র ক্রয় করা হলে সম্পদ বৃদ্ধি এবং বিক্রয় করা হলে হ্রাস পায়। সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট ও সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয়।

২। **দায় :** সম্পদের মতই লেনদেনের ফলে দায় বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। যেমন– ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে দায় বৃদ্ধি পায় আবার ঋণের কিস্তি পরিশোধ করলে দায় হ্রাস পায়। সম্পদের সাথে দায়ের সম্পর্ক বিপরীত। তাই দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট ও হ্রাস পেলে ডেবিট হয়।

৩। **মালিকানা স্বত্ব :** ব্যবসা শুরু করার জন্য মালিক প্রথমে মূলধন আনে। ফলে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায়। আবার মালিক ব্যবসায় থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করলে মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়। মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য এক ধরণের দায়। কারণ হিসাববিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী মালিক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আলাদা স্বত্বা। ফলে দায়ের মতই মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট ও হ্রাস পেলে ডেবিট হয়।

৪। **রেভিনিউ বা আয় :** ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা। প্রকৃতপক্ষে মুনাফা হচ্ছে রেভিনিউ বা আয়ের ঐ অংশ যা ব্যয় অপেক্ষা অধিক। সুতরাং আমরা বলতে পারি রেভিনিউ বা আয় মালিকানা স্বত্বের বৃদ্ধি ঘটায়। তাই রেভিনিউ বা আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট ও হ্রাস পেলে ডেবিট হয়।

৫। **ব্যয় :** ব্যয় রেভিনিউ বা আয়ের বিপরীত। রেভিনিউ বা আয় যেহেতু মালিকানা স্বত্বের বৃদ্ধি ঘটায়, তাই ব্যয়ের ফলে মালিকানা স্বত্বের হ্রাস ঘটবে। ব্যবসায়ের ব্যয় মালিকানা স্বত্বকে কমিয়ে দেয়। তাই ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট ও হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয়।

লেনদেনে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রভাব উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা করা হলো;

১। জনাব হাসান নগদ ৫০,০০০ টাকা মূলধন স্বরূপ এনে ব্যবসা শুরু করলেন

২। অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ৫,০০০ টাকা

৩। কর্মচারীদের বেতন প্রদান ৬,০০০ টাকা

৪। পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা

৫। ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ২৫,০০০ টাকা
৬। পণ্য বিক্রয় করা হলো ১৮,০০০ টাকা
৭। বিজ্ঞাপন বাবদ চেক প্রদান করা হলো ৭,০০০ টাকা
৮। কমিশন পাওয়া গেল ৩,০০০ টাকা
৯। ব্যাংকের নিকট হতে সুদ পাওয়া গেল ১,২০০ টাকা
১০। ধারে পণ্য বিক্রয় করা হলো ১৫,০০০ টাকা
১১। ভাড়া বাবদ চেক প্রদান করা হলো ৬,০০০ টাকা
১২। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ৮,০০০ টাকা

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ কারণসহ চিহ্নিত করা হলোঃ

১	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০ ৫০,০০০	প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ (সম্পদ) বৃদ্ধি পাওয়ায় নগদান হিসাব ডেবিট। অন্যদিকে মালিক প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থ আনয়ন করায় মালিকানা স্বত্ব বেড়েছে, তাই মূলধন হিসাব ক্রেডিট।
২	আসবাবপত্র হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০ ৫,০০০	আসবাবপত্র ক্রয়ের ফলে প্রতিষ্ঠানে একদিকে আসবাবপত্র নামক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যদিকে নগদ অর্থ হ্রাস পেয়েছে। তাই আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ও নগদান হিসাব ক্রেডিট।
৩	বেতন খরচ হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৬,০০০ ৬,০০০	বেতন প্রদানের ফলে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায়, বেতন হিসাব ডেবিট অন্য দিকে নগদ অর্থ হ্রাস পাওয়ায় নগদান হিসাব ক্রেডিট।
৪	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০ ২০,০০০	পণ্য ক্রয় করাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে ক্রয় ডেবিট অন্যদিকে নগদ অর্থ হ্রাস পাওয়ায় উহা ক্রেডিট।
৫	ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	২৫,০০০ ২৫,০০০	ব্যাংকে নগদ অর্থ জমা দেয়ায় ব্যাংকের ব্যালেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট অন্যদিকে নগদ অর্থ হ্রাস পাওয়ায় উহা ক্রেডিট।
৬	নগদান হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১৮,০০০ ১৮,০০০	পণ্য বিক্রয়ের ফলে নগদ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা ডেবিট, অন্যদিকে বিক্রয়ের ফলে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট।
৭	বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৭,০০০ ৭,০০০	বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা ডেবিট, অন্যদিকে ব্যাংক থেকে টাকা পরিশোধ করায় সম্পদ হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট।
৮	নগদান হিসাব কমিশন আয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৩,০০০ ৩,০০০	কমিশন নগদে প্রাপ্ত হওয়ায় নগদ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নগদান হিসাব ডেবিট। অন্যদিকে কমিশন নামক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা ক্রেডিট।
৯	ব্যাংক হিসাব ব্যাংক সুদ হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১,২০০ ১,২০০	ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করায় ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে ব্যাংক ডেবিট, অন্যদিকে সুদ নামক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা ক্রেডিট।
১০	দেনাদার হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১৫,০০০ ১৫,০০০	ধারে বিক্রয়ের ফলে দেনাদার হতে অর্থ আদায়ের অধিকার পাওয়ায় দেনাদার নামক সম্পদ ডেবিট, অন্যদিকে বিক্রয়ের ফলে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিক্রয় ক্রেডিট।
১১	ভাড়া খরচ হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৬,০০০ ৬,০০০	ভাড়া পরিশোধের ফলে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাড়া হিসাব ডেবিট, অন্যদিকে চেক প্রদানের ফলে ব্যাংক ব্যালেন্স হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট।
১২	নগদান হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০ ৮,০০০	ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে নগদ অর্থ উত্তোলন করায় নগদ অর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে উহা ডেবিট, অন্যদিকে ব্যাংকের ব্যালেন্স হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট।

কাজ : মেসার্স জয়া এন্ড কোং এর নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ কারণসহ উল্লেখ কর-

১। মিসেস জয়া মুখার্জী কারবারে আরো ২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করলেন।

২। অফিসের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হলো ২৫,০০০ টাকা।

৩। অফিস ভাড়া তিন মাসের অগ্রিম প্রদান করা হলো ১৮,০০০ টাকা।

৪। রাজনের নিকট বিক্রয় করা হলো ২৫,০০০ টাকা।

৫। ব্যাংকে চার্জ ধার্য করল ১,৫০০ টাকা ।

৬। ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো ৬,০০০ টাকা।

৭। ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো ১৫,০০০ টাকা।

৮। মজুরী প্রদান করা হলো ৩,০০০ টাকা।

৯। ক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা।

১০। ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ১০,০০০ টাকা।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাবের বই :

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে যে সকল প্রধান হিসাবের বই রাখা হয় তার শ্রেণিবিভাগ নিম্নে দেখানো হলো–

ক) জাবেদা : লেনদেন সংঘটিত হওয়ার পর তা চিহ্নিত করে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি অনুযায়ী ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সর্বপ্রথম যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকেই প্রাথমিক হিসাবের বই বা জাবেদা বলে।

জাবেদা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে:

১। **ক্রয় জাবেদা :** ক্রয় জাবেদায় ধারে পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়।

২। **বিক্রয় জাবেদা :** বিক্রয় জাবেদায় ধারে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩। **ক্রয় ফেরত জাবেদা :** ক্রয় ফেরত জাবেদায় ধারে ক্রীত পণ্য ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪। **বিক্রয় ফেরত জাবেদা :** বিক্রয় ফেরত জাবেদায় ধারে বিক্রিত পণ্য ফেরত এলে তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

৫। **নগদ প্রাপ্তি জাবেদা :** নগদ অর্থ প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেনদেন নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৬। **নগদ প্রদান জাবেদা :** নগদ অর্থ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেন নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

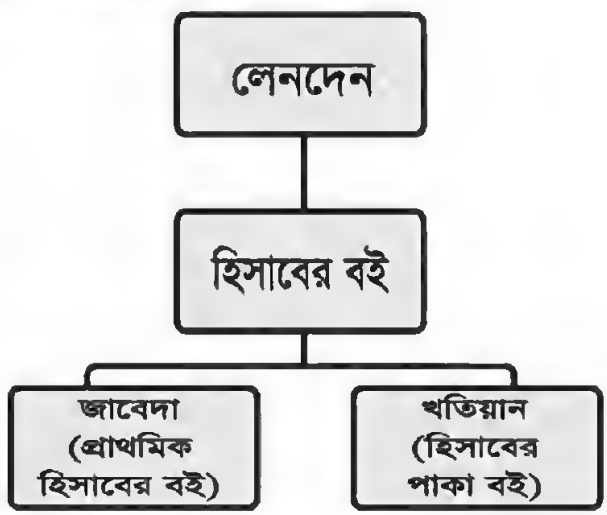

৭। **প্রকৃত জাবেদা :** যে সকল লেনদেন উপরোক্ত কোন প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করা যায় না সেগুলো প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

খ) খতিয়ান : জাবেদায় লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনসমূহকে আলাদা আলাদা শ্রেণিবিন্যাস করে উপযুক্ত শিরোনামের হিসাবের ছকে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে খতিয়ান বলে।

হিসাব চক্র :

চলমান ধারণা অনুযায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে বলে অনুমান করা হয়। ব্যবসায়ের হিসাব সংরক্ষণের ধারাবাহিক আবর্তনকেই হিসাব চক্র বলে।

চিত্র: হিসাব চক্র

১। **লেনদেন শনাক্তকরণ :** হিসাব চক্রের প্রথম ধাপে ব্যবসায়ের প্রতিটি ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২। **লেনদেন বিশ্লেষণ :** এই ধাপে প্রতিটি লেনদেন বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট হিসাবখাতগুলো চিহ্নিত করা হয়। যেমন: ৫,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হল। এখানে দু'টি হিসাব বিদ্যমান। একটি যন্ত্রপাতি হিসাব ও অপরটি নগদান হিসাব।

৩। **জাবেদাভুক্তকরণ :** বিশ্লেষণকৃত হিসাবখাতগুলো দু'তরফা দাখিলা অনুসারে প্রযোজ্য হিসাবের প্রাথমিক বইতে ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪। **খতিয়ানে স্থানান্তর :** এই ধাপে জাবেদায় লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনগুলোকে আলাদা আলাদা হিসাবের শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতিটি হিসাবখাতের জন্য আলাদা আলাদা খতিয়ান তৈরী করে প্রতিটি হিসাবের নির্দিষ্ট সময়ান্তে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়।

৫। **রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ :** লেনদেনসমূহ নির্ভুলভাবে হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে খতিয়ান এর ডেবিট উদ্বৃত্ত ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তের সাহায্যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

৬। **সমন্বয় দাখিলা :** ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের প্রাপ্য আয়, বকেয়া খরচ, অগ্রিম খরচ এবং অনুপার্জিত আয় ইত্যাদি দফাগুলোকে সমন্বয় করতে সমন্বয় দাখিলা প্রদান করা হয়।

৭। **কার্যপত্র প্রস্তুত :** আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত সহজতর করার উদ্দেশ্য ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে বহুঘর বিশিষ্ট একটি বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, যাকে কার্যপত্র (Worksheet) বলে।

৮। **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত :** আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ–ক্ষতি, সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

৯। **সমাপনী দাখিলা :** কারবারের মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফাজাতীয় ব্যয়গুলোর জের ও উত্তোলন হিসাব বৎসরান্তে বন্ধ করতে হয়। এক বৎসরের আয়–ব্যয় পরবর্তী হিসাব বৎসর যাবে না, তাই সমাপনী দাখিলার প্রয়োজন হয়।

১০। **হিসাব পরবর্তী রেওয়ামিল বা প্রারম্ভিক জাবেদা :** সমাপনী দাখিলা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ের আয়, ব্যয় ও উত্তোলন হিসাব বন্ধ হয়ে যায়। অবশিষ্ট সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব হিসাবের জের নিয়ে পরবর্তী হিসাব বৎসর শুরু করা হয়। এর জন্য হিসাব পরবর্তী রেওয়ামিল বা প্রারম্ভিক জাবেদা প্রস্তুত করা হয়।

হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা পদ্ধতি :

চলমান ধারণার নীতি অনুসারে প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। প্রতিটি হিসাবকাল শেষে পুনরায় একই ধারাবাহিকতায় হিসাবরক্ষণের কার্যসমূহ পরিচালিত হয়। অর্থাৎ চলতি হিসাব কাল শেষে ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী হিসাবকাল আরম্ভ হয় এবং নতুন ভাবে হিসাব লেখা শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় ব্যবসায়িক লেনদেন সংঘটিত হবার পর থেকে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত পর্যন্ত প্রতিবছর হিসাব সংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। চলতি বছরের সম্পদ ও দায়ের সমাপনী জেরসমূহকে পরবর্তী বছরের প্রারম্ভিক জের হিসাবে দেখানো হয়। এক্ষেত্রে চলতি বছরের শেষ তারিখের সম্পদসমূহকে ডেবিট এবং দায়সমূহকে ক্রেডিট করে পরবর্তী হিসাব বছরের শুরুতে প্রারম্ভিক দাখিলা প্রদানের মাধ্যমে হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়।

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি

যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন ছোট ও লেনদেনের সংখ্যা কম, সে সকল প্রতিষ্ঠানে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কোন লেনদেনের একটি পক্ষের, কোন লেনদেনের দুটি পক্ষেরই এবং কোন লেনদেনের কোনও পক্ষই লিপিবদ্ধ করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে একতরফা দাখিলা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

এই পদ্ধতিতে কিছু সম্পদ ও দায়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হলেও আয় ও ব্যয় হিসাবগুলো সংরক্ষণে গুরুত্ব দেয়া হয় না। ব্যবসায়ের লাভ–ক্ষতি নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্র / পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

লাভ/ক্ষতি = {(সমাপনী মূলধন+উত্তোলন)–(প্রারম্ভিক মূলধন+অতিরিক্ত মূলধন)}
প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ–প্রারম্ভিক মোট দায়
সমাপনী মূলধন = সমাপনী মোট সম্পদ– সমাপনী মোট দায়

সমাপনী মূলধন ও উত্তোলনের সমষ্টি প্রারম্ভিক ও অতিরিক্ত মূলধনের সমষ্টি অপেক্ষা পরিমাণে বড় হলে পার্থক্যটি লাভ এবং পরিমাণে ছোট হলে পার্থক্যটি ক্ষতিস্বরূপ গণ্য করা হয়। উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হল–

মিসেস শাহেলা খাতুন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। নিম্নোক্ত তথ্য তার হিসাব বই হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

	০১/০১/২০১৪	৩১/১২/২০১৪
মোট সম্পদ	১,২০,০০০	১,৫০,০০০
মোট দায়	৩৫,০০০	৫৫,০০০

২০১৪ সালে অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন ২০,০০০ টাকা এবং মালিকের মোট উত্তোলন ৩০,০০০ টাকা।
২০১৪ সালের শাহেলা খাতুনের লাভ/ক্ষতি নির্ণয় কর:

সমাধান:

প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ–প্রারম্ভিক মোট দায়
= (১,২০,০০০–৩৫,০০০) = ৮৫,০০০
সমাপনী মূলধন = সমাপনী মোট সম্পদ– সমাপনী মোট দায়
= (১,৫০,০০০–৫৫,০০০) = ৯৫,০০০
∴ লাভ/ক্ষতি = {(সমাপনী মূলধন+উত্তোলন)–(প্রারম্ভিক মূলধন+অতিরিক্ত মূলধন)}
= {(৯৫,০০০+৩০,০০০)–(৮৫,০০০+২০,০০০)}
= (১,২৫,০০০–১,০৫,০০০)
= ২০,০০০
∴ লাভের পরিমাণ = ২০,০০০ টাকা

কাজ : পলাশ কুমার পাল একজন মুদি ব্যবসায়ী। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি তার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে তার উত্তোলনের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা এবং তিনি কোন অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন করেননি। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মোট সম্পদ ১,২০,০০০ এবং মোট দায় ৩০,০০০ টাকা ছিল। লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় কর ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি –

ক) রিপোর্টিং পদ্ধতি
খ) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি
গ) লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি
ঘ) ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ধারণ পদ্ধতি

২। দু'রতফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল–

i) এ পদ্ধতিতে দাতা ও গ্রহীতা দুটি পক্ষ থাকবে।
ii) মোট ডেবিট অঙ্ক সর্বদাই মোট ক্রেডিট অঙ্কের সমান হবে।
iii) গ্রহীতার হিসাব ক্রেডিট ও দাতার হিসাব ডেবিট হবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

নিম্নের তথ্যের আলোকে ৩, ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ব্যবসায়ী জনাব সুবীর রায় প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রয় বই, বিক্রয় বই, প্রাপ্য বিল বই, প্রদেয় বিল বই ইত্যাদি সংরক্ষণ করেন। এছাড়া হিসাব সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকার কারণে বাট্টাজনিত দাখিলা অন্যভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তীতে তিনি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রণয়ন করেন এবং এভাবে ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরিচালনা করেন।

৩। জনাব সুবীর রায় এর ক্রয় বইতে লিপিবদ্ধ করেন–

ক) ধারে ক্রয়
খ) ধারে বিক্রয়
গ) নগদে ক্রয়
ঘ) ক্রয় ফেরত

৪। জনাব সুবীর রায় বাট্টাজনিত দাখিলা লিপিবদ্ধ করেন–

ক) নগদান বইতে
খ) বিক্রয় ফেরত বইতে
গ) প্রাপ্য বিল বইতে
ঘ) প্রকৃত জাবেদায়

৫। জনাব সুবীর রায়ের প্রারম্ভিক জাবেদা দাখিলার প্রয়োজন হয় কেন?

ক) হিসাব চক্রের ধারা অনুসরণ করার জন্য
খ) পরবর্তী হিসাব কালের যাত্রা শুরু করার জন্য
গ) হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য
ঘ) বর্তমান হিসাবকালের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য

৬। একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সাধারণত কোন শ্রেণির হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না?

i) সম্পদ
ii) দায়
iii) ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। কোনটি সঠিক ?

ক) প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ – সমাপনী মোট সম্পদ
খ) সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মোট দায় + সমাপনী মোট দায়
গ) প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ – প্রারম্ভিক মোট দায়
ঘ) সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ + সমাপনী মোট সম্পদ

৮। আর্থিক বিবরণীর খসড়া স্বরূপ ব্যবহার করা হয়–

ক) রেওয়ামিল খ) সমন্বয় দাখিলা
গ) সমাপনী দাখিলা ঘ) কার্যপত্র

৯। কোন ধারাবাহিকতাটি সঠিক ?

ক) রেওয়ামিল, সমন্বয় দাখিলা, কার্যপত্র, আর্থিক বিবরণী
খ) সমন্বয় দাখিলা, রেওয়ামিল, আর্থিক বিবরণী, কার্যপত্র
গ) কার্যপত্র, রেওয়ামিল, সমন্বয় দাখিলা, আর্থিক বিবরণী
ঘ) রেওয়ামিল, কার্যপত্র, সমন্বয় দাখিলা, আর্থিক বিবরণী

১০। প্রারম্ভিক মূলধন ৭০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মূলধন ৯০,০০০ টাকা হলে, লাভ/ক্ষতির পরিমাণ কত ?

ক) লাভ ২০,০০০ টাকা খ) ক্ষতি ২০,০০০ টাকা
গ) ক্ষতি ৭০,০০০ টাকা ঘ) লাভ ৯০,০০০ টাকা

১১। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি কোনটি?

ক) ক্রয় বৃদ্ধি ডেবিট ,আয় হ্রাস ক্রেডিট
খ) ব্যয় বৃদ্ধি ডেবিট ,আয় হ্রাস ক্রেডিট
গ) সুবিধা গ্রহণকারী ডেবিট,সুবিধা প্রদানকারী ক্রেডিট
ঘ) সুবিধা গ্রহণকারী ক্রেডিট,সুবিধা প্রদানকারী ডেবিট

নিম্নের তথ্য থেকে ১২,১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

জনাব ইশমাম জুন ২০১৪ তারিখে ৫৫,০০০টাকার মজুদপণ্য নিয়ে ঢাকার বেইলি রোডে একটি ফাস্টফুডের দোকান দেন। উক্ত মাসে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সম্পাদিত হয় :

জুন ৫ : শাহেদের নিকট বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।
জুন ১২ : পণ্য ক্রয় ১২,০০০ টাকা।
জুন ২০ : ধারে পণ্য বিক্রয় ৩৫,৫০০ টাকা।
জুন ২৩ : রাফির নিকট থেকে নগদে প্রাপ্তি ৫,৪০০ টাকা।
জুন ২৮ : পণ্য ফেরত দেয়া হল ৩,৪০০ টাকা ।

১২। উপরিউক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন লেনদেন জনাব ইশমামের প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ হবে?

ক) নগদে বিক্রয় খ) নগদে বিক্রয়
গ) পণ্য ফেরত দেয়া ঘ) মজুদপণ্য

১৩। উপরিউক্ত তথ্যের ৫ ও ২০ তারিখের লেনদেনগুলো কোন জাবেদা বইয়ে সংরক্ষণ করা হবে?

ক) ক্রয় জাবেদা খ) ক্রয় ফেরত জাবেদায়
গ) বিক্রয় জাবেদায় ঘ) বিক্রয় ফেরত জাবেদায়

১৪। জনাব ইশমাম পণ্য ফেরত দেবার সময় প্রস্তুত করবেন–

ক) ডেবিট নোট খ) ক্রেডিট নোট
গ) ডেবিট ভাউচার ঘ) ক্রেডিট ভাউচার

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. জনাব পার্থ সাহা একজন কাপড় ব্যবসায়ী। নরসিংদীতে তার ব্যবসায় অবস্থিত। তিনি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে যথাযথভাবে প্রতিটি হিসাবের বই সংরক্ষণ করে থাকেন। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তার ব্যবসায়ে সংঘটিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ :

ডিসেম্বর ১ নগদ ৭,০০,০০০ টাকা মূলধন স্বরূপ কারবারে আনা হলো।
ডিসেম্বর ১২ ২৫,০০০ টাকার কাপড় ধারে ক্রয় করা হলো।
ডিসেম্বর ২৩ নগদে ৬০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো।
ডিসেম্বর ২৪ কর্মচারী রতনকে বেতন প্রদান করা হলো ৮,০০০ টাকা।
ডিসেম্বর ৩১ নগদে কমিশন প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা।

ক) ডিসেম্বর মাসে মোট কত টাকার পণ্য ক্রয় করা হয়েছে ?
খ) জনাব পার্থ সাহা এর উপর্যুক্ত লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় কর।
গ) জনাব পার্থ সাহা এর উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহ হিসাবের কোন কোন প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ হবে?

২। জনাব শহীদুল ইসলাম তাঁর ব্যবসায়ের বিস্তারিত হিসাব সংরক্ষণ করেন না। ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে তার ব্যবসায়ের মোট সম্পদ ও দায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২,০০,০০০ টাকা ও ৮০,০০০ টাকা। । উক্ত বৎসরে জনাব শহীদুল ইসলাম আরও ৩০,০০০ টাকা নতুন করে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। উক্ত বৎসরে তিনি মোট ১৫,০০০ টাকা নগদ উত্তোলন করেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত সম্পদ ও দায়সমূহ ছিল–

নগদ ৫০,০০০; আসবাবপত্র ৪০,০০০ ; দেনাদার ৩০,০০০ ; মজুদ পণ্য ৭০,০০০ ; ব্যাংক ঋণ ২০,০০০ এবং পাওনাদার ২৫,০০০ টাকা।

ক) জনাব শহীদুল ইসলামের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় কর?

খ) জনাব শহীদুল ইসলামের সমাপনি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় কর?

গ) ২০১৪ সালে জনাব শহীদুল ইসলামের ব্যবসায়ের লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় কর?

৩। জনাব খুশি ২০১৪ সালের মার্চ ১ তারিখে নগদ ২,৪০,০০০ টাকা; ৫৬,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি; ২১,০০০ টাকার পণ্যদ্রব্য নিয়ে কনফেকশনারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত মাসে অন্যান্য লেনদেন-

মার্চ ৩ : কাশেমের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় ৩৪,০০০টাকা

মার্চ ৬ : জাহিদের নিকট বিস্কিট বিক্রয় করেন ১৫,০০০ টাকার

মার্চ ৭ : দোকান ভাড়া প্রদান ৬,৫০০ টাকা

মার্চ ১০: নগদে পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা

মার্চ ১৭: নগদে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা

মার্চ ১৯: কেক বিক্রয় ৬,০০০ টাকা

মার্চ ২১: রাশির নিকট থেকে ময়দা ক্রয় ৭,৫০০ টাকা

মার্চ ২৮: মালিক নিজ প্রয়োজনে ব্যবসা থেকে নেন ৪,৫০০ টাকা

ক) জনাব খুশি এর বিক্রয়ের পরিমাণ কত?

খ) জনাব খুশি এর ১,৩ ,৭ ও ১০ তারিখের লেনদেনগুলোর ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় কর।

গ) হিসাব সমীকরণের উপর মার্চ ৬, ১৭, ১৯, ২৮ তারিখের লেনদেনগুলোর প্রভাব ছকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

৪। জনাব আলম ১জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে নগদ ৫,০০,০০০ টাকা; ২৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র; ৮৫,০০০ টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করেন। উক্ত মাসে তার অন্যান্য লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপ :

জানুয়ারি	০২	অফিস ভাড়া	১২,০০০ টাকা
জানুয়ারি	১০	কাগজ ক্রয়	৫,০০০ টাকা
জানুয়ারি	১২	কম্পিউটার মেরামত	২,০০০ টাকা
জানুয়ারি	২০	মজুরী প্রদান	১,৫০০ টাকা
জানুয়ারি	২৫	প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তি	

ক) জনাব আলমের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত?

খ) উপরিউক্ত লেনদেনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি হিসাবের শ্রেণীবিভাগ ছকের মাধ্যমে দেখাও।

গ) জনাব আলমের জানুয়ারি মাসের লেনদেনগুলোর ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় কর।

চতুর্থ অধ্যায়

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালব্যাপী চলমান থাকবে, যা সকলেই আশা করে। নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যবসায়ের লাভ–ক্ষতি ও সার্বিক অবস্থা জানাও প্রয়োজন। কিছু লেনদেন এমন যাদের সুবিধা নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হয়ে যায় এবং কিছু লেনদেন এমন যাদের সুবিধা দীর্ঘ সময়ব্যাপী পাওয়া যায়। এই অবস্থা বিবেচনা করেই লেনদেন সমূহকে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। লেনদেনসমূহ সঠিকভাবে বিভক্তকরণের উপরই ব্যবসায়ের প্রকৃত লাভ–ক্ষতি ও আর্থিক অবস্থা জানা নির্ভর করে। তাই মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন সঠিকভাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য অর্জন ত্বরান্বিত হয়।

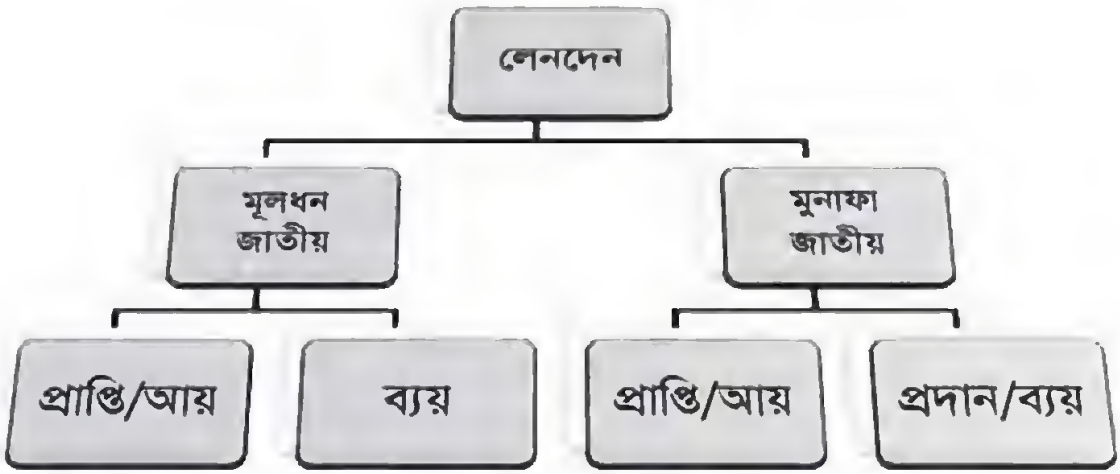

চিত্র : লেনদেনের শ্রেণিবিভাগ

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্য নিরূপন করতে পারব।
- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারব।
- লাভ–ক্ষতি পরিমাপ এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকালে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারব।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারণা

ব্যবসায়ের সকল লেনদেন দুই ভাগে বিভক্ত, মূলধন জাতীয় ও মুনাফা জাতীয়। মূলধন জাতীয় লেনদেনের সুবিধা ভোগের মেয়াদ মুনাফা জাতীয় লেনদেন অপেক্ষা অধিক। মুনাফা জাতীয় লেনদেন যেখানে নিয়মিত সংঘটিত হয়, সেখানে মূলধন জাতীয় লেনদেন অনিয়মিত। এরূপ আরও কতিপয় দিক/বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এই দুই ধরনের লেনদেনকে পরস্পর পৃথক করে।

লেনদেনের মাঝে এতদিন আমরা দেখেছি – লেনদেনটি নগদ না অনগদ; লেনদেনটি দৃশ্যমান না অদৃশ্যমান প্রভৃতি বিষয়। লেনদেনসমূহকে নিম্নোক্ত অবস্থা থেকে বিবেচনা করা যায়–

কাজ : উপরোক্ত তিনটি অবস্থা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহকে দুইভাগে বিভক্ত কর–

- ব্যাংক হতে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ ।
- পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।
- বাকীতে আলমারী ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
- কর্মচারীকে বেতন পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।
- পুরাতন মোটর গাড়ী বিক্রয় ৭০,০০০ টাকা।
- ব্যাংকে জমাকত অর্থের উপর সুদ প্রাপ্তি ৫০০ টাকা।

যে সকল লেনদেন হতে দীর্ঘমেয়াদী (১ বছরের অধিক) সুবিধা পাওয়া যায়, যার টাকার অঙ্ক অপেক্ষাকৃত বড় এবং লেনদেন নিয়মিত সংঘটিত হয় না, তা মূলধন জাতীয় লেনদেন। অপরদিকে, যে সকল লেনদেন হতে স্বল্পমেয়াদী সুবিধা পাওয়া যায়, লেনদেনের টাকার অঙ্কের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু নিয়মিত সংঘটিত হয় (নির্দিষ্ট সময় পর পর), তা মুনাফা জাতীয় লেনদেন।

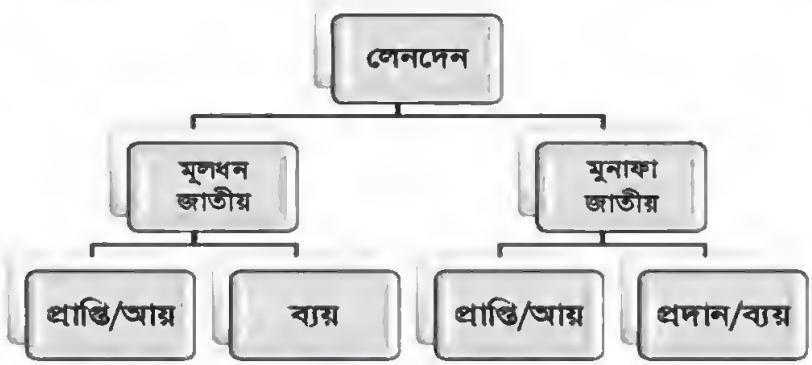

মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও আয় :

যে সকল প্রাপ্তি অনিয়মিত, টাকার পরিমাণ বড় এবং এক বছরের অধিক সময় সুবিধা ভোগ করা যায় তাই মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি। ব্যবসায়ে মূলধন আনয়ন, ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ, স্থায়ী সম্পদ (আসবাবপত্র, জমি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বিক্রয় প্রভৃতি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির উদাহরণ। মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয় একরূপ মনে হলেও কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। মূলধন জাতীয় আয় মূলধন জাতীয় প্রাপ্তিরই একটি অংশ।

মূলধন জাতীয় আয়ও প্রতিবছর হয় না এবং উদাহরণও খুব বেশী নেই। কোন যন্ত্রপাতি কয়েক বছর ব্যবহারের পর যদি বিক্রয় করা হয় সেখান থেকে কিছু আয় হতে পারে। ধরা যাক একটি পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় হল ৮০,০০০ টাকা এবং এর ব্যবহার পরবর্তী বর্তমান মূল্য ৬৫,০০০ টাকা। এখানে মূলধনী আয় হয়েছে ১৫,০০০ টাকা (৮০,০০০–৬৫,০০০)। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ৮০,০০০ টাকার সবটুকুই মূলধন জাতীয় আয় নয়।

> **কাজ :** জনাব রতন ২০১২ সালে একটি জমি ২,৮০,০০০ টাকায় ক্রয় করেন, যা ২০১৪ সালে ৪,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন। মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

মূলধন জাতীয় ব্যয় :

যে সকল ব্যয় অনিয়মিত, টাকার পরিমাণ বড় এবং ১ বছরের অধিক সময় সুবিধা ভোগ করা যায় ঐ সকল ব্যয়ই মূলধন জাতীয় ব্যয়। স্থায়ী সম্পদ (জমি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী ইত্যাদি) ক্রয়, স্থায়ী সম্পদ ক্রয় সম্পর্কিত অন্যান্য খরচ (সম্পদ ক্রয়ের আমদানি শুল্ক, জাহাজ ভাড়া, পরিবহন খরচ, সংস্থাপন ব্যয় প্রভৃতি) মূলধন জাতীয় ব্যয় স্বরূপ গণ্য। এখানে উল্লেখ্য যে সকল ব্যয়ের ফলে সম্পদ সম্প্রসারিত ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায় তাও মূলধন জাতীয় ব্যয়। যেমন : মেশিন পুরনো হয়ে যাওয়ার পর ১০,০০০ টাকা মূল্যের নতুন যন্ত্রাংশ সংযোজন করে মেরামত করা হল, ফলে মেশিন সচল হওয়ার পাশাপাশি তার মেয়াদও বৃদ্ধি পাবে। অতএব বলা যায়, যে সকল ব্যয়ের উপযোগিতা বর্তমান হিসাব বছরের পাশাপাশি পরবর্তী একাধিক বছরসমূহেও পাওয়া যাবে তাহাই মূলধন জাতীয় ব্যয়।

চিত্র : মূলধন জাতীয় ব্যয়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ

মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও আয় :

যে সকল প্রাপ্তি নির্দিষ্ট সময় পর পর অর্থাৎ নিয়মিত আদায় হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই উপযোগিতা শেষ হয়ে যায় তাই মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি। পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ব্যাংকে জমা টাকার সুদ, প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া, প্রাপ্ত কমিশন ইত্যাদি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির উদাহরণ। মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও মুনাফা জাতীয় আয় একই অর্থবোধক মনে হলেও পার্থক্য বিদ্যমান। মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির সবটুকুই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মুনাফা জাতীয় আয় হয় না। ধরা যাক হিসাব সাল ২০১৩ তে ভাড়া পাওয়া গেল ৫০,০০০ টাকা কিন্তু এর মধ্যে ১০,০০০ টাকা পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০১৪ সাল সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে, ২০১১ এর মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ৫০,০০০ টাকা এবং মুনাফা জাতীয় আয় ৪০,০০০ টাকা।

> **কাজ :** মূলধন জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় আয়ের পার্থক্য ছক আকারে তৈরি কর।

মুনাফা জাতীয় প্রদান/ব্যয় :

ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়মিত যে সকল ব্যয় নির্দিষ্ট সময় পর পর সংঘটিত হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই উপযোগিতা নিঃশেষ হয়ে যায় তাকে মুনাফা জাতীয় প্রদান/ব্যয় বলা হয়। পণ্য ক্রয়, ভাড়া পরিশোধ, বেতন পরিশোধ,মনিহারী দ্রব্যাদি ক্রয়, বিজ্ঞাপন খরচ ইত্যাদি মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ। মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের দ্বারা সম্পদ অর্জিত না হলেও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষনে অবদান রাখে। মুনাফা জাতীয় প্রদান ও ব্যয় একই অর্থবোধক মনে হলেও কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। মুনাফা জাতীয় ব্যয়, মুনাফা জাতীয় প্রদানেরই একটি অংশ। চলতি হিসাবকালের সহিত প্রায়ই বিগত হিসাবকালের বকেয়া এবং পরবর্তী হিসাবকালের খরচ অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। চলতি, বিগত ও পরবর্তী হিসাবকাল সংশ্লিষ্ট মোট পরিশোধকৃত অর্থ মুনাফা জাতীয় প্রদান, শুধুমাত্র চলতি হিসাবকালের অংশটুকুই মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে। স্থায়ী সম্পদ মেরামতের ফলে সম্পদের আয়ুষ্কালে কোন প্রভাব না পড়লে, উক্ত ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে।

মুনাফা প্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের ন্যায় স্বল্পমেয়াদী সুবিধা না পেয়ে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা ভোগ করা যায়, এরূপ ব্যয়ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হল–

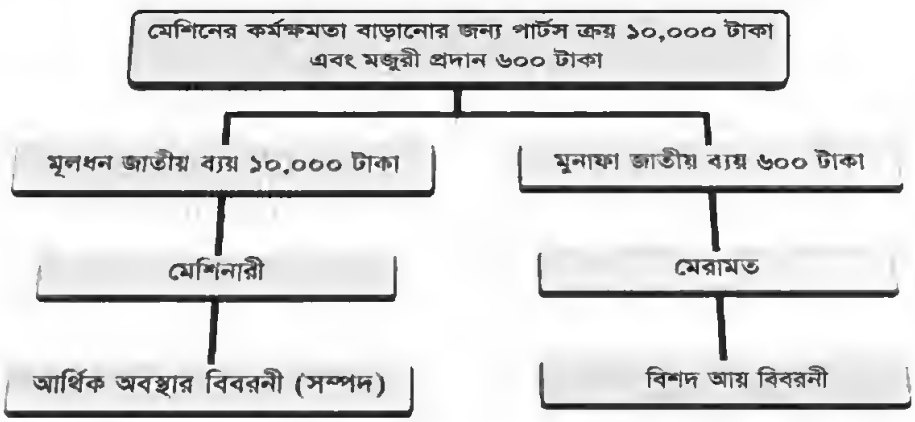

কাজ : মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পার্থক্য ছক আকারে তৈরি কর।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা :

একজন ব্যবসায়ীকে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে (সাধারণত প্রতি বছর) লেনদেনের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানতে হয়। এ জন্য অন্তত তিনটি বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়–বিশদ আয় বিবরণী (Statement of Comprehensive Income) (যা পূর্বের ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতি হিসাবের সংমিশ্রণ বা আয় বিবরণী), মালিকানা স্বত্ব বিবরণী (Statement of Owner's Equity) এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position) (যা পূর্বের উদ্বৃত্তপত্র) । বিশদ আয় বিবরণী থেকে আমরা ব্যবসায়ের লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ, মালিকানা স্বত্ব বিবরণী হতে ব্যবসায়ের প্রতি মালিকের পাওনার পরিমাণ এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে সম্পদ ও দায়-দেনার পরিমাণ জানতে পারি।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের প্রভাব:

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের প্রভাব শুধুমাত্র মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যবসায়ের লাভ–ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। অপরদিকে শুধুমাত্র মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় ব্যয়ের ভিত্তিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করে সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই দুই ধরনের লেনদেন পরস্পর অবস্থান পরিবর্তন করে আর্থিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হলে কখনই ব্যবসায়ের প্রকৃত লাভ–ক্ষতি এবং সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ জানা যাবে না।

কাজ : একটি ব্যয়কে তুমি মূলধন জাতীয় না ধরে মুনাফা জাতীয় ধরে হিসাব করলে কী অসুবিধা হবে?

বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় :

মুনাফা জাতীয় হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট হিসাব বছরে সীমাবদ্ধ না থেকে একাধিক বছরসমূহে সুবিধা পাওয়া যায় বলেই এই ব্যয়কে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলা হয়। যেহেতু এই ব্যয়ের দ্বারা একাধিক বছর সুবিধা ভোগ করা যায়, তাই এই ব্যয়কে হিসাবকালসমূহের মাঝে বিভক্ত করে, চলতি হিসাবকালের অংশটুকু মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের ন্যায় এবং অবশিষ্ট অংশ সাময়িকভাবে মূলধন জাতীয় ব্যয়ের ন্যায় লিপিবদ্ধ করা হয়। নতুন পণ্য তৈরীর পূর্বের গবেষণা ও পরীক্ষা ব্যয়, বিজ্ঞাপন বাবদ এককালীন বড় অঙ্কের ব্যয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ব্যয় ইত্যাদি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় হিসাবের তালিকা

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন	শ্রেণী এবং প্রভাব	কারণ
১। মূলধন	মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি	ব্যবসায়ে অনেক বছর ব্যবহার হবে, মালিককে এ টাকা ফেরত দিতে হবে
২। জমি, দালানকোঠা, পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয়	মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি/আয়	অনিয়মিত প্রাপ্তি
৩। ঋণ গ্রহণ	মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি	ব্যবসায় অনেক বছর ব্যবহার হবে এবং এ টাকা ফেরত দিতে হবে
৪। পণ্য বিক্রয়	মুনাফা জাতীয় আয়	নিয়মিত হয়
৫। ব্যাংকে বিনিয়োগের সুদ	ঐ	ঐ
৬। দালান–কোঠার ভাড়া প্রাপ্তি	ঐ	ঐ
৭। শেয়ারে বিনিয়োগের লভ্যাংশ	মুনাফা জাতীয় আয়	ঐ
৮। সেবার বিনিময়ে কমিশন গ্রহণ	ঐ	ঐ

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন	শ্রেণী এবং প্রভাব	কারণ
৯। জমি ক্রয়	মূলধন জাতীয় ব্যয়	অনিয়মিত এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে
১০। জমি ক্রয়ের রেজিস্ট্রেশন ব্যয়	ঐ	জমি ক্রয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত
১১। দালান–কোঠা নির্মাণ	ঐ	অনিয়মিত ও ব্যবসায়ে দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে
১২। যন্ত্রপাতি ক্রয়	ঐ	ঐ
১৩। নতুন পন্যের গবেষণা ব্যয়	বিলম্বিত মুনাফা জাতীয়	একাধিক হিসাবকাল ব্যাপী সুবিধা পাওয়া যাবে
১৪। যন্ত্রপাতি ক্রয় পরিবহন খরচ	মূলধন জাতীয় ব্যয়	অনিয়মিত ও যন্ত্রপাতির সাথে অন্তর্ভূক্ত
১৫। যন্ত্রপাতির বড় ধরনের মেরামত খরচ	ঐ	অনিয়মিত ও যন্ত্রপাতির আয়ুস্কাল বাড়াবে
১৬। আসবাবপত্র ক্রয়	ঐ	অনিয়মিত এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে।
১৭। পণ্য ক্রয়	মুনাফা জাতীয় ব্যয়	নিয়মিত হয়
১৮। বেতন ও মজুরি	ঐ	ঐ
১৯। ঋনের সুদ প্রদান	ঐ	ঐ
২০। বাড়ী ভাড়া প্রদান	ঐ	ঐ
২১। বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিল	ঐ	ঐ
২২। বিজ্ঞাপন খরচ	ঐ	ঐ
২৩। বীমা প্রিমিয়াম প্রদান	ঐ	ঐ
২৪। যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন মেরামত	ঐ	ঐ
২৫। দালানকোঠা, যান্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের ব্যবহার জনিত ক্ষয়	ঐ	ঐ

কাজ : আরও কিছু মূলধন ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের উদাহরনের তালিকা তৈরি কর।

উদাহরণ :

২০১৪ সালের ৩১ শে মার্চ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম এর হিসাবের বই থেকে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া গেল:

১। ভাড়া ৭৫০ টাকা

২। বৈদ্যুতিক খরচ (যার মধ্যে আছে নতুন বিদ্যুৎ ক্যাবল ৬,০০০ টাকা) ৭,৭০০ টাকা

৩। আনয়ন ভাড়া (যার মধ্যে ৫,০০০ টাকা আছে নতুন সিমেন্ট মিক্চার আনয়নে) ৬,৫০০ টাকা।

৪। ড্রিলিং মেশিন ক্রয় ৪,১০০ টাকা

করণীয় :

মূলধন জাতীয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ কত?

সমাধান

মূলধন জাতীয় ব্যয় :		মুনাফা জাতীয় ব্যয় :	
নতুন বিদ্যুৎ ক্যাবল এর ব্যয়	৬,০০০ টাকা	ভাড়া	৭৫০ টাকা
নতুন সিমেন্ট মিক্চার আনয়ন ব্যয়	৫,০০০ টাকা	বৈদ্যুতিক খরচ	১,৭০০ টাকা
ড্রিলিং মেশিন	৪,১০০ টাকা	আনয়ন ভাড়া	১,৫০০ টাকা
	১৫,১০০ টাকা		৩,৯৫০ টাকা

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। মূলধন জাতীয় ব্যয় কোনটি?

ক) মালিক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন
খ) মেশিন বিক্রির খরচ
গ) মেশিন ক্রয়
ঘ) ব্যবসায় পরিচালনার দৈনন্দিন ব্যয়

২। যদি মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় তবে কোনটি নির্ণয় ভুল হবে?

ক) ব্যাংক ব্যালেন্স
খ) দেনাদার
গ) পাওনাদার
ঘ) নীট মুনাফা

৩। মুনাফা জাতীয় ব্যয় হল–

i) বিক্রয়ের জন্য গাড়ী ক্রয়
ii) ব্যবসায়ের ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়
iii) ডেলিভারি ভ্যানের রোড ট্যাক্স ও বীমা প্রিমিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৪। যন্ত্রপাতি ক্রয়–বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি বিক্রয়লব্ধ অর্থ–

ক) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি
খ) মূলধন জাতীয় আয়
গ) মুনাফা জাতীয় আয়
ঘ) মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি

৫। রমজান মিয়া তাঁর ব্যবসায়ের জন্য পণ্য আমদানি করে। পণ্য আমদানির শুল্ক–

ক) মূলধন জাতীয় ব্যয়
খ) মুনাফা জাতীয় ব্যয়
গ) অব্যবসায়ী ব্যয়
ঘ) মুনাফা জাতীয় আয়

৬। সুকমল বড়ুয়া তাঁর ব্যবসায়ের জন্য এক খন্ড জমি ক্রয় করেন। জমির রেজিস্ট্রেশন করতে তিনি ৫,০০০ টাকা ব্যয় করেন। এই রেজিস্ট্রেশন খরচ –

ক) মুনাফা জাতীয় ব্যয়
খ) মূলধন জাতীয় ব্যয়
গ) মুনাফা এবং মূলধন জাতীয় উভয় ব্যয়ই হতে পারে
ঘ) বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়

৭। বিশদ আয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হবে–

(i) মুনাফা জাতীয় ব্যয়
(ii) মুনাফা জাতীয় আয়
(iii) মূলধন জাতীয় ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮। আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হবে–

i) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ii) মুনাফা জাতীয় ব্যয় iii) বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯। ব্যবসায়ে পণ্য আনয়নের জাহাজ ভাড়া কোন ধরনের লেনদেন ?

ক) মুনাফা জাতীয় খ) মূলধন জাতীয়

গ) বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ঘ) ব্যবসায় পরিচালন

১০। বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়–

(i) ৩ বছরের জন্য পণ্যের প্রচারণা বাবদ এ্যাড ফার্মকে প্রদান ১,০০,০০০ টাকা

(ii) ৩ মাসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করা হল ১৫,০০০ টাকা

(iii) ধানমন্ডি হতে মতিঝিলে ব্যবসায়ের অফিস স্থানান্তর বাবদ ব্যয় ২৫,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্ধৃতিটুকু পড়ে ১১, ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

২০১০ সালের ১ জানুয়ারি জনাব প্লাবন ভৌমিক তাঁর ব্যবসায়ের জন্য ৪০,০০০ টাকা মূল্যের একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করলেন এবং যন্ত্রটি সংস্থাপন বাবদ ৫,০০০ টাকা ব্যয় করলেন। যন্ত্রটি তিনি ২০১৩ সালে ২৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন; এ সময় যন্ত্রটির মূল্য অবচয় বাদ দেয়ার পর ছিল ২৪,০০০ টাকা।

১১। প্লাবন ভৌমিকের ব্যয়িত ৪৫,০০০ টাকা গণ্য হবে–

ক) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি খ) মুনাফা জাতীয় ব্যয় গ) বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় ঘ) মূলধন জাতীয় ব্যয়

১২। চার বছরে উক্ত যন্ত্রের মোট কত টাকা অবচয় হয়েছে?

ক) ১৫,০০০ টাকা খ) ১৬,০০০ টাকা

গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) ২১,০০০ টাকা

১৩। যন্ত্রটির বিক্রয়মূল্য ও পুস্তকমূল্যের পার্থক্য কে কী বলে চিহ্নিত করা হয়?

ক) মূলধন জাতীয় আয় খ) মুনাফা জাতীয় আয়

গ) মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ঘ) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। ২০১৪ সালে সুরাইয়া বেগমের ব্যবসায়ের লেনদেনের কিছু অংশ নিম্নরূপ:

লেনদেনের বিবরণ	টাকা
ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ	৫,০০,০০০
যন্ত্রপাতি ক্রয়	১,৫০,০০০
ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ	৩,০০,০০০
পণ্য ক্রয়	১০,০০,০০০
কর্মচারীর বেতন প্রদান	৩,৮০,০০০
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল প্রদান	১২,০০০
যন্ত্রপাতির অবচয়	১৫,০০০
আগুনে বিনষ্ট পন্যের পরিমাণ	২,০০০
ভাড়া প্রদান (যার মধ্যে ৩,০০০ টাকা ২০১৫ সনের জন্য)	৪০,০০০
কমিশন প্রাপ্তি (যার মধ্যে ৪,০০০ টাকা ২০১৫ সনের জন্য)	৫০,০০০
পণ্য বিক্রয়	২০,০০,০০০

ক) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ কত ?

খ) মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মোট পরিমাণ কত ?

গ) বৎসরান্তে সুরাইয়া বেগমের মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ কত ?

২। জনাব অভিজিৎ দত্তের ব্যবসায়ে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ সংগঠিত হয়েছে–

এপ্রিল ১ : ধানমন্ডি হতে মতিঝিলে ব্যবসায় স্থানান্তর বাবদ ব্যয় ১২,০০০ টাকা

এপ্রিল ২ : মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ১,০০০ টাকা

এপ্রিল ৪ : নতুন মেশিন ক্রয় ৪০,০০০ টাকা

এপ্রিল ৪ : নতুন মেশিন সংস্থাপন ব্যয় ২,৫০০ টাকা

এপ্রিল ৫ : পুরাতন কম্পিউটার মেরামত ব্যয় ১,০০০ টাকা

এপ্রিল ১২ : অফিসের গাড়ির জন্য নতুন ব্যাটারী ও টায়ার ক্রয় ২৫,০০০ টাকা

ক) বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ কত?

খ) মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ কত?

গ) ৪ তারিখে ক্রীত মেশিন ৪৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হলে, মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত?

৩। জনাব রেহানা সুলতানা ঢাকার উত্তরায় একটি রেষ্টুরেন্ট পরিচালনা করেন। তাঁর রেষ্টুরেন্টের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ–

- রেষ্টুরেন্টের জন্য ২৫ ডজন তৈজসপত্র ক্রয় ৮০,০০০ টাকা
- রেষ্টুরেন্টের সাজসজ্জা বৃদ্ধিকরণ ব্যয় ২০,০০০ টাকা
- রেষ্টুরেন্টের প্রচারণা বাবদ ব্যয় করা হল ৩,০০০ টাকা
- রেষ্টুরেন্টের মালামাল আনয়নের ভ্যানগাড়ি মেরামত ১,০০০ টাকা
- রেষ্টুরেন্টে জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন বাবদ বিল আদায় হল ২২,০০০ টাকা
- রেষ্টুরেন্টের নষ্ট রেফ্রিজারেটর চালুর জন্য নতুন কমপ্রেসার ক্রয় ৮,০০০ টাকা এবং কালার স্প্রে খরচ হল ২,০০০ টাকা

- রেষ্টুরেন্টের কর্মচারিদের বেতন প্রদান ৯,০০০ টাকা
- গ্রাহকদের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি ২৫,০০০ টাকা
- রেষ্টুরেন্ট ভাড়া প্রদান ৫,০০০ টাকা

ক) জনাব রেহানা সুলতানার মুনাফা জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ কত ?

খ) জনাব রেহানা সুলতানার মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ) জনাব রেহানা সুলতানার মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

৪। জনাব নাছিমা খানের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জুন, ২০১৪ মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ :

ব্যবসায়ের মূলধন আনয়ন	২,৫০,০০০ টাকা
পণ্য ক্রয়	৭,০০,০০০ টাকা
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৪,০০,০০০টাকা
বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি	৪,০০০ টাকা
আসবাবপত্র বিক্রয় জনিত লাভ	২,৪০০ টাকা
আমদানী শুল্ক পরিশোধ	৫,০০০ টাকা
ব্যাংক হতে ঋন গ্রহন	৭,৫০,০০০ টাকা
পণ্য বিক্রয়	৩০,০০০ টাকা
শিক্ষানবীশ সেলামী	৪০,০০০ টাকা

ক) জনাব নাছিমা খানের নিয়মিত খরচের পরিমাণ কত?

খ) জনাব নাছিমা খানের যে সকল লেনদেন বিশদ আয় বিবরণীতে অর্ন্তভূক্ত হবে তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ) জনাব নাছিমা খানের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির মোট পরিমাণ নিরূপণ কর।

৫। রহমান ও রতন লাল সাহা দুই বন্ধু মিলে একটি চেইন শপ চালু করেন। উক্ত শপের কিছু সংখ্যক লেনদেন নিচে দেয়া হল :

২০১৪

মে ৪ : ধারে পণ্য ক্রয় ৫০,০০০ টাকা

মে ৭ : দোকানের সাজসজ্জার পরিবর্তন ব্যয় ১,০০,০০ টাকা

মে ১০ : পরিবহন ব্যয় ১,৫০০ টাকা

মে ১২ : পণ্য বিক্রয় ১৮,০০০ টাকা

মে ১৫ : বাট্টা প্রদান ৭০০ টাকা

মে ১৬ : ধারে পণ্য বিক্রয় ২২,০০০ টাকা

মে ২০ : দোকানের জন্য ফ্রিজ ক্রয় ৪৫,০০০ টাকা

মে ২২ : বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ১,২০০ টাকা

মে ২৫ : কমিশন প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা

মে ৩০ : লভ্যাংশ প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা

ক) উপর্যুক্ত তথ্যাদি হতে মূলধন জাতীয় লেনদেনের মোট পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ) উক্ত দোকানের মে মাসের মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ) উক্ত দোকানের মে মাসের মোট মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

পঞ্চম অধ্যায়

হিসাব

আর্থিক লেনদেন ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। লেনদেনের ফলে অর্থের প্রাপ্তি যেমন ঘটতে পারে তেমনি প্রদানও ঘটতে পারে; আবার কোন কোন লেনদেনের ফলে আয় বা ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে, একই ভাবে সম্পদ বা দায়ের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে পারে। আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায় একটি নির্দিষ্ট ধরনের হয় না, বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান। লেনদেনের ফলে যে সকল আয়, ব্যয়, সম্পদ বা দায় প্রভাবিত হবে তা নির্দিষ্ট ছকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির নিয়মানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেকটি খাতের মোট ও নীট পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। লেনদেনের ফলে প্রতিটি খাতের ক্রমাগত পরিবর্তন ও নীট পরিমান জানার জন্য হিসাব প্রস্তুত করা হয়।

'T'–ছক

হিসাবের নাম / শিরোনাম

ডেবিট হিসাবের কোড নং ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা

'চলমান জের'— ছক

হিসাবের নাম / শিরোনাম হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট

চিত্র : হিসাব ছক।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- হিসাবের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হিসাবের বিভিন্ন প্রকার ছক ('T'–ছক ও 'চলমান জের' ছক) প্রস্তুত করতে পারব।
- হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী হিসাবের শ্রেণিবিভাগ করতে পারব।
- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিসাবে ডেবিট–ক্রেডিট লিপিবদ্ধ করতে পারব।

হিসাবের ধারণা :

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য লেনদেনসমূহ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা জরুরি। লেনদেনের ফলে সম্পদ, দায়, আয়, ব্যয় ও স্বত্বাধিকারের ক্রমাগত হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটে। যা ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিটি খাতের নীট পরিমাণ জানা প্রয়োজন।

ঘটনা :

জনাব সাগর একজন চাকরিজীবী। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে তিনি বেতন বাবদ ১৫,০০০ টাকা; পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় করে ৩,০০০টাকা এবং ব্যাংক হতে ৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। বাড়ী ভাড়া বাবদ ৮,০০০ টাকা; খাদ্য খাতে ৫,০০০ টাকা; গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল বাবদ ১,০০০ টাকা; যাতায়াত বাবদ ৫০০ টাকা; চিকিৎসা বাবদ ৩,০০০ টাকা এবং সন্তানদের পড়ালেখা বাবদ ২,০০০ টাকা ব্যয় করেন।

উপরের ঘটনায় জনাব সাগরের মার্চ ২০১৪ মাসের যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান উল্লেখকরা হয়েছে। মাসান্তে জনাব সাগরের হাতে নগদ কত টাকা অবশিষ্ট থাকবে? তা জানতে চাইলে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা হবে–

মোট প্রাপ্তি = (১৫,০০০+৩,০০০+৫,০০০) = ২৩,০০০ টাকা।
মোট প্রদান = (৮,০০০+৫,০০০+১,০০০+৫০০+৩,০০০+২,০০০)= ১৯,৫০০ টাকা।
অবশিষ্ট = (২৩,০০০–১৯,৫০০) = ৩,৫০০ টাকা।

হিসাববিজ্ঞানে উপরোক্ত তথ্য উপস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করা হয়—

ডেবিট — নগদান হিসাব — ক্রেডিট

	টাকা		টাকা
বেতন প্রাপ্তি	১৫,০০০	বাড়ী ভাড়া	৮,০০০
আসবাবপত্র বিক্রয়	৩,০০০	খাদ্য	৫,০০০
ব্যাংক ঋণ	৫,০০০	গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল	১,০০০
		যাতায়াত	৫০০
		চিকিৎসা	৩,০০০
		পড়ালেখা	২,০০০
		উদ্বৃত্ত (পার্থক্য)	৩,৫০০
	২৩,০০০		২৩,০০০

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সম্পদ, দায়, রেভিনিউ বা আয়, ব্যয় ও স্বত্বাধিকারের জন্য এরূপ পৃথক পৃথক ছক সংরক্ষণ এবং উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়।

কাজ : হিসাবের ছকটি কিসের অনুরূপ এবং কি কি বিশেষ দিক লক্ষ্য করছো ?

হিসাব হচ্ছে এমন একটি ছক বা বিবরণী যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি খাতের পরিবর্তন ও অবস্থা প্রকাশিত হয়। নগদান হিসাব; আসবাবপত্র হিসাব; ব্যাংক হিসাব; ক্রয় হিসাব; বিক্রয় হিসাব; বেতন হিসাব; ভাড়া হিসাব ইত্যাদি।

হিসাবের ছক

হিসাববিজ্ঞানে হিসাব প্রস্তুতের জন্য দুই ধরণের ছক ব্যবহৃত হয়–

'T'–ছক

হিসাবের নাম / শিরোনাম

ডেবিট হিসাবের কোড নং ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা

'চলমান জের'— ছক

হিসাবের নাম / শিরোনাম হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট

'T'— ছকের বৈশিষ্ট্য

- হিসাবের একটি শিরোনাম থাকবে।
- ছকটি ডেবিট ও ক্রেডিট দু'টি অংশে বিভক্ত।
- উভয় অংশে চারটি করে মোট আটটি কলাম থাকবে।
- নির্দিষ্ট সময় পর পর হিসাবের উদ্বৃত্ত (ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফলের পার্থক্য) নির্ণয় করতে হবে।
- হিসাবের কোড নম্বর থাকবে।

'চলমান জের'— ছকের বৈশিষ্ট্য

- হিসাবের একটি শিরোনাম থাকবে।
- হিসাবের কোড নম্বর উল্লেখ থাকবে।
- তারিখ, বিবরণ ও জাবেদা পৃষ্ঠার (জা: পৃ:) কলাম একটি।
- টাকার কলাম মোট ৪টি।
- ডেবিট ও ক্রেডিট টাকার কলাম পাশাপাশি অবস্থিত।
- প্রতিটি লেনদেন লিপিবদ্ধের পর হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়।

কাজ: দু'টি ছকের মাঝে কি কি পার্থক্য বিদ্যমান তা চিহ্নিত কর।

বি: দ্র: হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করণের বিস্তারিত আলোচনা 'খতিয়ান' অধ্যায়ে— এ করা হয়েছে।

হিসাবের শ্রেণিবিভাগ

হিসাব সমীকরণ (A=L+E) বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা হিসাবের শ্রেণীবিভাগ খুব সহজেই করতে পারি—

সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ব

অথবা

সম্পদ = দায় + মালিকের মূলধন আনয়ন + রেভিনিউ –ব্যয়–মালিকের উত্তোলন

উপরের ছকটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হিসাব পাঁচ প্রকার।

১। সম্পদ ২। দায় ৩। মালিকানা স্বত্ব ৪। রেভিনিউ ৫। ব্যয়

হিসাব ও লেনদেনের সহিত সংশ্লিষ্টতা / সম্পর্ক

১.	মূলধন হিসাব	মালিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থ, পণ্য, সম্পদ ও সুবিধা প্রদান করলে মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
২.	উত্তোলন হিসাব	প্রতিষ্ঠান হতে মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অর্থ, পণ্য, সম্পদ ও সুবিধা গ্রহণ করলে উত্তোলন হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৩.	নগদান হিসাব	লেনদেনের দ্বারা নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদান ঘটলে নগদান হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৪.	ব্যাংক হিসাব	লেনদেনের দ্বারা ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটলে ব্যাংক হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৫.	ক্রয় হিসাব	নগদে, চেকে, কার্ডে, ধারে ও বিলের মাধ্যমে পণ্য (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যাহাই ক্রয় হয়) ক্রয় এবং পণ্য চুরি, নষ্ট, ব্যবহার ও বিতরণ হলে ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৬.	বিক্রয় হিসাব	নগদে, চেকে, কার্ডে, ধারে ও বিলের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হলে বিক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৭.	আসবাবপত্র হিসাব	চেয়ার, টেবিল, আলমারি, শো–কেজ, ফাইল কেবিনেট প্রভৃতি স্থায়ী সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয় হলে আসবাবপত্র হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৮.	কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি হিসাব	উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিন ক্রয়, সংস্থাপন, সম্প্রসারণ ও বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৯.	ক্রয়/বহিঃফেরত হিসাব	ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত প্রদান করা হলে এই হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১০.	বিক্রয়/আন্তঃফেরত হিসাব	বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাওয়া গেলে এই হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১১.	পাওনাদার হিসাব	বাকীতে পণ্য ক্রয়, ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত, পাওনাদারকে পরিশোধ, ছাড় পাওয়া ও বিলে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে পাওনাদার হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১২.	দেনাদার হিসাব	বাকীতে পণ্য বিক্রয়, বিক্রীত পণ্য ফেরত, দেনাদার হতে প্রাপ্তি, ছাড় প্রদান, অর্থ অনাদায়ী হলে ও বিলে স্বীকৃতি পাওয়া গেলে দেনাদার হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৩.	প্রদেয় বিল হিসাব	বিলের মাধ্যমে ক্রয়, পাওনাদারের বিলে স্বীকৃতি প্রদান, বিল পরিশোধ ও অপরিশোধজনিত প্রত্যাখ্যান হলে প্রদেয় বিল হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৪.	প্রাপ্য বিল হিসাব	বিলের মাধ্যমে বিক্রয়, দেনাদার হতে বিলে স্বীকৃতি লাভ, বিলের অর্থ আদায়, বিল বাট্টাকরণ ও বিল প্রত্যাখ্যান জনিত কারণে প্রাপ্য বিল হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৫.	মজুদ পণ্য হিসাব	ক্রয়কৃত পণ্য নির্দিষ্ট হিসাব বছর/হিসাবকালে অবিক্রীত থেকে গেলে উক্ত বছরের শেষ তারিখে এর পরিমাণ নির্ধারন করা হয়, যা উক্ত শেষ তারিখে সমাপনী মজুদ পণ্য এবং পরবর্তী বছর / হিসাবকালের ১ম দিনে প্রারম্ভিক মজুদ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৬.	ঋণ হিসাব	প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ ও পরবর্তীতে তা পরিশোধ হলে ঋণ হিসাব প্রভাবিত হবে। ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত হতে পারে। যেমন–রাকেশের ঋণ হিসাব বা ব্যাংক ঋণ হিসাব। প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদান করলে 'প্রদত্ত ঋণ হিসাব'–এ লিপিবদ্ধ হয়।
১৭.	বিনিয়োগ হিসাব	প্রতিষ্ঠানের অলস অর্থ সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদের জন্য শেয়ার, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে বা ভাঙ্গানো হলে বিনিয়োগ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৮.	বেতন হিসাব	কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ বা অপরিশোধিত হলে বেতন হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এখানে উল্লেখ্য কর্মচারিদের নামে কোন হিসাব খোলা হবে না।
১৯.	মনিহারি হিসাব	প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্য কাগজ, কলম, পেন্সিল, স্কেল, ফাইল কভার, পিন, ক্লীপ ইত্যাদি দ্রব্যাদি ক্রয় করা হলে মনিহারি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
২০.	ভাড়া হিসাব	কারখানা, অফিস, শোরুম প্রভৃতি স্থানের ভাড়া পরিশোধ বা অপরিশোধিত হলে ভাড়া হিসাব খোলা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে পৃথক পৃথক ভাড়া হিসাবও হতে পারে। যেমন–অফিস ভাড়া হিসাব, কারখানার ভাড়া হিসাব, উপভাড়া হিসাব প্রভৃতি।

২১.	পরিবহন খরচ হিসাব	পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় কালীন সময় তা যথাক্রমে আনয়ন ও পৌঁছানোর জন্য অর্থ ব্যয় হলে ক্রয়/আন্তঃ পরিবহন হিসাব ও বিক্রয়/বহিঃপরিবহন হিসাব খোলা হয়।
২২.	সুদ হিসাব	সুদ প্রাপ্তি ও প্রদান এবং সুদ প্রাপ্য ও বকেয়া সকল ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সুদ হিসাব খুলতে হয়। প্রাপ্তি বা অনাদায়ী সুদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুদ হিসাব, উত্তোলনের সুদ হিসাব, প্রদত্ত ঋণের সুদ হিসাব, ব্যাংকে জমার সুদ এবং প্রদত্ত বা বকেয়া সুদের ক্ষেত্রে মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ, ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
২৩.	বিজ্ঞাপন হিসাব	প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা ও প্রচারের জন্য যে কোন মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করা হলে বিজ্ঞাপন হিসাব খোলা হয়। পোস্টার, ব্যানার, রেডিও, টিভি, বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ প্রভৃতি কারণ উল্লেখযোগ্য।
২৪.	অনাদায়ী পাওনা হিসাব	দেনাদার হতে অর্থ আদায় মৃত্যু, দেউলিয়া বা অন্য কোন কারণে অসম্ভব হলে অনাদায়ী দেনা/অনাদায়ী পাওনা/কুঋণ হিসাব খোলা হয়। এখানে উল্লেখ্য সন্দেহযুক্ত পাওনার জন্য অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব খোলা হয়।
২৫.	বাট্টা হিসাব	দেনাদার হতে পাওনা টাকা দ্রুত আদায়ের জন্য কিছু টাকা ছাড় প্রদান এবং পাওনাদারকে দেনা পরিশোধের সময় কিছু টাকা ছাড় পাওয়া গেলে তা বাট্টা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাট্টা প্রদান ও প্রাপ্তির জন্য যথাক্রমে প্রদত্ত বাট্টা হিসাব ও প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব পৃথক নামে লিপিবদ্ধ হয়।
২৬.	অবচয় হিসাব	স্থায়ী সম্পদের ব্যবহারজনিত কারণে মূল্য হ্রাস পেলে, হ্রাস প্রাপ্ত অংশের জন্য অবচয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
২৭.	বকেয়া খরচ ও প্রাপ্য আয় হিসাব	মুনাফা জাতীয় খরচ বকেয়া এবং মুনাফা জাতীয় আয় অনাদায়ীর জন্য পৃথক পৃথক হিসাব খুলতে হয়। যেমন–বকেয়া বেতন হিসাব, বকেয়া ঋণের সুদ হিসাব, অনাদায়ী কমিশন হিসাব, অনাদায়ী সুদ হিসাব ইত্যাদি।
২৮.	অগ্রিম খরচ ও অগ্রিম আয় হিসাব	কোন খরচ হতে সুবিধা পাওয়ার পূর্বেই তার মূল্য পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট খরচ অগ্রিম হিসাব এবং আয়ের বিপরীতে সুবিধা প্রদানের পূর্বেই মূল্য আদায় হলে সংশ্লিষ্ট আয় অগ্রিম হিসাব খোলা হয়। যেমন–অগ্রিম বীমা সেলামী হিসাব, অগ্রিম ভাড়া হিসাব, অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামী হিসাব, অগ্রিম উপভাড়া হিসাব ইত্যাদি। অগ্রিম প্রাপ্ত আয়কে অনুপার্জিত আয় হিসাবে গণ্য করা হয়।
২৯.	মেরামত হিসাব	স্থায়ী সম্পদ (আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা, মোটর গাড়ি ইত্যাদি) মেরামতের জন্য সাধারণভাবে মেরামত হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। মেরামতের জন্য বড় অংকের অর্থ ব্যয়ের ফলে সম্পদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেলে মেরামত হিসাবে লিপিবদ্ধ না করে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হিসাব ডেবিট হবে।
৩০.	অফিস সরঞ্জাম হিসাব	কম্পিউটার, এসি, ফটোকপি মেশিন, প্রিন্টার ইত্যাদি ক্রয় ও ক্রয় সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক খরচ পরিশোধ এবং বিক্রয়ের জন্য অফিস সরঞ্জাম হিসাব খোলা হয়।
৩১.	অফিস সাপ্লাইজ হিসাব	ঘড়ি, স্ট্যাপলার, ক্যালকুলেটর, পেপার ওয়েট ইত্যাদি যাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু ব্যবহার উপযোগিতা দীর্ঘদিন পাওয়া যায়। এ সকল ক্রয়ের জন্য অফিস সাপ্লাইজ হিসাব প্রভাবিত হবে।

বি: দ্র: উপরোক্ত ছকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের ধারণা প্রদান করা হলো।

দলীয় কাজ:
শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে সম্পদ, দায়, মালিকানা স্বত্ব, রেভিনিউ ও ব্যয় হিসাবের নামের তালিকা প্রস্তুত কর।

ডেবিট ও ক্রেডিট

'T' ও 'চলমান জের' উভয় ছকে আমরা ডেবিট ও ক্রেডিট এই দু'টি শব্দ লক্ষ্য করেছি। ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ধারণ ব্যতিত হিসাব প্রস্তুত সম্ভব নয়। তাই পাঠের এই অংশে বিভিন্ন শ্রেণির হিসাবের ডেবিট–ক্রেডিট নির্ণয় নীতি ব্যাখ্যা করা হল—

কোন হিসাবের বাম দিককে ডেবিট এবং ডান দিককে ক্রেডিট নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শব্দ দু'টি হিসাবকে নির্দেশনা প্রদান করে। ডেবিট শব্দের অর্থ বাম ও ক্রেডিট শব্দের অর্থ ডান। তাই হিসাবের বাম দিক ডেবিট এবং ডান দিক ক্রেডিট–ইহা হিসাববিজ্ঞানের একটি রীতি।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অধ্যায়ে আমরা জানতে পেরেছি–প্রতিটি লেনদেন দু'টি বিপরীতমুখী সমপরিমাণ পরিবর্তন আনয়ন করে। একটি পরিবর্তন ডেবিট এবং অপরটি ক্রেডিট।

প্রতিটি লেনদেনের দ্বারা অন্ততঃ দু'টি হিসাবখাত প্রভাবিত হয়, একটি হিসাবের ডেবিট দিক প্রভাবিত হলে অপরটির ক্রেডিট দিক প্রভাবিত হবে। কখনই লেনদেনের দ্বারা দু'টি হিসাবের একই দিক প্রভাবিত হবে না। অর্থাৎ ডেবিট ও ডেবিট বা ক্রেডিট ও ক্রেডিট হবে না।

প্রতিটি লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার পর হিসাব সমীকরণের উভয় দিক সর্বদা সমান থাকবে এবং হিসাবের মোট ডেবিট টাকা মোট ক্রেডিট টাকার সমান হবে; এই দু'টি তত্ত্ব হিসাবের ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ে সহায়তা করে।

A	=	L	+	E
সম্পদ	=	দায়	+	মালিকানা স্বত্ব
মোট ডেবিট	=	মোট ক্রেডিট		
সম্পদ ডেবিট	=	দায় ক্রেডিট	+	মালিকানা স্বত্ব ক্রেডিট

মূলধন আনয়ন (নগদ অর্থ বা যে কোন সম্পদ) ও আয় অর্জিত হলে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি এবং মালিকের উত্তোলন (নগদ অর্থ বা যে কোন সম্পদ) ও ব্যয় সংগঠিত হলে মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়। এখানে উল্লেখ্য, মালিকের কর্তৃক নগদ অর্থ বা যে কোন সম্পদ আনয়ন এবং গ্রহণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় যাতে করে দু'টির মোট পরিমাণ সহজেই জানা যায়।

ডেবিট–ক্রেডিট নির্ণয়ের সার সংক্ষেপ

ডেবিট	ক্রেডিট
* সম্পদ বৃদ্ধি	* সম্পদ হ্রাস
* দায় হ্রাস	* দায় বৃদ্ধি
* মালিকানা স্বত্ব হ্রাস	* মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি
* রেভিনিউ বা আয় হ্রাস	* রেভিনিউ বা আয় বৃদ্ধি
* ব্যয় বৃদ্ধি	* ব্যয় হ্রাস

হিসাবের উপর লেনদেনের প্রভাব উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো—

<u>নগদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু হল</u>

লেনদেনের ফলে নগদ অর্থ (সম্পদ) বৃদ্ধি এবং মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে-

নগদান হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি)	ডেবিট
মূলধন হিসাব (মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি)	ক্রেডিট

<u>আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা</u>

লেনদেনের ফলে আসবাবপত্র বৃদ্ধি এবং নগদ অর্থ হ্রাস পেয়েছে-

আসবাবপত্র হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি)	ডেবিট
নগদান হিসাব (সম্পদ হ্রাস)	ক্রেডিট

<u>ব্যাংকে ৫,০০০ টাকা জমা দিয়ে হিসাব খোলা হলো</u>

ব্যাংক হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি)	ডেবিট
নগদান হিসাব (সম্পদ হ্রাস)	ক্রেডিট

<u>নগদে পণ্য বিক্রয় ১২,০০০ টাকা</u>

নগদান হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি)	ডেবিট
বিক্রয় হিসাব (রেভিনিউ বা আয় বৃদ্ধি)	ক্রেডিট

<u>মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন ১,০০০ টাকা</u>

উত্তোলন হিসাব (মালিকানা স্বত্ব হ্রাস)	ডেবিট
নগদান হিসাব (সম্পদ হ্রাস)	ক্রেডিট

কাজ : নিম্নের ছক অনুসরণ করে প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ এবং হিসাবের শ্রেণিবিভাগ কারণসহ লিখ :

১. মালিক কর্তৃক ব্যবসায়ে আসবাবপত্র আনয়ন ৫,০০০ টাকা
২. বিমলের নিকট হতে পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা
৩. বাকীতে পণ্য বিক্রয় ৯,০০০ টাকা
৪. বিমলকে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেয়া হলো ১,০০০ টাকা
৫. বাকীতে বিক্রিত পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা
৬. ভাড়া অগ্রিম প্রদান ৩,০০০ টাকা
৭. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ২,০০০ টাকা
৮. রমজানের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ ৬,০০০ টাকা
৯. বিমলকে পরিশোধ ৩,০০০ টাকা
১০. দেনাদার হতে প্রাপ্তি ৫,০০০ টাকা

ক্র/নং	লেনদেন	পক্ষ / হিসাব		হিসাবের শ্রেণি	কারণ
১.	পণ্য নগদে ক্রয় ২০,০০০ টাকা	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব	ডে: ক্রে:	ব্যয় সম্পদ	ব্যয় বৃদ্ধি সম্পদ হ্রাস
বুঝার জন্য একটি লেনদেন ছকে উপস্থাপন করা হল।					

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন :

১। হিসাবের "T" ছকে মোট কলাম সংখ্যা-

ক) ৬টি খ) ৭টি গ) ৮টি ঘ) ১০টি

২। হিসাব সমীকরণের সঠিক প্রকাশ হলো-

i) সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ব

ii) সম্পদ-মালিকানা স্বত্ব = দায়

iii) সম্পদ + মালিকানা স্বত্ব = দায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। কোন হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিট টাকার পার্থক্যকে বলা হয়–

ক) লাভ খ) ক্ষতি গ) দায় ঘ) উদ্বৃত্ত

৪। 'দেনাদার'–কোন শ্রেণির হিসাব ?

ক) সম্পদ খ) দায়

গ) মালিকানা স্বত্ব ঘ) রেভিনিউ

৫। একই শ্রেণিভুক্ত হিসাব কোনটি ?

i) বেতন হিসাব

ii) বিক্রয় হিসাব

iii) বিজ্ঞাপন হিসাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। কখন সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত ক্রেডিট হয়–

i) সম্পদ বৃদ্ধি পেলে

ii) মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পেলে

iii) খরচ হ্রাস পেলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি খাতের ক্রমাগত পরিবর্তন ও নীট পরিমাণ জানার জন্য কোনটি প্রস্তুত করা হয়?

ক) হিসাব খ) জাবেদা গ) খতিয়ান ঘ) রেওয়ামিল

৮। প্রতিষ্ঠানের অলস অর্থ দীর্ঘমেয়াদের জন্য বিনিয়োগ করা হলে তা হয় –

ক) সম্পদ খ) দায় গ) মালিকানা স্বত্ব ঘ) রেভিনিউ

৯। চলমান জের ছক অনুসরণ করে হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়–

ক) প্রতি সপ্তাহ শেষে খ) প্রতি মাস শেষে

গ) প্রতিটি লেনদেন লিপিবদ্ধের পর ঘ) প্রতি দিনের শেষে

১০। হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী হিসাব–

ক) ৩ প্রকার খ) ৪ প্রকার

গ) ৫ প্রকার ঘ) ৬ প্রকার

১১। মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে–

ক) ব্যাংক হতে মালিকের জন্য ২,০০০ টাকা উত্তোলন

খ) ৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়

গ) বাকীতে পণ্য বিক্রয় ৮,০০০ টাকা

ঘ) নগদে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা

নিম্নের তথ্যের ভিত্তিতে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

জনাব নরেশ এর হিসাব বই হতে ২০১৪ সালের মে ৩১ তারিখে কতিপয় হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল–

আসবাবপত্র ২০,০০০ টাকা, নগদান হিসাব ৩০,০০০ টাকা, ক্রয় হিসাব ১০,০০০ টাকা, বিক্রয় হিসাব ২৫,০০০ টাকা, মূলধন হিসাব ৪০,০০০ টাকা, উত্তোলন হিসাব ৫,০০০ টাকা।

১২। হিসাবের মোট ডেবিট বা মোট সম্পদের টাকার পরিমাণ কত?

ক) ৫০,০০০ খ) ৬০,০০০

গ) ৬৫,০০০ ঘ) ৭৫,০০০

১৩। মালিকানা স্বত্বের নীট পরিমাণ কত হবে ?

ক) ৩৫,০০০ খ) ৫০,০০০

গ) ৬৫,০০০ ঘ) ৭০,০০০

নিম্নের তথ্যের ভিত্তিতে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

জনাব জাহিদ ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি নগদ ২,০০,০০০ টাকা ও ২০,০০০ টাকার প্রাইজবন্ড নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন। জানুয়ারি ১০ তারিখে জনাব সাজিদের নিকট হতে ২৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন। ৩১ জানুয়ারী কর্মচারীদের ৫,০০০ টাকা বেতন পরিশোধ করা হয়।

১৪। জনাব জাহিদ এর প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত?

ক) ২,৪৫,০০০ টাকা খ) ২,২০,০০০ টাকা গ) ২,০০,০০০ টাকা ঘ) ১,৮০,০০০ টাকা

১৫। কর্মচারীদের বেতন ৫,০০০ টাকা প্রদান করলে হিসাব সমীকরণের-

i) A উপাদান হ্রাস পাবে ii) L উপাদানের বৃদ্ধি পাবে iii) E উপাদানের হ্রাস ঘটবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। জনাব শাহীন–এর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে নিম্নোক্ত লেনদেন সমূহ হয়েছিল–

১. বাকীতে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা
২. জামালের নিকট বিক্রয় ১৮,০০০ টাকা
৩. ব্যাংকে জমা দান ৫,০০০ টাকা
৪. কর্মচারীকে বেতন প্রদান ৩,০০০ টাকা ।

ক) চতুর্থ লেনদেনটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানা স্বত্বের (E) উপর কি পরিবর্তন আনবে?
খ) প্রতি লেনদেনের সহিত সংশ্লিষ্ট ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ শনাক্ত কর।
গ) লেনদেন সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহ কোন শ্রেণীর হিসাবের অন্তর্ভুক্ত তা ছক আকারে উপস্থাপন কর।

২। আলিফ হাওলাদার ব্যবসায়ের যাবতীয় লেনদেন দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাবভুক্ত করেন। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে ব্যবসায়ের লেনদেন ছিল নিম্নরূপ :

১. বাকীতে পণ্য বিক্রয় ৪০,০০০ টাকা
২. ক্রয় ১৮,০০০ টাকা
৩. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ উত্তোলন ৫,০০০ টাকা
৪. ভাড়া বকেয়া ৩,০০০ টাকা
৫. ৭,০০০ টাকা বেতনে ম্যানেজার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হল ।

ক) আলিফ হাওলাদারের মালিকানাস্বত্ব হ্রাসের পরিমাণ কত ?
খ) উক্ত লেনদেনগুলোর দ্বারা হিসাবের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যাসহ ছকের সাহায্যে দেখাও।
গ) উদ্দীপকের লেনদেন দ্বারা কারণসহ ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় কর।

৩। জনাব নুহাদ একটি ক্রয়–বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। ২০১৪ সালের জুন মাসে ব্যবসায়ে তাঁর নিম্নলিখিত লেনদেন সংঘটিত হয় :

জুন ১ মূলধন আনয়ন ২,০০,০০০ টাকা
জুন ১০ রনির নিকট হতে ২০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে ১৬,০০০ টাকার চেক প্রদান করা হলো
জুন ২০ মনিহারি বাবদ খরচ হলো ১,০০০ টাকা
জুন ২৮ চেকের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা
জুন ৩০ দোকানের সাইনবোর্ড লাগানো জন্য অর্ডার দেয়া হলো ৪,০০০ টাকা ।

ক) জনাব নুহাদ এর ব্যবসায়ে ব্যয় হিসাবের মোট পরিমাণ নির্ণয় কর ।
খ) উক্ত লেনদেনগুলো ব্যাখ্যাসহ ডেবিট–ক্রেডিট নির্ণয় কর ।
গ) উক্ত লেনদেনগুলোর দ্বারা হিসাব সমীকরণের পরিবর্তনের পরিমাণ ছকের সাহায্যে দেখাও ।

৪। জনাব অরূপ রতন একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তার প্রতিষ্ঠানের ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ সংঘটিত হয়েছে–

আগস্ট ১ ঋণ গ্রহণ ২০,০০০ টাকা
আগস্ট ৩ পণ্য নগদে ক্রয় ১৫,০০০ টাকা
আগস্ট ৫ হাবিবের নিকট নগদে পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা
আগস্ট ১৫ প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা

ক) উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর।
খ) প্রতিটি লেনদেনের সংশ্লিষ্ট হিসাব ও হিসাবের শ্রেণি উল্লেখকর।
গ) 'সম্পদ বৃদ্ধি ও রেভিনিউ বৃদ্ধি'; 'সম্পদ হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধি'; 'সম্পদ বৃদ্ধি ও দায় বৃদ্ধি'; এবং 'সম্পদ বৃদ্ধি ও সম্পদ হ্রাস'–এই চারটি অবস্থার সহিত উপরোক্ত চারটি লেনদেনের মিলকরণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
জাবেদা

আর্থিক ও অনার্থিক ঘটনা চিহ্নিতকরণের পর, আর্থিক লেনদেনসমূহ হিসাবের বইতে ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ চিহ্নিতপূর্বক লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। লেনদেনসমূহের মাঝে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান, লেনদেনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিবেচনা করেই জাবেদার শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। লেনদেনের প্রকৃতি অনুযায়ী যে শ্রেণির জাবেদা প্রযোজ্য ঐ জাবেদাতেই তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। লেনদেনের লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে প্রমাণপত্র যাচাই করা হলে সংরক্ষিত হিসাবের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

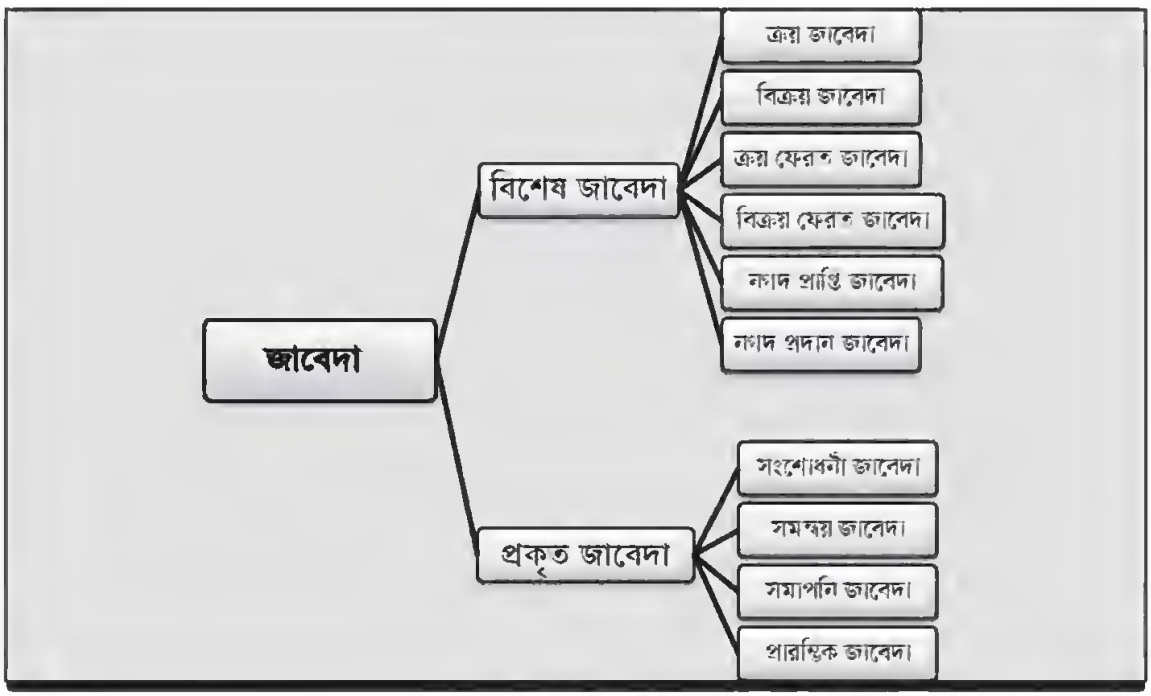

চিত্র : জাবেদার শ্রেণিবিভাগ

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- প্রারম্ভিক লিখন হিসেবে জাবেদার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জাবেদার শ্রেণিবিভাগ করতে পারব।
- লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদান করতে পারব।
- চালানের ভিত্তিতে ক্রয় ও বিক্রয় জাবেদা, ডেবিট নোটের ভিত্তিতে ক্রয় ফেরত জাবেদা এবং ক্রেডিট নোটের ভিত্তিতে বিক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত করতে পারব।

জাবেদার ধারণা :

লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে যতটুকু সম্ভব লেনদেনের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়। লেনদেনের এই বিবরণ প্রাথমিকভাবে সর্বপ্রথম জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা সহকারে জাবেদাতে লিখে রাখা হয়। পরবর্তীতে হিসাবের পাকা বই খতিয়ান প্রস্তুতের ক্ষেত্রে জাবেদা সহায়ক বই হিসেবে কাজ করে। যার কারণেই জাবেদাকে হিসাবের প্রাথমিক বই বলা হয়।

জাবেদা বই সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু হিসাব তৈরির সুবিধার্থে জাবেদা প্রয়োজন। জাবেদায় লিপিবদ্ধ থাকার কারণে হিসাবে লেনদেন বাদ পড়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

কাজ: উপরোক্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে জাবেদার বৈশিষ্ট্য বল।

জাবেদার গুরুত্ব

প্রতিষ্ঠানের হিসাবের বই নির্ভুল ও স্বচ্ছ হওয়া অত্যাবশ্যক। এই হিসাবের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও সার্বিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হয়। হিসাববিজ্ঞানের মুখ্য এই উদ্দেশ্য অর্জনে জাবেদা কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল–

লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ : প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য লেনদেন সংগঠিত হয়। এই লেনদেন সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নাও হতে পারে। জাবেদায় লেনদেন লিপিবদ্ধ থাকলে পরবর্তীতে খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তকরণে কোন অসুবিধা হয় না।

লেনদেনের মোট সংখ্যা ও পরিমাণ জানা : খতিয়ান হতে নির্দিষ্ট দিনে, সপ্তাহে বা মাসে কয়টি লেনদেন সংগঠিত হয়েছে তা জানা সম্ভব নয়। জাবেদায় লেনদেন তারিখের ক্রমানুসারে লিখা হয় বলে নির্দিষ্ট তারিখে, সপ্তাহে বা মাসে মোট কয়টি লেনদেন ঘটেছে তা সহজেই জানা যায়। মোট কত টাকার লেনদেন বিভিন্ন সময়ে হয়েছে তাও জাবেদা থেকে জানা সম্ভব।

দ্বৈত স্বত্বার প্রয়োগ নিশ্চিত : দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী লেনদেন সংশ্লিষ্ট ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ একত্রে জাবেদায় লিখা হয়। ফলে জাবেদা হতে দ্বৈত স্বত্বার প্রয়োগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

লেনদেনের ব্যাখ্যা : লেনদেন সম্পর্কিত কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন দেখা দিলে জাবেদা হতে তার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। কারণ জাবেদা বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধের পাশাপাশি লেনদেন সংঘটিত হওয়ার কারণ ও ব্যাখ্যাও উল্লেখ করা হয়।

ভুল ত্রুটি হ্রাস : লেনদেন খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তের পূর্বে জাবেদায় লিখা হলে হিসাবে ভুল ত্রুটিও খতিয়ানে বাদ পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

ভবিষ্যত সূত্র : জাবেদায় লেনদেনসমূহকে তারিখের ক্রমানুসারে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে লিখে রাখা হয়। ভবিষ্যত যে কোন প্রয়োজনে জাবেদা দলিল / প্রমান স্বরূপ ব্যবহার করা যায়।

পাকা বহির সহায়ক : জাবেদা খতিয়ানের সহায়ক বই স্বরূপ কাজ করে বিধায়, খতিয়ান প্রস্তুত সহজ, পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল হয়।

সাধারণ জাবেদার নমুনা ছক

তারিখ	বিবরণ / হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	মোট		*******	*******

কাজ : বোর্ডে ছকটি অঙ্কন করে, শিক্ষার্থীদের ছকটির প্রকৃতি / বৈশিষ্ট্য বলতে বলবেন।

তারিখ : এই কলামে লেনদেন সংঘটিত হওয়ার তারিখ অর্থাৎ বছর, মাস ও দিন সহকারে উল্লেখ থাকবে। অবশ্যই লেনদেন সংঘটিত হওয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই জাবেদা প্রদান করতে হবে।

বিবরণ : এই কলামে লেনদেনের সহিত জড়িত ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ / হিসাব উল্লেখকরা হয়। সর্বদায় ডেবিট পক্ষ প্রথম এবং ক্রেডিট পক্ষ দ্বিতীয় লাইনে লিখা হয়। পাশাপাশি অল্প কথায় লেনদেনটি ব্যাখ্যাও করা হয়।

খতিয়ান পৃষ্ঠা (খ: পৃ:) : লেনদেন সংশ্লিষ্ট ডেবিট ও ক্রেডিট হিসাব খতিয়ানের যে পৃষ্ঠায় পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে লেখা হবে তার পৃষ্ঠা নম্বর লেখা হয়। যাতে করে সহজেই লেনদেনটি খতিয়ান হতে বের করা যায়।

ডেবিট ও ক্রেডিট : ডেবিট হিসাবের ও ক্রেডিট হিসাবের পরিমাণ টাকা ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষের বরাবরে যথাক্রমে ডেবিট ও ক্রেডিট কলামে লিখা হবে। অবশ্যই উভয় কলামে টাকার পরিমাণ সমান হতে হবে। নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় জাবেদা লিখা শেষ হলে এই কলাম দু'টির যোগফল বের করে লিখতে হবে এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায় পুনরায় সর্বপ্রথম নিজ নিজ কলামে লিখতে হবে। প্রতিটি জাবেদা লিখন সম্পন্ন করার পর বিবরনের ঘরে একটি রেখা টানতে হয়।

জাবেদার শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের লেনদেন সমূহের মাঝে বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিগত ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। লেনদেন সমূহকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা হিসাব তথ্য ব্যবহারকারী প্রস্তুতকৃত হিসাব বই হতে উপকৃত হতে পারবে না। হিসাব তথ্য ব্যবহারকারিদের সুবিধার্থে জাবেদাকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে–

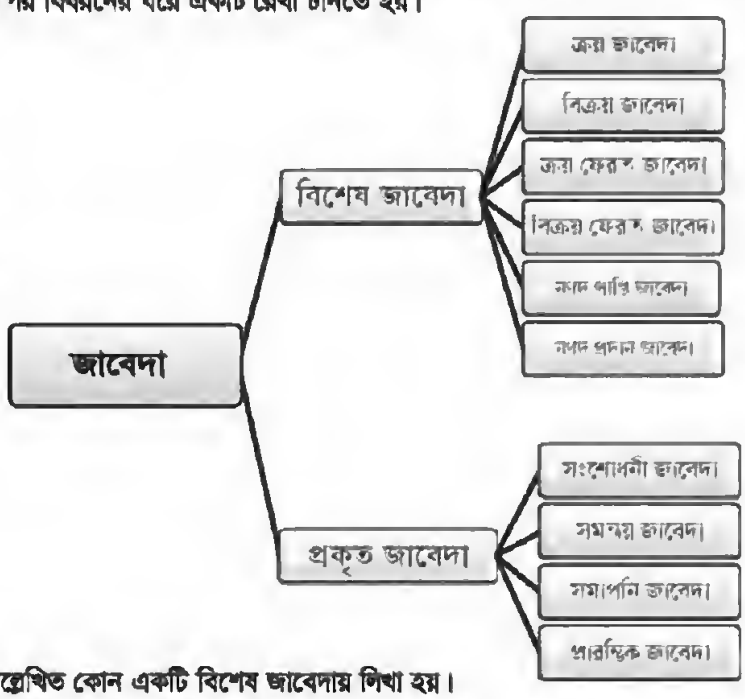

বিশেষ জাবেদা

ব্যবসায়ের প্রায় সমস্ত লেনদেনই নিম্নে উল্লেখিত কোন একটি বিশেষ জাবেদায় লিখা হয়।

১. **ক্রয় জাবেদা :** ক্রয় জাবেদায় প্রতিষ্ঠানের সকল বাকীতে পণ্য ক্রয় লিপিবদ্ধ করা হয়।

২. **বিক্রয় জাবেদা :** বিক্রয় জাবেদায় প্রতিষ্ঠানের সকল বাকীতে পণ্য বিক্রয় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩. **ক্রয় ফেরত জাবেদা :** বাকীতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেয়া হলে ক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪. **বিক্রয় ফেরত জাবেদা :** বাকীতে বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাওয়া গেলে বিক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৫. **নগদ প্রাপ্তি জাবেদা :** যে সকল লেনদেনের দ্বারা নগদ প্রাপ্তি ঘটে (নগদ পণ্য বিক্রয়সহ) তা নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৬. **নগদ প্রদান জাবেদা :** যে সকল লেনদেনের দ্বারা নগদ প্রদান ঘটে (নগদ পণ্য ক্রয়সহ), তা নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদানে বিবেচ্য বিষয় :

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি আর্থিক লেনদেনের ন্যূনতম দু'টি পক্ষ বিদ্যমান। ডেবিট পক্ষ এবং ক্রেডিট পক্ষ। জাবেদা দাখিলার মাধ্যমে আমরা এই দু'টি পক্ষকেই চিহ্নিত করি। লেনদেনের জন্য সর্বদা একটি ডেবিট ও একটি ক্রেডিট পক্ষ হবে তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। লেনদেন অনুযায়ী একাধিক ডেবিট বা ক্রেডিট পক্ষ থাকতে পারে। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে ডেবিট পক্ষের মোট টাকার পরিমাণ যেন ক্রেডিট পক্ষের মোট টাকার পরিমাণের সমান হয়। এখানে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র দু'টি পক্ষ চিহ্নিতই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি উপযুক্ত হিসাব শিরোনাম প্রদানও জরুরি। যদি ভুল বা অনুপযুক্ত হিসাব শিরোনাম প্রদান হয়, তবে কখনই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক চিত্র প্রকাশ পাবে না। হিসাব অধ্যায়ে লেনদেন সংশ্লিষ্ট হিসাব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

(ক) পণ্য, মাল, চেক প্রভৃতি নামে কোন হিসাব হবে না।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
পণ্য বিক্রয়	নগদান হিসাব	ডেবিট
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট
পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান	ক্রয় হিসাব	ডেবিট
	ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট

(খ) পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাক্রমে বিক্রেতা ও ক্রেতার নাম উল্লেখ থাকলে তা বাকীতে হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। তবে নামের পাশাপাশি নগদ, চেক, ব্যাংক প্রভৃতি কথা যুক্ত থাকলে তা বাকীতে হয়েছে বলে গণ্য করা যাবে না।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
হাসানের নিকট হতে ক্রয়	ক্রয় হিসাব	ডেবিট
	পাওনাদার (হাসান) হিসাব	ক্রেডিট
খালেকের নিকট নগদে পণ্য বিক্রয়	নগদান হিসাব	ডেবিট
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট

(গ) পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় বাকীতে হয়েছে কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম উল্লেখ নেই, এই ক্ষেত্রে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাওনাদার হিসাব ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেনাদার হিসাব লিপিবদ্ধ হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
বাকীতে পণ্য ক্রয়	ক্রয় হিসাব	ডেবিট
	পাওনাদার হিসাব	ক্রেডিট
ধারে পণ্য বিক্রয়	দেনাদার হিসাব	ডেবিট
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট

(ঘ) ক্রয় ফেরত ও বিক্রয় ফেরত—এর ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য বাকীতে ক্রয় ও বাকীতে বিক্রয় হয়েছিল বলে গণ্য করতে হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
আন্তঃ ফেরত	বিক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট
	দেনাদার হিসাব	ক্রেডিট
ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হল	পাওনাদার হিসাব	ডেবিট
	ক্রয় ফেরত হিসাব	ক্রেডিট

(ঙ) সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নতুন, পুরাতন, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন : আসবাবপত্র ক্রয় হিসাব, পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় হিসাব, নতুন অফিস সরঞ্জাম হিসাব প্রভৃতি নামে হিসাব খোলা যাবে না।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
নতুন আসবাবপত্র ক্রয়	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট
পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয়	নগদান হিসাব	ডেবিট
	যন্ত্রপাতি হিসাব	ক্রেডিট

(চ) সাধারণতঃ আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে কখনই কোন হিসাব খোলা হবে না। যদিও ঐ আয় অনাদায়ী এবং ব্যয় অপরিশোধিত থাকে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
কর্মচারী জামিলকে বেতন প্রদান	বেতন হিসাব	ডেবিট
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট
মনি ষ্টেশনারী হতে বাকীতে মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	মনিহারি হিসাব	ডেবিট
	বকেয়া মনিহারি হিসাব	ক্রেডিট

(ছ) ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়ের প্রয়োজনে পণ্য ব্যবহার, বিজ্ঞাপনের জন্য পণ্য বিতরণ, পণ্য চুরি, পণ্য নষ্ট প্রভৃতি লেনদেনের ফলে পণ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়, তাই এই সকল ক্ষেত্রে ক্রয় হিসাব ক্রেডিট হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট
দোকান হতে পণ্য চুরি হল	বিবিধ ক্ষতি হিসাব	ডেবিট
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট

(জ) প্রতিষ্ঠান হতে উত্তোলন বুঝাতে মালিকের ব্যক্তিগত উত্তোলন বুঝাবে। ব্যাংক হতে উত্তোলন হলে তা প্রতিষ্ঠানের জন্য হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। মালিকের জন্য উল্লেখ থাকলে তা উত্তোলন হিসাব—এ লিপিবদ্ধ হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
ব্যবসায় হতে উত্তোলন	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট
ব্যাংক হতে উত্তোলন	নগদান হিসাব	ডেবিট
	ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট

(ঝ) পণ্য, নগদ অর্থ, কোন সম্পদ চুরি বা বিনষ্ট হলে বিবিধ ক্ষতি হিসাব নামে লিপিবদ্ধ হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
ক্যাশ বাক্স হতে টাকা চুরি	বিবিধ ক্ষতি হিসাব	ডেবিট
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট
অগ্নি দুর্ঘটনায় পণ্য বিনষ্ট হল	বিবিধ ক্ষতি / অগ্নিজনিত ক্ষতি	ডেবিট
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট

(ঞ) ব্যাংক সুদ মঞ্জুর বা ধার্য এবং ব্যাংক চার্জ সর্বদা ব্যাংক হিসাবে সরাসরি প্রভাব ফেলবে বলে গণ্য করতে হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট
	ব্যাংক সুদ হিসাব	ক্রেডিট
ব্যাংক চার্জ ধার্য করল	ব্যাংক চার্জ হিসাব	ডেবিট
	ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট

(ট) স্থায়ী সম্পদের মূল্য ব্যবহার বা অন্য কারণে হ্রাস পেলে তা সম্পদের অবচয় হিসাবে গণ্য হয়। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হিসাব ক্রেডিট না করে "পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব–সংশ্লিষ্ট সম্পদ" নামে ক্রেডিট করতে হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
আসবাবপত্রের উপর অবচয় ধার্য	অবচয় হিসাব	ডেবিট
	পুঞ্জিভূত অবচয় (আসবাবপত্র) হিসাব	ক্রেডিট

(ঠ) যে কোন উৎস হতে চেক পাওয়া গেলে, তা ব্যাংক হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কারণ প্রতিষ্ঠানকে বাহক বা খোলা চেক প্রদান করা হয় না, হিসাবে প্রদেয় চেক (Account Payee) প্রদান করা হয়।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
পণ্য বিক্রয় বাবদ রাজীবের নিকট হতে চেক প্রাপ্তি	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট
দেনাদার হতে চেক প্রাপ্তি, যা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা করা হয়	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট
	দেনাদার হিসাব	ক্রেডিট

(ড) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মালিকের নিকট হতে যে কোন সুবিধা গ্রহণ করলে মূলধন হিসাব ক্রেডিট এবং মালিককে সুবিধা প্রদান করলে উত্তোলন হিসাব ডেবিট হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
কর্মচারিদের বেতন মালিক ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ করলেন	বেতন হিসাব	ডেবিট
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট
মালিকের বাজার খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট

(ঢ) দেনা–পাওনা নিষ্পত্তির সময় যে পরিমাণ অর্থ ছাড় পাওয়া ও দেওয়া হয় তা যথাক্রমে পাওনাদার ও দেনাদার হিসাবকে প্রভাবিত করবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
বাট্টা প্রাপ্তি	পাওনাদার হিসাব	ডেবিট
	প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব	ক্রেডিট
দেনাদার হতে ৭,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৬,৫০০ টাকা প্রাপ্তি	নগদান হিসাব	ডেবিট
	প্রদত্ত বাট্টা হিসাব	ডেবিট
	দেনাদার হিসাব	ক্রেডিট

কাজ : সাধারণ জাবেদাকে মোট কয় ভাগে ভাগ করা হল তা নাম সহকারে বল।

প্রকৃত জাবেদা : সাধারণ জাবেদা ও প্রকৃত জাবেদা একই অর্থবোধক। যে সকল লেনদেন বিশেষ জাবেদায় অর্ন্তভুক্ত হয় না সে সকল জাবেদা প্রকৃত জাবেদায় অর্ন্তভুক্ত হয়।

১। সংশোধনী জাবেদা : লেনদেন লিপিবদ্ধকরণে কোন ভুল সংঘটিত হলে হিসাবে কাঁটা ছেঁড়া করে ঠিক করা যায় না। জাবেদা দাখিলার মাধ্যমে উক্ত ভুল সংশোধন করতে হয়। ভুল সংশোধনের জন্য যে জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয় তাই সংশোধনী জাবেদা।

আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা, ভুলবশতঃ ক্রয় হিসাব ১০,০০০ টাকা দ্বারা ডেবিট করা হয়েছে।

তারিখ	বিবরণ / হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ ডিসে: ৩১	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (আসবাবপত্র হিসাবের পরিবর্তে ভুলে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয়েছিল, যা সংশোধন করা হল)।	– –	১০,০০০	১০,০০০

২। সমন্বয় জাবেদা : আর্থিক ফলাফল নিরূপনের জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় অলিখিত এবং অসমন্বিত দফা (বকেয়া ও অগ্রিম খরচ, অনাদায়ী ও অগ্রিম আয়, অবচয়, সঞ্চিতি ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্তের জন্য যে জাবেদা প্রদান করা হয় তাই সমন্বয় জাবেদা।

২০১৪ সালে ভাড়া বাবদ পরিশোধ হয়েছে ১০০০০ টাকা, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে জানা গেল উক্ত ভাড়ার মধ্যে অগ্রিম ভাড়া ২০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রে সমন্বয় জাবেদা হবে–

তারিখ	বিবরণ / হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ ডিসে:৩১	অগ্রিম ভাড়া হিসাব ডেবিট ভাড়া হিসাব ক্রেডিট (অগ্রিম ভাড়া প্রদান ভাড়া হিসাবের সহিত সমন্বয় করা হল)	– –	২,০০০	২,০০০

টিকা : অগ্রিম খরচ সম্পদ বিধায় সংশ্লিষ্ট খরচ হতে বাদ যাবে, এতে করে খরচ হ্রাস এবং সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। সমাপনি জাবেদা : কোন নির্দিষ্ট বছরের মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় পরবর্তী বছরের হিসাবে কোন প্রভাব ফেলবে না। তাই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় হিসাব সমূহ বন্ধ করে দিতে হয়। হিসাব অধ্যায়ে আমরা জেনেছি আয় হিসাব ক্রেডিট ও ব্যয় হিসাব ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে। মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় হিসাব বন্ধ করার জন্য আয় হিসাব ডেবিট ও ব্যয় হিসাব ক্রেডিট করতে হবে। তাছাড়া সমাপনী জাবেদার মাধ্যমে উত্তোলন হিসাবও বন্ধ করা হয়।

উদাহরণ– ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় হিসাবের উদ্বৃত্ত সমূহ ছিল–

ক্রয় ৫০,০০০ ; বিক্রয় ৮০,০০০ ; বেতন ১০,০০০ ; ভাড়া ৫,০০০।

তারিখ	বিবরণ / হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪	বিক্রয় হিসাব	ডেবিট	–	৮০,০০০	
ডিসে : ৩১	আয় বিবরণী	ক্রেডিট	–		৮০,০০০
	(বিক্রয় হিসাবের উদ্বৃত্ত আয় বিবরণীতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বন্ধ করা হল)				
	আয় বিবরণী	ডেবিট		৬৫,০০০	
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			৫০,০০০
	বেতন হিসাব	ক্রেডিট			১০,০০০
	ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট			৫,০০০
	(ক্রয় হিসাব, বেতন হিসাব ও ভাড়া হিসাবের উদ্বৃত্ত আয় বিবরণীতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বন্ধ করা হল)				

৪। **প্রারম্ভিক জাবেদা :** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিগত বছরের হিসাবকালের শেষ দিনের সম্পদ, দায় ও স্বত্বাধিকারের পরিমাণ পরবর্তী বছরের শুরুতে হিসাবে নিয়ে আসার জন্য প্রারম্ভিক দাখিলা প্রদান করা হয়।

উদাহরণ– ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ এ নগদান হিসাব ৫০,০০০ টাকা, আসবাবপত্র হিসাব ৩০,০০০ টাকা, দেনাদার হিসাব ২০,০০০ টাকা, পাওনাদার হিসাব ১৫,০০০ টাকা এবং মূলধন হিসাব ৮৫,০০০ টাকা ।

তারিখ	বিবরণ / হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৫	নগদান হিসাব	ডেবিট	–	৫০,০০০	
জানু : ১	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট	–	৩০,০০০	
	দেনাদার হিসাব	ডেবিট	–	২০,০০০	
	পাওনাদার হিসাব	ক্রেডিট	–	–	১৫,০০০
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট	–	–	৮৫,০০০
	(২০১৪ সালের শেষ কর্মদিবসের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব নিয়ে ২০১৫ সালের প্রারম্ভিক দাখিলা লেখা হলো)				

বাট্টা ও বাট্টার প্রকারভেদ

সাধারণ অর্থে, কোন বস্তুর নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় সম্ভব হলে, যতটুকু মূল্য কম পরিশোধ করা হল, তাই বাট্টা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এই বাট্টা দেয়া ও পাওয়া উভয়ই হয়ে থাকে।

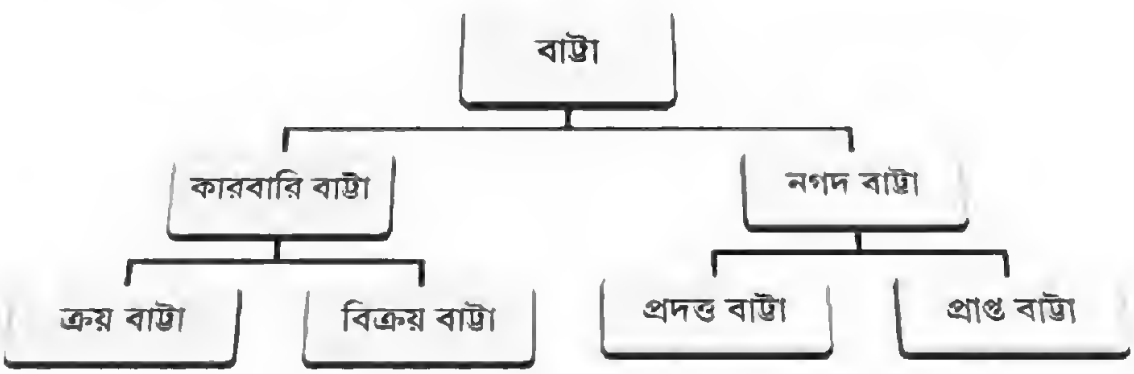

কারবারি বাট্টা (Trade Discount):

বিক্রেতা পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে। বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিক্রেতা যখন পূর্ব নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে তা কারবারি বাট্টা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কারবারি বাট্টা বিক্রেতার জন্য বিক্রয় বাট্টা এবং ক্রেতার জন্য ক্রয় বাট্টা। ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই এই বাট্টার হিসাব রাখে না। প্রকৃত যে মূল্যে ক্রয় বিক্রয় হয়েছে তাই হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

নগদ বাট্টা (Cash Discount):

ব্যবসায়ের অধিকাংশ ক্রয়-বিক্রয় বাকিতে সংঘটিত হয়। ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে দেনা-পাওনার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে যে টাকা ছাড়া দেয় তাই নগদ বাট্টা। এই বাট্টা বিক্রেতার জন্য প্রদত্ত বাট্টা এবং ক্রেতার জন্য প্রাপ্ত বাট্টা। উভয় পক্ষ তাদের হিসাবের বইতে এই বাট্টা লিপিবদ্ধ করে।

> কাজ : নগদ ও কারবারি বাট্টার মাঝে তুলনা কর।

উদাহরণ-১

জনাব নীলা চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে তাঁর ব্যবসায়ের কতিপয় লেনদেন ছিল–

মার্চ	১	পণ্য ক্রয় ৯,০০০ টাকা
মার্চ	২	আসবাবপত্র ক্রয় ১২,০০০ টাকা
মার্চ	৩	বাহারের নিকট বিক্রয় হতে প্রাপ্তি ১৫,০০০ টাকা
মার্চ	৭	ব্যাংকে জমা দান ৮,০০০ টাকা
মার্চ	৯	বাকীতে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা
মার্চ	১২	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ২,০০০ টাকা
মার্চ	১৫	বিক্রয় ১৪,০০০ টাকা
মার্চ	১৮	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ১,০০০ টাকা
মার্চ	৩০	কার্মচারিদের বেতন প্রদান ৭,০০০ টাকা

জনাব নীলা চৌধুরীর সাধারণ জাবেদা

তারিখ		হিসাব শিরোনাম ও ব্যাখ্যা		খ:পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ মার্চ	১	ক্রয় হিসাব	ডেবিট		৯,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৯,০০০
		(নগদে পণ্য ক্রয় করা হল)				
মার্চ	২	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট		১২,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			১২,০০০
		(নগদে আসবাবপত্র ক্রয় করা হল)				
মার্চ	৩	নগদান হিসাব	ডেবিট		১৫,০০০	
		বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			১৫,০০০
		(বাহারের নিকট নগদে বিক্রয় করা হল)				
মার্চ	৭	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট		৮,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৮,০০০
		(নগদ অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়া হল)				

তারিখ	হিসাব শিরোনাম ও ব্যাখ্যা		খ:পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ মার্চ ৯	ক্রয় হিসাব	ডেবিট		৫,০০০	
	পাওনাদার হিসাব	ক্রেডিট			৫,০০০
	(বাকীতে পণ্য ক্রয় করা হল)				
মার্চ ১২	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট		২,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			২,০০০
	(মালিক নিজ প্রয়োজনে নগদ গ্রহণ করলেন)				
মার্চ ১৫	নগদান হিসাব	ডেবিট		১৪,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			১৪,০০০
	(নগদে পণ্য বিক্রয় করা হল)				
মার্চ ১৮	মনিহারি হিসাব	ডেবিট		১,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			১,০০০
	(নগদে মনিহারি দ্রব্য ক্রয় করা হল)				
মার্চ ৩০	বেতন হিসাব	ডেবিট		৭,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৭,০০০
	(নগদে বেতন প্রদান)				
		মোট		৭৩,০০০	৭৩,০০০

উদাহরণ–২

জনাব শওকত ২০১৪ সালের ১ জুলাই তারিখে নগদ ৫০,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকার পণ্য দ্রব্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায়ের অন্যান্য লেনদেন ছিল–

জুলাই	২	জনতা ব্যাংকে হিসাব খোলা হল ২০,০০০ টাকা
জুলাই	৭	ব্যবসায়ের জন্য কম্পিউটার ক্রয় ২২,০০০ টাকা
জুলাই	৯	রুমির নিকট বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা
জুলাই	১০	বাবুলের নিকট হতে ১০% বাট্টায় ক্রয় ১৫,০০০ টাকা
জুলাই	১২	অফিসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৪,০০০ টাকা
জুলাই	১৫	বাবুলের নিকট পণ্য ফেরত পাঠানো হল ১,০০০ টাকা
জুলাই	২০	ব্যবসায়ের প্রচারণা বাবদ ব্যয় ৩,০০০ টাকা
জুলাই	২৩	বাবুলকে চেক প্রদান ৫,০০০ টাকা
জুলাই	২৫	জনাব শওকতের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ ২,০০০ টাকা
জুলাই	৩০	কর্মচারী রায়হানের বেতন অপরিশোধিত রয়েছে ৩,৫০০ টাকা

জনাব শওকতের জাবেদা (সাধারণ)

তারিখ	হিসাব শিরোনাম ও ব্যাখ্যা		খ:পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪	নগদান হিসাব	ডেবিট		৫০,০০০	
জুলাই ১	ক্রয় হিসাব	ডেবিট		২০,০০০	
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট			৭০,০০০
	(নগদ অর্থ ও পণ্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হল)				
জুলাই ২	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট		২০,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			২০,০০০
	(নগদ অর্থ জমা দিয়ে ব্যাংকে হিসাব খোলা হল)				
জুলাই ৭	অফিস সরঞ্জাম হিসাব	ডেবিট		২২,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			২২,০০০
	(নগদে কম্পিউটার ক্রয় করা হল)				
জুলাই ৯	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট		১০,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			১০,০০০
	(রুমির নিকট পণ্য বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি)				
জুলাই ১০	ক্রয় হিসাব	ডেবিট		১৩,৫০০	
	পাওনাদার হিসাব (বাবুল)	ক্রেডিট			১৩,৫০০
	(১০% বাট্টায় বাকীতে পণ্য ক্রয় করা হল)				
জুলাই ১২	অগ্রিম ভাড়া হিসাব	ডেবিট		৪,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৪,০০০
	(অফিসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করা হল)				
জুলাই ১৫	পাওনাদার হিসাব (বাবুল)	ডেবিট		১,০০০	
	ক্রয় ফেরত হিসাব	ক্রেডিট			১,০০০
	(বাবুলকে পণ্য ফেরত পাঠানো হল)				
জুলাই ২০	বিজ্ঞাপন হিসাব	ডেবিট		৩,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৩,০০০
	(প্রচারণা বাবদ ব্যয় করা হল)				
জুলাই ২৩	পাওনাদার হিসাব (বাবুল)	ডেবিট		৫,০০০	
	ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট			৫,০০০
	(বাবুলকে দেনা পরিশোধ বাবদ চেক প্রদান)				
জুলাই ২৫	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট		২,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			২,০০০
	(মালিকের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ)				
জুলাই ৩০	বেতন হিসাব	ডেবিট		৩,৫০০	
	বকেয়া বেতন হিসাব	ক্রেডিট			৩,৫০০
	(রায়হানের বেতন অপরিশোধিত রয়েছে)				
			মোট	১,৫৪,০০০	১,৫৪,০০০

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জাবেদা

জনাব পীযুষ কুমার ২০১৪ সালের ১ মার্চ ঢাকার বেইলী রোডে থিয়েটার ব্যবসায় শুরু করেন। ব্যবসায় তিনি ৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। মার্চ মাসে তাঁর ব্যবসায়ের লেনদেনসমূহ ছিল–

মার্চ ২ থিয়েটারের ৩ মাসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৯০,০০০ টাকা

মার্চ ৪ থিয়েটারের প্রচারণা বাবদ ব্যয় ১৫,০০০ টাকা

মার্চ ৬ থিয়েটারের জন্য চেয়ার, টেবিল ক্রয় ৩০,০০০ টাকা

মার্চ ৭ মঞ্চ নির্মাণ ও সাজ সজ্জা বাবদ ব্যয় ৫০,০০০ টাকা
মার্চ ১২ শিল্পী ও কলাকুশলিদের আপ্যায়ন খরচ ২,০০০ টাকা
মার্চ ১৫ থিয়েটারে নাটক প্রদর্শনের টিকেট বিক্রয় ৮০,০০০ টাকা
মার্চ ১৮ শিল্পীদের সম্মানী প্রদান ২৫,০০০ টাকা
মার্চ ২৫ ইলেকট্রিক বিল পাওয়া গেল ৩,০০০ টাকা
মার্চ ২৮ থিয়েটার কর্মীদের বেতন প্রদান ১২,০০০ টাকা

সমাধান:

জনাব পীযুষ কুমারের জাবেদা (সাধারণ)

তারিখ	হিসাব শিরোনাম ও ব্যাখ্যা		খ:পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ মার্চ ১	নগদান হিসাব	ডেবিট		৫,০০,০০০	
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট			৫,০০,০০০
	(নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হল)				
মার্চ ২	অগ্রিম ভাড়া হিসাব	ডেবিট		৯০,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৯০,০০০
	(অফিসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ)				
মার্চ ৪	বিজ্ঞাপন হিসাব	ডেবিট		১৫,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			১৫,০০০
	(বিজ্ঞাপন খরচ পরিশোধ করা হল)				
মার্চ ৬	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট		৩০,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৩০,০০০
	(আসবাবপত্র ক্রয়)				
মার্চ ৭	মঞ্চ ও সাজসজ্জা খরচ হিসাব	ডেবিট		৫০,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৫০,০০০
	(মঞ্চ নির্মান ও সাজসজ্জা ব্যয়)				
মার্চ ১২	আপ্যায়ন খরচ হিসাব	ডেবিট		২,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			২,০০০
	(আপ্যায়ন বাবদ ব্যয় পরিশোধ)				
মার্চ ১৫	নগদান হিসাব	ডেবিট		৮০,০০০	
	সেবা আয় হিসাব	ক্রেডিট			৮০,০০০
	(নাটকের টিকেট বিক্রয় বাবদ আয়)				
মার্চ ১৮	সম্মানী ব্যয় হিসাব	ডেবিট		২৫,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			২৫,০০০
	(শিল্পী ও কলাকুশলীর সম্মানী প্রদান)				
মার্চ ২৫	বিদ্যুৎ খরচ হিসাব	ডেবিট		৩,০০০	
	বকেয়া বিদ্যুৎ খরচ	ক্রেডিট			৩,০০০
	(বিদ্যুৎ বিল অপরিশোধিত)				
মার্চ ২৮	বেতন ব্যয় হিসাব	ডেবিট		১২,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			১২,০০০
	(থিয়েটার কর্মীদের বেতন প্রদান)				
				৮,০৭,০০০	৮,০৭,০০০

কাজ : শচীন কর্মকার একজন ব্যবসায়ী। ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ সংগঠিত হয়েছিল। লেনদেনসমূহের সাধারণ জাবেদা দাখিলা লিখ-

এপ্রিল	১	দেনাদার হতে চেক প্রাপ্তি যা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দান ৮,০০০ টাকা
এপ্রিল	৩	মারুফের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ ২০,০০০ টাকা
এপ্রিল	৫	আন্তঃফেরত ৫০০ টাকা
এপ্রিল	৮	পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ২,০০০ টাকা
এপ্রিল	১০	দেনাদারের ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়
এপ্রিল	১২	ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় বিলের অর্থ পরিশোধ ৩,০০০ টাকা
এপ্রিল	১৫	অফিসের জন্য চেয়ার ও টেবিল ক্রয় ৭,০০০ টাকা
এপ্রিল	১৮	বিনিয়োগের সুদ আদায় হল ১,০০০ টাকা
এপ্রিল	২০	কমিশন অনাদায়ী ৬০০ টাকা
এপ্রিল	২২	ব্যাংক হতে উত্তোলন ৪,০০০ টাকা
এপ্রিল	২৫	পাওনাদারকে চেকে পরিশোধ ৬,৫০০ টাকা এবং বাট্টা প্রাপ্তি ৫০০ টাকা
এপ্রিল	৩০	আসবাবপত্রের উপর অবচয় ধার্য কর ৮০০ টাকা
		উপরোক্ত লেনদেন সমূহের সাধারণ জাবেদা দাখিলা লিখ

ক্রয় জাবেদা : বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান যাহা ক্রয় করে তাই পণ্য। এই পণ্য নগদে ও বাকি উভয় মাধ্যমেই হতে পারে। বাকীতে ক্রয়কৃত পণ্য ক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। চালানের উপর ভিত্তি করেই ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করা হয়। নিম্নে চালান ও ক্রয় জাবেদার নমুনা প্রদান করা হল–

চালান নং-১৬৫০ | **সওদাগর এজেন্সি** | তারিখ: ২ মার্চ ২০১৪

৫১/৩, বাদামতলি
সদরঘাট, ঢাকা

ক্রেতার নাম: রাহা স্টোরস
ঠিকানা: ২৩/২, কাঁঠাল বাগান, ঢাকা।

চালান

ক্র/নং	মালের বিবরণ	দর (টাকা)	পরিমাণ	পরিমাণ (টাকা)
১	নাজির শাইল চাল বাদঃ কারবারি বাট্টা (৫%)	৪০	১,০০০ কেজি	৪০,০০০ ২,০০০
				৩৮,০০০

টাকা (কথায়): আটত্রিশ হাজার টাকা মাত্র।
বিক্রয় শর্ত: ২/১০, নীট ৩০
বি:দ্র: ভুল-ত্রুটি সংশোধনযোগ্য। বিক্রেতার স্বাক্ষর

রাহা স্টোরস এর ক্রয় জাবেদা

তারিখ ২০১৪	ক্রেডিট হিসাব খাত	শর্ত	চালান নম্বর	সূত্র	ক্রয় হিসাব / পাওনাদার হিসাব	ডেবিট / ক্রেডিট
মার্চ ২	সওদাগর এজেন্সি	২/১০, নীট ৩০	১৬৫০	✓	৩৮,০০০	
মার্চ ১০	নার্গিস এজেন্সি	৩/৫, নীট ২০	১২৩০	✓	২৩,০০০	
					৬১,০০০	

(নার্গিস এজেন্সির নাম নতুনভাবে অর্ন্তভুক্ত করা হল)

বিক্রয় শর্ত : বিক্রয় শর্ত যদি এই রূপ হয়–২/১০, নীট ৩০। এর দ্বারা বুঝায়, ক্রেতা পণ্যের মূল্য ১০ দিনে পরিশোধে সমর্থ হলে ২% নগদ বাট্টা পাবে। যদি অসমর্থ্য হয় তবে অবশ্যই ৩০ দিনের মধ্যে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য (চালানে উল্লেখিত) পরিশোধ করতে হবে।

বিক্রয় জাবেদা : বাকিতে বিক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। বিক্রয় জাবেদাও চালানের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়। বিক্রয় জাবেদার নমুনা নিম্নরূপ–

সওদাগর এজেন্সির বিক্রয় জাবেদা

তারিখ ২০১৪	ডেবিট হিসাব খাত	চালান নম্বর	সূত্র	লেনাদার হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
মার্চ ২	রাহা স্টোরস	১৬৫০	✓		৩৮,০০০
মার্চ ১২	রেহানা স্টোর	১৬৫১	✓		৩২,০০০
					৭০,০০০

বিঃ দ্রঃ ক্রয় জাবেদা ও বিক্রয় জাবেদা হতে খতিয়ানে স্থানান্তরকরণ অংশটি খতিয়ান অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

পন্য ক্রয় বিক্রেয়ের ক্ষেত্রে বহন খরচ, প্যাকিং খরচ, বীমা খরচ প্রভৃতি সম্পৃক্ত। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে ইহা নির্ধারিত থাকে যে, কে ইহা বহন করবে। খরচসমূহ চালানের অন্তর্ভুক্ত থাকলে তা ক্রেতাকেই পন্যের মূল্যের সাথে পরিশোধ করতে হয়। চালানে উল্লেখিত মোট মূল্যেই ক্রয় জাবেদা ও বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয়।

কাজ : জনাব শাহজাহান ঢাকার কাওরান বাজারের একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। তার প্রতিষ্ঠানে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ–

নভেম্বর ১ মিলি স্টোরস, ঢাকা এর নিকট প্রতি কেজি ১০০ টাকা করে ৫০ কেজি মুশুর ডাল বিক্রয়। কারবারী বাট্টা ২%। চালান নং ২৫৩। শর্ত: ৩/১০, নীট ২০।

নভেম্বর ৫ জনি ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি পাউন্ড ২০০ টাকা করে ৫০০ পাউন্ড চা ক্রয়। কারবারী বাট্টা ৫%। চালান নং–৫৩৩। শর্ত: ৩/১৫, নীট ৩০।

নভেম্বর ৮ রতন স্টোরস এর নিকট প্রতি পাউন্ড ২২০ টাকা করে ১০০ পাউন্ড চা বিক্রয়। বাট্টা ৩%। চালান নং২৫৪।

নভেম্বর ১২ জাফর ব্রাদার্সের নিকট হতে প্রতি লিটার ১২০ টাকা করে ৩০০ লিটার সয়াবিন তেল ক্রয়। কারবারি বাট্টা ৪%। চালান নং ৫৩৪।

নভেম্বর ১৫ শিকদার এন্ড সন্স এর নিকট প্রতি বস্তা ২০০০ টাকা করে ১০০ বস্তা আটা বিক্রয়। কারবারি বাট্টা ৩%। চালান নং–২৫৫।

নভেম্বর ২০ রাত্না ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি প্যাকেট ৩৫০ টাকা করে ৫০ প্যাকেট গুড়ো দুধ ক্রয়। কারবারি বাট্টা ২% এবং চালান নং ৫৩৫।

তথ্যাবলির ভিত্তিতে ক্রয় জাবেদা ও বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

ক্রয় ফেরত জাবেদা : ক্রয়কৃত পণ্য ফরমায়েশ অনুযায়ী না হওয়া, নিম্নমানের বা মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ করা হলে ক্রেতা বিক্রেতা পণ্য ফেরত পাঠায়। পণ্য ফেরত পাঠানোর জন্য ক্রেতা একটি ডেবিট নোট প্রস্তুত করে বিক্রেতার নিকট প্রেরণ করে এবং ক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত করে।

ডেবিট নোট নং–১৭৩ | **ইমরান ব্রাদার্স** | তারিখঃ ১৮ আগস্ট ২০১৪

মালিটোলা, বংশাল

ডেবিট নোট

প্রাপকের নাম: মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ
ঠিকানা: ৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর–৬, ঢাকা।
সূত্র: ক্রয় / চালান নম্বর ১২৬৫ / ৩ আগস্ট ২০১৪

ক্রমিক নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমাণ (টাকা)
১	প্রতি পিছ ১৩০০ টাকা করে ১০ পিছ জামদানি শাড়ি ছেড়া হওয়ায় ফেরত পাঠানো হল। অনুগ্রহপূর্বক ১০টি শাড়ির মূল্য আমাদের হিসাব হতে বাদ দিবেন।	১৩,০০০/–
	বাদ ঃ কারবারি বাট্টা	১,০০০/–
		১২,০০০/–

টাকা (কথায়): বার হাজার টাকা মাত্র।

বি:দ্র: ভুল–ত্রুটি সংশোধনযোগ্য। ক্রয় ব্যবস্থাপক

ইমরান ব্রাদার্সের ক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ ২০১৪	ডেবিট হিসাব খাত	ডেবিট নোট নম্বর	সূত্র	পাওনাদার হিসাব ক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
আগস্ট ১৮	মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ	১৭৩	✓	১২,০০০	
আগস্ট ২৩	মামুন ট্রেডার্স	১৮৫	✓	৭,০০০	
আগস্ট ২৯	নাহিদ স্টোরস	১৯৩	✓	৫,০০০	
				২৪,০০০	

২৩ ও ২৯ তারিখের লেনদেন দু'টি নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

বিক্রয় ফেরত জাবেদা : ক্রেতার নিকট হতে ডেবিট নোটসহ পণ্য ফেরত পাওয়ার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্য ফেরত পাওয়া এবং তাদের হিসাব খাতকে ক্রেডিট করার বিষয় নিশ্চিত করে ক্রেডিট নোট প্রস্তুত করে। প্রস্তুতকৃত ক্রেডিট নোট বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রেরণ করে এবং ফেরত পাওয়া পণ্যের জন্য বিক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করে।

ক্রেডিট নোট নং–২৩৭ | **মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ** | তারিখঃ ২০ আগস্ট ২০১৪

৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর–৬, ঢাকা

প্রাপকের নাম: ইমরান ব্রাদার্স
ঠিকানা: মালিটোলা, বংশাল

ক্রেডিট নোট

সূত্র: ডেবিট নোট ১৭৩ / ১৮ আগস্ট ২০১৪

ক্র.নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমাণ (টাকা)
১	প্রতি পিছ ১৩০০ টাকা করে ১০ পিছ জামদানি শাড়ি ছেড়া হওয়ায় ফেরত পাওয়া গেছে এবং আপনাদের হিসাবকে ফেরত মালের মূল্য দ্বারা ক্রেডিট করা হয়েছে।	১৩,০০০/–
	বাদ ঃ কারবারি বাট্টা	১,০০০/–
		১২,০০০

টাকা (কথায়): বার হাজার টাকা মাত্র।
বি:দ্র: ভুল–ত্রুটি সংশোধনযোগ্য।

বিক্রয় ব্যবস্থাপক

মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজের বিক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ ২০১৪	ক্রেডিট হিসাব খাত	ক্রেডিট নোট নম্বর	সূত্র	বিক্রয় ফেরত হিসাব দেনাদার হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
আগস্ট ২০	ইমরান ব্রাদার্স	২৩৭	✓	১২,০০০	
আগস্ট ২৫	সাগর স্টোরস	২৪০	✓	৯,০০০	
আগস্ট ৩০	রূপা ট্রেডার্স	২৪৩	✓	৫,৫০০	
				২৬,৫০০	

২৫ ও ৩০ তারিখের লেনদেন দু'টি নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

কাজ: ফাতেমা স্টোরস–এ ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে নিম্নোক্ত ফেরতসমূহ সংঘটিত হয়েছে–

এপ্রিল ৩ রাতুল ট্রেডার্স–এর নিকট হতে প্রাপ্তি প্রতি প্যাকেট ২৫০ টাকা করে ১০ প্যাকেট গুড়ো দুধ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ফেরত পাওয়া গেল। কারবারি বাট্টা ৩%, ক্রেডিট নোট নং–১৬৫।

এপ্রিল ৯ জামান এন্ড সন্স–এর নিকট প্রতি কেজি ৫০ টাকা করে ৪০ কেজি ডিটারজেন্ট নিম্নমানের হওয়ায় ফেরত পাঠানো হল। কারবারি বাট্টা ২%, ডেবিট নোট নং–১৮৭।

এপ্রিল ১৭ লতিফ স্টোরস–কে প্রতি পাউন্ড ১৭০ টাকা করে ১৫ পাউন্ড চা পাতা নমুনা মাফিক না হওয়ায় ফেরত পাঠানো হল। ডেবিট নোট নং–১৮৮।

এপ্রিল ২৪ রাশেদ এন্ড ব্রাদার্স–এর নিকট হতে প্রতি ডজন ১৮০ টাকা করে ৬ ডজন সাবান ফরমায়েশ অপেক্ষা বেশি সরবরাহ করায় ফেরত পাওয়া গেল। কারবারি বাট্টা ৪%। ক্রেডিট নোট নং–১৬৬।

ক্রয় ফেরত ও বিক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনী

১। জাবেদাকে বলা হয়–

i) প্রাথমিক বই
ii) সহকারী বই
iii) স্থায়ী বই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। জাবেদা থেকে জানা যায়–

i) মোট লেনদেনের সংখ্যা
ii) মোট অর্থের পরিমাণ
iii) লেনদেন সংঘটিত হওয়ার কারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও ii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়–

ক) ক্রয় জাবেদা খ) বিক্রয় জাবেদা
গ) সমন্বয় জাবেদা ঘ) নগদ জাবেদা

৪। ক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয়–

ক) সকল পণ্য ক্রয় খ) সকল নগদ পণ্য ক্রয়
গ) সকল ক্রয় ঘ) সকল বাকীতে পণ্য ক্রয়

৫। বিক্রয় ফেরত জাবেদার উৎস দলিল–

ক) ডেবিট নোট খ) ক্রেডিট নোট
গ) ডেবিট ভাউচার ঘ) ক্রেডিট ভাউচার

৬। কোন দাখিলার মাধ্যমে আয়–ব্যয় হিসাব বন্ধ করা হয়–

ক) প্রারম্ভিক দাখিলা খ) স্থানান্তর দাখিলা
গ) সমন্বয় দাখিলা ঘ) সমাপনী দাখিলা

৭। কোনটি ক্রয়ের জন্য 'অফিস সরঞ্জাম হিসাব' ডেবিট হবে–

ক) স্ট্যাপলার খ) কম্পিউটার
গ) পেপার ওয়েট ঘ) আসবাবপত্র

৮। কর্মচারী শাকিলের বেতন অপরিশোধিত রয়েছে ৩০০০। উপযুক্ত জাবেদা দাখিলা হবে–

ক)	শাকিল হিসাব	ডে:	খ)	বেতন হিসাব	ডে:
	বেতন হিসাব	ক্রে:		শাকিল হিসাব	ক্রে:
গ)	বেতন হিসাব	ডে:	ঘ)	বকেয়া বেতন হিসাব	ডে:
	বকেয়া বেতন হিসাব	ক্রে:		বেতন হিসাব	ক্রে:

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

২০১৪ সালের ১ অক্টোবর তারিখে সাবিনা ইয়াসমিন নিজস্ব জমি বিক্রয় করে ২,০০,০০০ টাকা এবং প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক হতে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন। অক্টোবর ২ তারিখে ৫০,০০০ টাকার পণ্য জনাব মনিরের নিকট হতে বাকিতে ক্রয় করেন। অক্টোবর ৫ তারিখে ৪০,০০০ টাকার আসবাবপত্র নগদে ক্রয় করেন। অক্টোবর ১০ তারিখে নগদে জনাব মাসুদের নিকট ৩০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন। অক্টোবর ১৫ তারিখে মনিরের নিকট ৫,০০০ টাকার পণ্য ফেরত প্রদান করেন।

৯। সাবিনা ইয়াসমিনের মূলধনের পরিমাণ কত?

ক) ১,০০,০০০ খ) ২,০০,০০০
গ) ৩,০০,০০০ ঘ) ৩,৪০,০০০

১০। অক্টোবর ৫ তারিখের লেনদেনটি লিপিবদ্ধ হবে–

i) ক্রয় জাবেদায় ii) নগদ প্রদান জাবেদায় iii) সাধারণ জাবেদায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১। ১০ তারিখের লেনদেনটির সঠিক জাবেদা–

ক) মাসুদ হিসাব ডে: খ) নগদান হিসাব ডে:
বিক্রয় হিসাব ক্রে: বিক্রয় হিসাব ক্রে:

গ) নগদান হিসাব ডে: ঘ) মাসুদ হিসাব ডে:
মাসুদ হিসাব ক্রে: নগদান হিসাব ক্রে:

১২। ১৫ তারিখের লেনদেনের উৎস দলিল কোনটি?

ক) ডেবিট ভাউচার খ) ডেবিট নোট

গ) ক্রেডিট ভাউচার ঘ) ক্রেডিট নোট

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। জনাব আফরোজা আক্তার একজন কাপড় ব্যবসায়ী। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তার প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ সংঘটিত হয়েছে–

ডিসে: ১ ৫% বাট্টা জনাব মাহমুদের নিকট হতে ১০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয়। চালান নং–৭৮।

ডিসে: ৩ নগদে বিক্রয় ১২,০০০ টাকা।

ডিসে: ৮ মাহমুদকে পণ্য ফেরত প্রদান ১,০০০ টাকা। ডেবিট নোট নং–১২৩।

ডিসে: ১০ পুরাতন আসবাবপত্র মেরামত ৫০০ টাকা।

ডিসে: ১৫ জনাব নজরুল ইসলামের নিকট হতে ২০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়। চালান নং–১০৯।

ডিসে: ২০ মাহমুদকে পরিশোধ ৪,০০০ টাকা।

ক) ডিসেম্বর ৮ তারিখের লেনদেনের ভিত্তিতে একটি ডেবিট নোট প্রস্তুত কর।

খ) উপরোক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে জনাব আফরোজা আক্তারের ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ) ক্রয় জাবেদা সংশ্লিষ্ট লেনদেন ব্যতিত অবশিষ্ট লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাখিলা দাও।

২। জনাব বাহাউদ্দিনের ব্যবসায়ের ২০১৪ সালের মে মাসে নিম্নোক্ত লেনদেন সংগঠিত হয়েছে–

মে ২ ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন ১৫,০০০ টাকা।

মে ৩ রমিজের নিকট ৫% বাট্টায় ১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়। চালান নং–১৭৩।

মে ৫ ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।

মে ৮ পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ৭,০০০ টাকা।

মে ১০ ৫% বাট্টায় শাহাদাতের নিকট ৯,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়। চালান নং–১৭৪।

মে ১৫ নগদ উত্তোলন ১,০০০ টাকা।

ক) জনাব বাহাউদ্দিনের মে মাসের বিক্রয় খাতে বাট্টার পরিমাণ কত?

খ) উপর্যুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ) বিক্রয় জাবেদা সংশ্লিষ্ট লেনদেন ব্যতিত অবশিষ্ট লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাখিলা দাও।

৩। জনাব জীবন চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসের তার ব্যবসায়ের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ :

জানু: ১ নগদ ২,৫০,০০০ টাকা ও ৬৫,০০০ টাকার কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হল

জানু: ৫ ৫% বাট্টায় সুবর্না ট্রেডার্সের নিকট ৪৮,০০০ টাকার পন্য বিক্রয়, চালান নং ২০৫

জানু: ৮ রাজনের নিকট থেকে ৪১,৫০০ টাকার পন্য ক্রয় করে চেক প্রদান

জানু: ১২ সুবর্না ট্রেডার্সকে ৫,০০০ টাকার পন্য ফেরত দেয়া হল। ক্রেডিট নোট নং ১০৯

জানু: ১৫ মনিহারী দ্রব্য ক্রয় ১২০০ টাকা

জানু: ১৮ ব্যবসায়ের জন্য আলমারী ক্রয়ের পরিবহন ব্যয় ১,৫০০ টাকা

জানু: ২৮ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন ৮০০ টাকা।

ক) জনাব জীবন চৌধুরীর প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত?

খ) জনাব জীবন চৌধুরীর ৫ তারিখের লেনদেন অবলম্বনে একটি চালান তৈরি কর।

গ) জানুয়ারি মাসের ০৮,১৫,১৮ ও ২৮ তারিখের লেনদেনগুলো সাধারণ জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

৪। মি.খান কম্পিউটার ব্যবসায়ী ২০১৪ সালের জুলাই মাসে তাঁর ব্যবসায়ের লেনদেন সমূহ নিম্নরূপ :

জুলাই ৫ মাহি কম্পিউটারস থেকে প্রতিটি ৩৬,০০০ টাকা দরে ৮টি কম্পিউটার ক্রয় করেন কারবারী বাট্টা ৬%, চালান নং ৫০৯, বহন খরচ ১,৫০০ টাকা

জুলাই ১৫ রাজু কম্পিউটারস থেকে প্রতিটি ৪০,০০০ টাকা দরে ৬টি কম্পিউটার ক্রয় করেন,চালান নং ৩১১। কারবারী বাট্টা ৫%, প্যাকিং খরচ ৫০০ টাকা

জুলাই ২০ কম্পিউটার নষ্ট থাকায় ৩টি কম্পিউটার রাজু কম্পিউটারকে ফেরত দেয়া হল – ডেবিট নোট নং ৫০১

ক) জুলাই মাসে মি. খানের মাল ক্রয় সংক্রান্ত আনুসাঙ্গিক খরচের পরিমাণ কত?

খ) জুলাই মাসের তথ্য অবলম্বনে একটি ডেবিট নোট তৈরি কর।

গ) উপর্যুক্ত লেনদেনগুলোর সাহায্যে মি.খানের একটি ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

সপ্তম অধ্যায়
খতিয়ান

লেনদেনসমূহকে প্রাথমিকভাবে লিপিবদ্ধের পর হিসাবের শ্রেণি অনুযায়ী যথাযথ হিসাবে স্থানান্তর করা প্রয়োজন। সারা বছর বিভিন্ন সময়ে নগদে ও বাকিতে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। ক্রয় জাবেদা হতে বাকিতে ক্রয় এবং নগদান বই হতে নগদ ক্রয় একত্রিত করা ব্যতিত মোট ক্রয় জানা সম্ভব নয়। খতিয়ান বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ক্রয়, বিক্রয় ও অন্যান্য আয়–ব্যয় সমূহকে একত্রিত করে মোট ক্রয়, মোট বিক্রয় এবং অন্যান্য সকল আয় ও ব্যয়ের মোট পরিমাণ নির্ণয়ে সাহায্য করে। হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয়ের প্রক্রিয়া জানা এবং হিসাবের উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের পাশাপাশি ব্যবসায়ের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

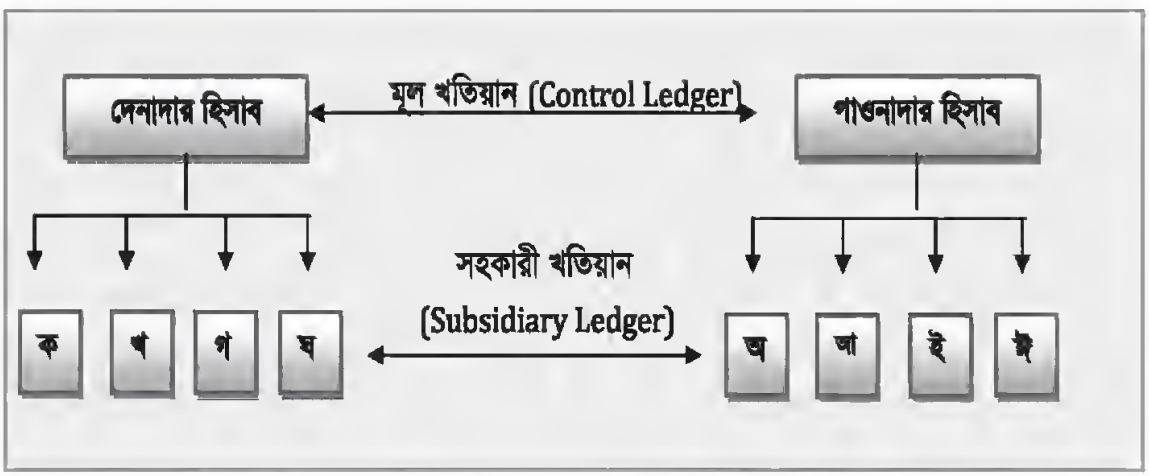

চিত্র : সাধারণ ও সহকারী খতিয়ান সম্পর্ক

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- পাকা বই হিসেবে খতিয়ানের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খতিয়ানের শ্রেণীবিভাগ করতে পারব।
- জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারব।
- 'T' ও 'চলমান জের ' ছক – এ হিসাব প্রস্তুত করে হিসাবের জের নির্ণয় করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরণের খতিয়ানের ডেবিট ও ক্রেডিট জেরের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।

খতিয়ানের ধারণা:

সারিবদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন ধরণের বস্তু সাজিয়ে রাখা হলে সহজেই নির্দিষ্ট বস্তু খুঁজে বের করা এবং তার পরিমান সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। লেনদেন প্রাথমিকভাবে জাবেদায় লেখার পর স্থায়ী বা পাকা ভাবে খতিয়ানে সারিবদ্ধ ও শ্রেণিবদ্ধভাবে লিখে রাখা হয়। জাবেদা হতে লেনদেনের সামগ্রিক ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থা জানা সম্ভব নয়। খতিয়ানে একই জাতীয় বা একই শ্রেণির লেনদেনগুলোকে পৃথক পৃথক শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণির হিসাব যেমন–সম্পদ, দায়, মালিকের মালিকানা স্বত্ব, আয়, ব্যয় প্রভৃতি হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এই সকল হিসাব সমূহকে এক কথায় খতিয়ান বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

- প্রতিটি হিসাবের শিরোনাম প্রদান করা হয়।
- খতিয়ান প্রস্তুতে 'T' ছক বা 'চলমান জের' ছক অনুসরণ করা হয়।
- প্রতিটি হিসাবের পৃথক পৃথক জের/ উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়।
- খতিয়ান প্রস্তুতে জাবেদা সহায়ক বহি স্বরূপ কাজ করে। খতিয়ানে লিপিবদ্ধের সময় জাবেদা পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়।
- খতিয়ান হতে প্রাপ্ত হিসাবের উদ্বৃত্ত গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ে সহায়তা করে।
- খতিয়ানের উদ্বৃত্ত দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

খতিয়ান

সম্পদ	দায়	মালিকানা স্বত্ব	আয়	ব্যয়
নগদান হিসাব আসবাবপত্র হিসাব দেনাদার হিসাব অগ্রিম খরচ হিসাব	পাওনাদার হিসাব ঋণ হিসাব বকেয়া খরচ হিসাব	মূলধন হিসাব উত্তোলন হিসাব	বিক্রয় হিসাব প্রাপ্ত ভাড়া হিসাব কমিশন প্রাপ্তি হিসাব	ক্রয় হিসাব বেতন হিসাব মজুরি হিসাব অবচয় হিসাব বিজ্ঞাপন হিসাব

খতিয়ানের গুরুত্ব

লেনদেনসমূহ সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে লিখে রাখা হয় বিধায় হিসাবতথ্য ব্যবহারকারিগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য খতিয়ান হতে পেতে পারে। খতিয়ান হতে ব্যবসায়ের মোট আয়, মোট ব্যয়, মোট সম্পদ ও মোট দায়ের পরিমান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। রেওয়ামিল প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত খতিয়ান হতে সংগ্রহ করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয়। খতিয়ানের গুরুত্ব ও উপকারিতা প্রকাশের জন্য একটি কথাই প্রচলিত রয়েছে–'খতিয়ান হিসাবের সকল বইয়ের রাজা'।

জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য

জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই হিসাব চক্রের দু'টি ধাপ। খতিয়ান জাবেদা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবহার উপযোগী। জাবেদা বই সংরক্ষন ঐচ্ছিক হলেও খতিয়ান প্রস্তুত বাধ্যতামূলক। খতিয়ানের উদ্বৃত্ত হতে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের পাশাপাশি ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপন সহজ হয়। জাবেদা ও খতিয়ান প্রস্তুতে

ব্যবহৃত ছকের মাঝে যথেষ্ট অমিল রয়েছে। জাবেদায় শুধুমাত্র লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ শনাক্তকরণ করা হয়, অপরদিকে খতিয়ানে প্রতিটি হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিটের পার্থক্যকরণের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়। খতিয়ান সুষ্ঠ ও নির্ভুলভাবে প্রস্তুতের জন্য জাবেদা সহায়ক বই স্বরূপ কাজ করে।

কাজ : দলে বিভক্ত হয়ে জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য ছক আকারে প্রস্তুত কর।

খতিয়ানভুক্তকরণ বা পোস্টিং

লেনদেন: নগদে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

জাবেদা দাখিলা:

ক্রয় হিসাব ডেবিট ৫,০০০
নগদান হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০

খতিয়ানে পোস্টিং:

ক্রয় হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
	নগদান হিসাব		৫,০০০				

নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
					ক্রয় হিসাব		৫,০০০

পোস্টিং এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জাবেদায় ক্রয় হিসাব ডেবিট তাই ক্রয় হিসাবে ডেবিট দিকে লিখা হয়েছে কিন্তু বিবরণের কলামে ক্রেডিট হিসাব খাতের নাম অর্থাৎ নগদান হিসাব লিখা হয়েছে। অপর দিকে নগদান হিসাব ক্রেডিট তাই নগদান খতিয়ানে ইহা ক্রেডিট দিকে বসেছে কিন্তু বিবরণের কলামে ডেবিট হিসাব খাতের নাম অর্থাৎ ক্রয় হিসাব লিখা হয়েছে। এর দ্বারা ক্রয় হিসাবটি কোন হিসাবের মাধ্যমে ডেবিট এবং নগদায়ন হিসাবটি কী কারণে ক্রেডিট করা হয়েছে বুঝা যায়।

অতএব কোন খতিয়ান হিসাবের ডেবিট দিকে পোস্টিং হলে বিবরণের কলামে ক্রেডিট হিসাব খাতের নাম এবং হিসাবের ক্রেডিট দিকে পোস্টিং হলে বিবরণের কলামে ডেবিট হিসাব খাতের নাম লিখা হবে।

হিসাবের জের টানা বা ব্যালেন্সিং

খতিয়ান প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ পোস্টিং এবং পরবর্তী ধাপ ব্যালেন্সিং বা উদ্বৃত্ত নির্ণয়। সাধারণ অর্থে উদ্বৃত্ত বা ব্যালেন্স অবশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–৫ কেজি চাল ক্রয় করা হল এবং ৩ কেজি চাল ভোগ করা হল, এই ক্ষেত্রে অবশিষ্ট রইল ২ কেজি। হিসাবের জের নির্ণয় অনেকটা এইরূপ। হিসাবে পোস্টিং পরবর্তী ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের পার্থক্য নির্ণয় করাকে জের টানা বা ব্যালেন্সিং বলা হয়।

নিম্নোক্ত দুটি লেনদেন পোস্টিং পরবর্তী নগদান হিসাবের ব্যালেন্স নির্ণয় করা হলে–

২০১৪

মার্চ ৩ নগদ বিক্রয় ২০০০০ টাকা

মার্চ ১০ আসবাবপত্র ক্রয় ১৫০০০ টাকা

জাবেদা দাখিলা

তারিখ ২০১৪	বিবরণ		খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
মার্চ ৩	নগদান হিসাব	ডে:		২০,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রে:			২০,০০০
মার্চ ১০	আসবাবপত্র হিসাব	ডে:		১৫,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রে:			১৫,০০০

খতিয়ান ('T' ছক)

নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ ৩	বিক্রয় হিসাব		২০,০০০	মার্চ ১০	আসবাবপত্র হিসাব		১৫,০০০
				,, ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৫,০০০
			২০,০০০				২০,০০০
এপ্রিল১	ব্যালেন্স বি/ডি		৫,০০০				

- হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফল সর্বদা সমান করতে হবে, তাই যে দিকের যোগফল বড় তা উভয় দিকে টাকার কলামে লিখতে হবে। উপরোক্ত হিসাবে ডেবিট দিকের যোগফল বড় হওয়ায় (২০,০০০), ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় কলামে বসানো হয়েছে।
- উভয় দিকের যোগফলের নীচে দুটি সমান রেখা টেনে হিসাব বন্ধ করতে হবে।
- সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের শেষ তারিখে হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। পার্থক্যটি 'ব্যালেন্স সি/ডি' অর্থাৎ 'উদ্বৃত্ত স্থানান্তর হবে' কথাটি লিখে কম টাকার কলামে বসিয়ে উভয় দিক সমান করা হয়। উপরোক্ত হিসাব মার্চ মাসের, তাই মার্চের শেষ তারিখ ৩১–এ পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে।
- সময়ের শেষ তারিখের 'ব্যালেন্স সি/ডি' পরবর্তী সময়ের প্রথম তারিখে 'ব্যালেন্স বি/ডি' অর্থাৎ উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হয়েছে' কথাটি লিখে বিপরীত পার্শ্বে বসাতে হবে।
- হিসাবের যে দিকটি বড় ব্যালেন্স সেই নামে পরিচিত হয়। যেমন–উপরের নগদান হিসাবের ব্যালেন্সটি ডেবিট ব্যালেন্স, তাই ১লা এপ্রিল নগদান হিসাবের ডেবিট দিকে ব্যালেন্স বি/ডি লিখে এপ্রিল মাসের খতিয়ান শুরু করা হয়েছে।

C/D	Carried Down	নীচে নীত / স্থানান্তরিত হবে
B/D	Brought Down	উপর থেকে আনীত/স্থানান্তরিত হয়েছে
C/F	Carried Forward	সম্মুখে নীত
B/F	Brought Forward	পেছন থেকে আনীত

কাজ:

নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
মে ২	মূলধন হিসাব		৩০,০০০	মে ৩	ক্রয় হিসাব		৮,০০০
মে ৫	বিক্রয় হিসাব		১০,০০০	মে ৭	আসবাবপত্র হিসাব		৪,০০০
মে ৯	দেনাদার হিসাব		৫,০০০	মে ২৫	বেতন হিসাব		৩,০০০

উপরোক্ত হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় কর।

'চলমান জের'– ছক

নগদান হিসাব হিসাবের কোড নং....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
মার্চ ৩	বিক্রয় হিসাব		২০,০০০		২০,০০০	
মার্চ১০	আসবাবপত্র হিসাব			১৫,০০০	৫,০০০	

- চলমান জের ছকে হিসাবের জের যে কোন সময়ে জানা যায় । প্রতিটির পোস্টিং–এর সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত / ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়।
- চলমান জের ছকে উদ্বৃত্ত লেখার জন্য পৃথক কলাম রয়েছে।

হিসাব পোস্টিং	হিসাবের উদ্বৃত্ত
ডেবিট পোস্টিং	ডেবিট ব্যালেন্স +
ক্রেডিট পোস্টিং	ডেবিট ব্যালেন্স –
ক্রেডিট পোস্টিং	ক্রেডিট ব্যালেন্স +
ডেবিট পোস্টিং	ক্রেডিট ব্যালেন্স –

- মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিট পোস্টিং–এর পরিমান নির্ণয় করা হয় না। এই যোগফলের কোন ব্যবহার নেই।

কাজঃ

		ব্যাংক হিসাব			হিসাবের কোড নং...	
তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জুলাই ১	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০			
জুলাই ৩	বিক্রয় হিসাব		৬,০০০			
জুলাই ৮	ক্রয় হিসাব			৩,০০০		
জুলাই ১০	উত্তোলন হিসাব			১,০০০		
জুলাই ২০	ভাড়া হিসাব			২,০০০		

উপরোক্ত হিসাবের জের নির্ণয় কর।

C/D বা C/F সময়ের শেষ তারিখে নিরূপন করা হয় এবং এই উদ্বৃত্ত পুনঃরায় B/D বা B/F নামে পরবর্তী সময়ের প্রথম তারিখে হিসাবের বিপরীত পার্শ্বে লেখা হয়। যখন কোন হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিট পোস্টিং সমান হয়। ঐ হিসাবের উদ্বৃত্ত শূণ্য অর্থাৎ ব্যালেন্স সিডি বা বিডি লেখার প্রয়োজন হয় না। এই ধরণের হিসাবকে সমতা প্রাপ্ত হিসাব বলা হয়।

হিসাবের সাধারণ/স্বাভাবিক উদ্বৃত্ত

হিসাবের শ্রেণি	উদ্বৃত্তের ধরণ
সম্পদ	ডেবিট ব্যালেন্স
দায়	ক্রেডিট ব্যালেন্স
মালিকানা স্বত্ব	ক্রেডিট ব্যালেন্স
আয়	ক্রেডিট ব্যালেন্স
ব্যয়	ডেবিট ব্যালেন্স

সাধারণ জাবেদা হতে খতিয়ান প্রস্তুতকরণ

২০১৪ সালের মার্চ ১ তারিখে জনাব শাহীন নগদ ১,০০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন। উক্ত মাসে তার ব্যবসায়ে অন্যান্য লেনদেনসমূহ ছিল–

মার্চ ২ আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা
মার্চ ৩ পণ্য বাকীতে ক্রয় ৩০,০০০ টাকা
মার্চ ৫ পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা
মার্চ ৮ বহিঃফেরত ২,০০০ টাকা
মার্চ ১২ পাওনাদারকে পরিশোধ ১০,০০০ টাকা
মার্চ ১৮ ব্যাংকে হিসাব খোলা হল ১৫,০০০ টাকা
মার্চ ২২ পণ্য বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা
মার্চ ২৫ শফিকের নিকট হতে চেক মারফত ক্রয় ৬,০০০ টাকা
মার্চ ২৮ কর্মচারিদের বেতন পরিশোধ ৫,০০০ টাকা

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের জাবেদা দাখিলা প্রদান করে খতিয়ানে স্থানান্তর ও উদ্বৃত্ত নির্ণয় কর।

সমাধানঃ

জনাব শাহীনের সাধারণ জাবেদা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ মার্চ ১	নগদান হিসাব	ডে:		১,০০,০০০	
	মূলধন হিসাব	ক্রে:			১,০০,০০০
	(নগদ অর্থ নিয়ে ব্যবসায় শুরুর)				
মার্চ ২	আসবাবপত্র হিসাব	ডে:		২০,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রে:			২০,০০০
	(আসবাবপত্র ক্রয় করা হল)				
মার্চ ৩	ক্রয় হিসাব	ডে:		৩০,০০০	
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	ক্রে:			৩০,০০০
	(বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হল)				
মার্চ ৫	নগদান হিসাব	ডে:		২৫,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রে:			২৫,০০০
	(নগদে পণ্য বিক্রয় করা হল)				
মার্চ ৮	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	ডে:		২,০০০	
	বহিঃ ফেরত হিসাব	ক্রে:			২,০০০
	(বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেয়া হল)				
মার্চ ১২	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	ডে:		১০,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রে:			১০,০০০
	(পাওনাদারকে পরিশোধ করা হল)				
মার্চ ১৮	ব্যাংকে হিসাব	ডে:		১৫,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রে:			১৫,০০০
	(ব্যাংকে হিসাব খোলা হল)				
মার্চ ২২	ব্যাংকে হিসাব	ডে:		৮,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রে:			৮,০০০
	(পণ্য বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি)				
মার্চ ২৫	ক্রয় হিসাব	ডে:		৬,০০০	
	ব্যাংকে হিসাব	ক্রে:			৬,০০০
	(পণ্য ক্রয় বাবদ শফিককে চেক প্রদান)				
মার্চ ২৮	বেতন হিসাব	ডে:		৫,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রে:			৫,০০০
	(কর্মচারীদের বেতন প্রদান)				
				২,২১,০০০	২,২১,০০০

হিসাবের তালিকা

১। নগদান হিসাব
২। মূলধন হিসাব
৩। আসবাবপত্র হিসাব
৪। ক্রয় হিসাব
৫। বিবিধ পাওনাদার হিসাব
৬। বিক্রয় হিসাব
৭। বহিঃ ফেরত হিসাব
৮। ব্যাংকে হিসাব
৯। বেতন হিসাব

'T' ছক

ডেবিট — নগদান হিসাব — ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ ১	মূলধন হিসাব		১,০০,০০০	মার্চ ২	আসবাবপত্র হিসাব		২০,০০০
মার্চ ৫	বিক্রয় হিসাব		২৫,০০০	মার্চ ১২	পাওনাদার হিসাব		১০,০০০
				মার্চ ১৮	ব্যাংক হিসাব		১৫,০০০
				মার্চ ২৮	বেতন হিসাব		৫,০০০
				মার্চ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৭৫,০০০
			১,২৫,০০০				১,২৫,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৭৫,০০০				

ডেবিট — মূলধন হিসাব — ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১,০০,০০০	মার্চ ১	নগদান হিসাব		১,০০,০০০
			১,০০,০০০				১,০০,০০০
				এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি		১,০০,০০০

ডেবিট — আসবাবপত্র হিসাব — ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ ২	নগদান হিসাব		২০,০০০	মার্চ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		২০,০০০
			২০,০০০				২০,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি		২০,০০০				

ডেবিট — ক্রয় হিসাব — ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ ৩	বিবিধ পাওনাদার হি:		৩০,০০০	মার্চ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৩৬,০০০
মার্চ ২৫	ব্যাংক হিসাব		৬,০০০				
			৩৬,০০০				৩৬,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৩৬,০০০				

ডেবিট — বিবিধ পাওনাদার হিসাব — ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ ৮	বহি: ফেরত হিসাব		২,০০০	মার্চ ৩	ক্রয় হিসাব		৩০,০০০
মার্চ ১২	নগদান হিসাব		১০,০০০				
মার্চ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১৮,০০০				
			৩০,০০০				৩০,০০০
				এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি		১৮,০০০

ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৩৩,০০০	মার্চ ৫	নগদান হিসাব		২৫,০০০
				মার্চ ২২	ব্যাংক হিসাব		৮,০০০
			৩৩,০০০				৩৩,০০০
				এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৩৩,০০০

ডেবিট বহি:ফেরত হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		২,০০০	মার্চ ৮	বিবিধ পাওনাদার হি:		২,০০০
			২,০০০				২,০০০
				এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি		২,০০০

ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ ২৮	নগদান হিসাব		১৫,০০০	মার্চ ৫	ক্রয় হিসাব		৬,০০০
মার্চ ২২	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০	মার্চ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১৭,০০০
			২৩,০০০				২৩,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি		১৭,০০০				

ডেবিট বেতন হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ ২৮	নগদান হিসাব		৫,০০০	মার্চ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৫,০০০
			৫,০০০				৫,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৫,০০০				

'চলমান জের'— ছক

নগদান হিসাব হিসাবের কোড নং .....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪						
মার্চ ১	মূলধন হিসাব		১,০০,০০০		১,০০,০০০	
মার্চ ২	আসবাবপত্র হিসাব			২০,০০০	৮০,০০০	
মার্চ ৫	বিক্রয় হিসাব		২৫,০০০		১,০৫,০০০	
মার্চ ১২	পাওনাদার হিসাব			১০,০০০	৯৫,০০০	
মার্চ ১৮	ব্যাংক হিসাব			১৫,০০০	৮০,০০০	
মার্চ ২৮	বেতন হিসাব			৫,০০০	৭৫,০০০	

মূলধন হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
মার্চ ১	নগদান হিসাব			১,০০,০০০		১,০০,০০০

আসবাবপত্র হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
মার্চ ২	নগদান হিসাব		২০,০০০		২০,০০০	

ক্রয় হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
মার্চ ৩	পাওনাদার হিসাব		৩০,০০০		৩০,০০০	
মার্চ ২৫	ব্যাংক হিসাব		৬,০০০		৩৬,০০০	

বিবিধ পাওনাদার হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
মার্চ ৩	ক্রয় হিসাব			৩০,০০০		৩০,০০০
মার্চ ৮	বহি: ফেরত		২,০০০			২৮,০০০
মার্চ ১২	নগদান হিসাব		১০,০০০			১৮,০০০

বিক্রয় হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
মার্চ ৫	নগদান হিসাব			২৫,০০০		২৫,০০০
মার্চ ২২	ব্যাংক হিসাব			৮,০০০		৩৩,০০০

ব্যাংক হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
মার্চ ১৮	নগদান হিসাব		১৫,০০০		১৫,০০০	
মার্চ ২২	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০		২৩,০০০	
মার্চ ২৫	ক্রয় হিসাব			৬,০০০	১৭,০০০	

বহিঃফেরত হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
মার্চ ৮	বিবিধ পাওনাদার হি:			২,০০০		২,০০০

বেতন হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
মার্চ ২৮	নগদান হিসাব		৫,০০০		৫,০০০	

কাজ:

রুমানা আক্তারের ব্যবসায়ের নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ খতিয়ানে লিপিবদ্ধ কর এবং উদ্বৃত্ত নির্ণয় কর :

২০১৪

আগস্ট	১	বাকীতে পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা
আগস্ট	২	ঋণ গ্রহণ ৩০,০০০ টাকা
আগস্ট	৬	ব্যাংকে জমা দান ১০,০০০ টাকা
আগস্ট	৮	পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা
আগস্ট	১২	দেনাদার হতে প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা
আগস্ট	১৫	ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ১,০০০ টাকা
আগস্ট	২০	পণ্য ক্রয় করে চেক প্রদান ৪,০০০ টাকা
আগস্ট	২৫	বিক্রয় ১২,০০০ টাকা

দু'টি দলে ভাগ হয়ে, একদল 'T' ছক এবং অপর দল চলমান জের' ছক অনুসরণ কর। 'T' ছকের সহিত 'চলমান জের' ছকের উদ্বৃত্তের মিলকরণ কর।

সাধারণ খতিয়ান (General Ledger) :

নগদান হিসাব, মূলধন হিসাব, ক্রয় হিসাব, বিক্রয় হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব, দেনাদার হিসাব, পাওনাদার হিসাব প্রভৃতি সাধারণ খতিয়ান। প্রতিষ্ঠানে একাধিক দেনাদার ও পাওনাদার বিদ্যমান। সাধারণ খতিয়ানের মধ্য হতে শুধুমাত্র দেনাদার ও পাওনাদার হিসাবদ্বয়কে মূল হিসাব (Control Accounts) নামে অভিহিত করা হয় ; কারণ দেনাদার ও পাওনাদার উভয় হিসাব দেনাদারবৃন্দ ও পাওনাদারবৃন্দের সমষ্টি।

সহকারী খতিয়ান (Subsidiary Ledger) :

সাধারণ খতিয়ানের বাইরে প্রতিটি দেনাদার ও প্রতিটি পাওনাদারের জন্য স্বতন্ত্র খতিয়ান তৈরি করা হয়, যাতে করে নির্দিষ্টভাবে কোন দেনাদার হতে কত টাকা পাওনা এবং কোন পাওনাদারের নিকট কত টাকা দেনা রয়েছে সহজে জানা যায়। প্রতিটি দেনাদার ও পাওনাদারের জন্য প্রস্তুতকৃত খতিয়ানকে সহকারী খতিয়ান বলা হয়।

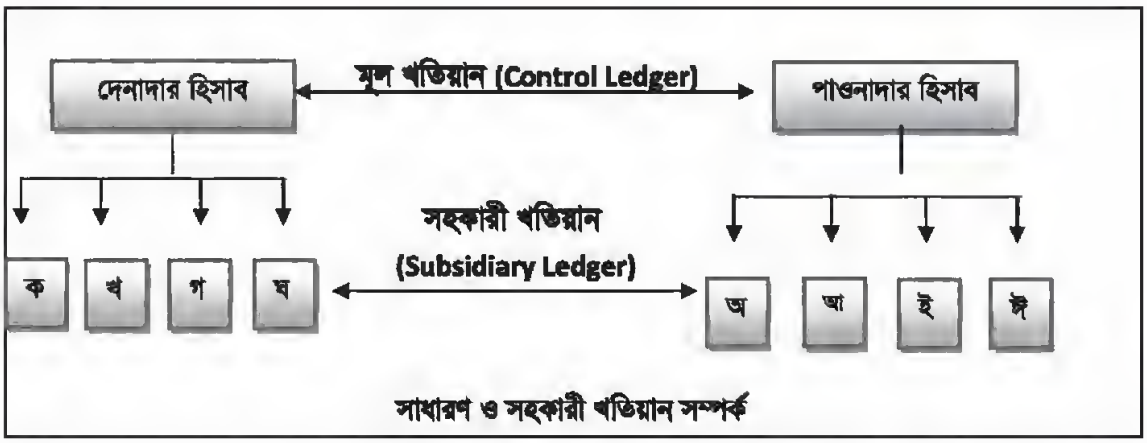

সাধারণ ও সহকারী খতিয়ান সম্পর্ক

বিশেষ জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান প্রস্তুত

ক্রয় জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান

'জাবেদা' অধ্যায়ে ক্রয় জাবেদা সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করেছি। এখানে ক্রয় জাবেদার তথ্য সাধারণ ও সহকারী খতিয়ানে লিপিবদ্ধকরণ প্রণালী প্রদর্শন করা হলো–

মমতাজ এন্টারপ্রাইজ–এর

ক্রয় জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাবখাত	শর্ত	চালান নম্বর	সূত্র	ক্রয় হিসাব পাওনাদার হিসাব ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪						
জুন ৩	রাজিব স্টোরস	২/১০, নীট ৩০	১৭৩	✓	১৭,৬০০	
জুন ১০	রাখি ট্রেডার্স	নীট ২০	১৭৪	✓	১২,৩০০	
জুন ২৫	হায়দার এন্টারপ্রাইজ	৩/৫, নীট ১৫	১৭৫	✓	১০,৫০০	
					৪০,৪০০	

সাধারণ খতিয়ান

ক্রয় হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪ জুন ৩০	পাওনাদার হিসাব		৪০,৪০০		৪০,৪০০	

পাওনাদার হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪ জুন ৩০	ক্রয় হিসাব			৪০,৪০০		৪০,৪০০

মমতাজ এন্টারপ্রাইজ–এর

ক্রয় জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাবখাত	শর্ত	চালান নম্বর	সূত্র	ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট
২০১৪					
জুন ৩	রাজিব স্টোরস	২/১০, নীট ৩০	১৭৩	✓	১৭,৬০০
জুন ৯	রাখি ট্রেডার্স	নীট ২০	১৭৪	✓	১২,৩০০
জুন ২৫	হায়দার এন্টারপ্রাইজ	৩/৫, নীট ১৫	১৭৫	✓	১০,৫০০
					৪০,৪০০

সহকারী খতিয়ান

রাজিব স্টোরস

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪ জুন ৩	ক্রয় হিসাব			১৭,৬০০		১৭,৬০০

রাখি ট্রেডার্স

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪ জুন ৯	ক্রয় হিসাব			১২,৩০০		১২,৩০০

হায়দার এন্টারপ্রাইজ

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪ জুন ২৫	ক্রয় হিসাব			১০,৫০০		১০,৫০০

বিশেষ জাবেদা হতে প্রতিদিন সহকারী খতিয়ানে পোস্টিং দেয়া হয় এবং সাধারণ খতিয়ানে সপ্তাহান্তে/মাসান্তে পোস্টিং দেয়া হয়।

বিক্রয় জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান

শাহজাহান এন্ড সন্স এর

বিক্রয় জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাবখাত	চালান নম্বর	সূত্র	দেনাদার হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট
২০১৪				
আগস্ট ৩	কাজল এন্টারপ্রাইজ	৩৩৫	✓	২৫,৫৬০
আগস্ট১০	মনিকা ট্রেডার্স	৩৩৬	✓	১৭,২৪০
আগস্ট২৫	বিমল ব্রাদার্স	৩৩৭	✓	১৩,৩০০
				৫৬,০০০

সাধারণ খতিয়ান

বিক্রয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪						
আগস্ট ৩১	বিবিধ দেনাদার হি:			৫৬,০০০		৫৬,০০০

বিবিধ দেনাদার হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪						
আগস্ট ৩১	বিক্রয় হিসাব		৫৬,০০০		৫৬,০০০	

শাহজাহান এন্ড সন্স এর

বিক্রয় জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাবখাত নোট	ডেবিট নোট	সূত্র	দেনাদার হিসাব বিক্রয় ফেরত	ডেবিট ক্রেডিট
২০১৪					
আগস্ট ৩	কাজল এন্টারপ্রাইজ	৩৩৫	✓	২৫,৫৬০	
আগস্ট ১০	মনিকা ট্রেডার্স	৩৩৬	✓	১৭,২৪০	
আগস্ট ২৫	বিমল ব্রাদার্স	৩৩৭	✓	১৩,৩০০	
				৫৬,০০০	

সহকারী খতিয়ান

কাজল এন্টারপ্রাইজ

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
২০১৪						
আগস্ট ৩	বিক্রয় হিসাব		২৫,৪৬০		২৫,৪৬০	

মনিকা ট্রেডার্স

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
২০১৪						
আগস্ট ১০	বিক্রয় হিসাব		১৭,২৪০		১৭,২৪০	

বিমল ব্রাদার্স

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
২০১৪						
আগস্ট ২৫	বিক্রয় হিসাব		১৩,৩০০		১৩,৩০০	

ক্রয় ফেরত জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান

বকশী ইলেকট্রিক স্টোর-এর ক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ ২০১৪	ডেবিট হিসাবখাত	চালান নম্বর	সূত্র	পাওনাদার হিসাব ক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
জানু ৩	সাইদ এন্ড ব্রাদার্স	৫৭	✓	১৩,৯১০	
জানু ১২	বাক্কার এন্ড সন্স	৫৮	✓	১৭,২৪০	
জানু ২৩	বাবু এন্টারপ্রাইজ	৫৯	✓	৭,৪৫০	
				৩৮,৬০০	

সাধারণ খতিয়ান

ক্রয় ফেরত হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জানু ৩১	বিবিধ পাওনাদার হিসাব			৩৮,৬০০		৩৮,৬০০

বিবিধ পাওনাদার হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জানু ৩১	ক্রয় ফেরত হিসাব		৩৮,৬০০		৩৮,৬০০	

সহকারী খতিয়ান

সাঈদ এন্ড ব্রাদার্স

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জানু ৩	ক্রয় ফেরত হিসাব		১৩,৯১০		১৩,৯১০	

বাক্কার এন্ড সন্স

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জানু ১২	ক্রয় ফেরত হিসাব		১৭,২৪০		১৭,২৪০	

বাবু এন্টারপ্রাইজ

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জানু ২৩	ক্রয় ফেরত হিসাব		৭,৪৫০		৭,৪৫০	

বিক্রয় ফেরত জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান

আলম ট্রেডার্সের বিক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ ২০১৪	ক্রেডিট হিসাব খাত	ক্রেডিট নোট নম্বর	সূত্র	বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট বিবিধ দেনাদার হিসাব ক্রেডিট
মে ২	রাশেদ এন্ড কোং	১২৩	✓	১০,৩৫০
মে ১৫	পারভেজ স্টোরস	১২৪	✓	৮,৬৫০
মে ২৭	রুনা এন্টারপ্রাইজ	১২৫	✓	৪,৫০০
				২৩,৫০০

সাধারণ খতিয়ান

বিক্রয় ফেরত হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
মে ৩১	বিবিধ দেনাদার হিসাব		২৩,৫০০		২৩,৫০০	

বিবিধ দেনাদার হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
মে ৩১	বিক্রয় ফেরত হিসাব			২৩,৫০০		২৩,৫০০

সহকারী খতিয়ান

রাশেদ এন্ড কোং

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
মে ২	বিক্রয় ফেরত হিসাব			১০,৩৫০		১০,৩৫০

পারভেজ স্টোরস্

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
মে ১৫	বিক্রয় ফেরত হিসাব			৮,৬৫০		৮,৬৫০

রুনা এন্টারপ্রাইজ

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
মে ২৭	বিক্রয় ফেরত হিসাব			৪,৫০০		৪,৫০০

খতিয়ান উদ্বৃত্ত দ্বারা গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই

প্রতিটি লেনদেনের জন্য সমপরিমাণ টাকা ডেবিট ও ক্রেডিট পোস্টিং প্রদান করা হয়। খতিয়ানের ডেবিট ব্যালেন্সের সমষ্টি এবং ক্রেডিট ব্যালেন্সের সমষ্টি সমান হওয়া হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা নির্দেশ করে।

জনাব রাকিব ২০১৪ সালের জুলাই মাসে নগদ ৩০,০০০ টাকা ও ১৫,০০০ টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন। অন্যান্য লেনদেন ছিল–

জুলাই	২	নগদে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা
জুলাই	৩	আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা
জুলাই	৫	ব্যাংকে জমা দান ৩,০০০ টাকা
জুলাই	১০	পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা
জুলাই	১৫	উত্তোলন ১,০০০ টাকা
জুলাই	২০	কর্মচারীদের বেতন বাবদ চেক প্রদান ২,০০০ টাকা

হিসাবের তালিকা:

১. নগদান হিসাব
২. ক্রয় হিসাব
৩. মূলধন হিসাব
৪. বিক্রয় হিসাব
৫. আসবাবপত্র হিসাব
৬. ব্যাংক হিসাব
৭. উত্তোলন হিসাব
৮. বেতন হিসাব

সাধারণ খতিয়ান

নগদান হিসাব — হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
জুলাই ১	মূলধন হিসাব		৩০,০০০		৩০,০০০	
জুলাই ২	বিক্রয় হিসাব		২০,০০০		৫০,০০০	
জুলাই ৩	আসবাবপত্র হিসাব			৫,০০০	৪৫,০০০	
জুলাই ৫	ব্যাংক হিসাব			৩,০০০	৪২,০০০	
জুলাই ১০	ক্রয় হিসাব			৭,০০০	৩৫,০০০	
জুলাই ১৫	উত্তোলন হিসাব			১,০০০	৩৪,০০০	

ক্রয় হিসাব — হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
জুলাই ১	মূলধন হিসাব		১৫,০০০		১৫,০০০	
জুলাই ১০	নগদান হিসাব		৭,০০০		২২,০০০	

মূলধন হিসাব — হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত / জের ক্রেডিট
জুলাই ১	নগদান হিসাব ক্রয় হিসাব			৩০,০০০ ১৫,০০০	}	৪৫,০০০

বিক্রয় হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জুলাই ২	নগদান হিসাব			২০,০০০		২০,০০০

আসবাবপত্র হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জুলাই ৩	নগদান হিসাব		৫,০০০		৫,০০০	

উত্তোলন হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জুলাই ১৫	নগদান হিসাব		১,০০০		১,০০০	

ব্যাংক হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জুলাই ৫	নগদান হিসাব		৩,০০০		৩,০০০	
জুলাই ২০	বেতন হিসাব			২,০০০	১,০০০	

বেতন হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জুলাই ২০	ব্যাংক হিসাব		২,০০০		২,০০০	

খতিয়ানের উদ্বৃত্তসমূহ দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। উপরোক্ত খতিয়ানের উদ্বৃত্ত সমূহ নিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হলো–

রেওয়ামিল

৩১ জুলাই ২০১৪

ক্র/নং	হিসাবের নাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টকা
১	ব্যাংক হিসাব		৩৪,০০০	
২	ক্রয় হিসাব		২২,০০০	
৩	মূলধন হিসাব		--	৪৫,০০০
৪	বিক্রয় হিসাব		--	২০,০০০
৫	আসবাবপত্র হিসাব		৫,০০০	
৬	উত্তোলন হিসাব		১,০০০	
৭	ব্যাংক হিসাব		১,০০০	
৮	বেতন হিসাব		২,০০০	
			৬৫,০০০	৬৫,০০০

খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্তসমূহের সমষ্টি ও ক্রেডিট উদ্বৃত্ত সমুহের সমষ্টি (৬৫,০০০) সমান হওয়ায় সহজেই বলা যায় হিসাব সংরক্ষণ নির্ভুল হয়েছে।

বি: দ্র: রেওয়ামিলের বিস্তারিত আলোচনা নবম অধ্যায়ে করা হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (সৃজনশীল)

১. খতিয়ান হিসাবের
i) প্রাথমিক বই ii) পাকা বই iii) স্থায়ী বই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২. ব্যয় হিসাব সব সময় জের প্রকাশ করে ----
ক) ডেবিট খ) ক্রেডিট গ) ডেবিট অথবা ক্রেডিট ঘ) ডেবিট ও ক্রেডিট উভয়

৩. চলমান জের ছক অনুসরণপূর্বক খতিয়ান প্রস্তুতে–
i) সময় ও শ্রম অধিক প্রয়োজন ii) সময় ও শ্রম লাঘব করে iii) প্রতিনিয়ত হিসাবের জের পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. প্রত্যেক দেনাদার ও পাওনাদারের জন্য আলাদা খতিয়ান প্রস্তুত করাকে বলা হয়–
ক) সাধারণ খতিয়ান খ) সংযুক্ত খতিয়ান
গ) সহকারী খতিয়ান ঘ) সম্পূরক খতিয়ান

৫. হিসাবের ডেবিট দিকের যোগফল, ক্রেডিট দিক অপেক্ষা বেশি হলে–প্রকাশ করবে ?
ক) ডেবিট উদ্বৃত্ত খ) ক্রেডিট উদ্বৃত্ত
গ) সম্পদ ঘ) খরচ

৬. সি / ডি বলতে বুঝায়–
ক) সম্মুখে নীত খ) উপর থেকে আনীত
গ) নীচে নীত ঘ) পেছন থেকে আনীত

৭. খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে–
i) সম্পদ ii) খরচ iii) আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮. সহকারী খতিয়ান কোন হিসাব সম্পর্কিত–
i) দেনাদার হিসাব ii) পাওনাদার হিসাব iii) ক্রয় হিসাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯. খতিয়ান প্রস্তুতের জন্য–

i) জাবেদা দাখিলা অত্যাবশ্যক ii) জাবেদা দাখিলা অত্যাবশ্যক নয় iii) নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ প্রয়োজন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০. খতিয়ানের উদ্বৃত্তসমূহ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়–

ক) ক্রয় জাবেদা খ) বিক্রয় জাবেদা গ) রেওয়ামিল ঘ) নগদান বই

নিম্নের হিসাবের ভিত্তিতে ১১ ও ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

নগদান হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
জুন ১	ব্যালেন্স বি/ডি				১০,০০০	
জুন ৩	আসবাবপত্র হিসাব		২,০০০			
জুন ৮	ক্রয় হিসাব			৫,০০০		
জুন ১২	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০			

১১. ৩ তারিখের লেনদেনটির সঠিক জাবেদা দাখিলা হবে–

ক)আসবাবপত্র হিসাব ডেঃ খ)আসবাবপত্র হিসাব ডেঃ
নগদান হিসাব ক্রেঃ ব্যাংক হিসাব ক্রেঃ
গ)নগদান হিসাব ডেঃ ঘ)আসবাবপত্র হিসাব ডেঃ
আসবাবপত্র হিসাব ক্রেঃ বিক্রয় হিসাব ক্রেঃ

১২. ৮ তারিখে নগদান হিসাবের উদ্বৃত্তের পরিমাণ কত?

ক) ৩,০০০ খ) ৭,০০০ গ) ১৩,০০০ ঘ) ১৭,০০০

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. সেলিম এন্ড কোম্পানির ২০১৪ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ ছিল–

মার্চ ১ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো
মার্চ ৩ ১৫,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে হিসাব খোলা হলো
মার্চ ৫ বাকিতে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা
মার্চ ৭ আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা
মার্চ ১০ পণ্য বিক্রয় ৩০,০০০ টাকা
মার্চ ১২ পাওনাদারকে চেক প্রদান ১২,০০০ টাকা

ক) ৫ ও ১২ তারিখের লেনদেনের জাবেদা দাখিলা প্রদান কর।

খ) উপরোক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে সেলিম এন্ড কোম্পানির নগদান হিসাব, ব্যাংক হিসাব, ক্রয় হিসাব এবং পাওনাদার হিসাব প্রস্তুত কর।

গ) খতিয়ানের উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার উপায় প্রদর্শন কর।

২. জনাব আরমান একজন মুদি পণ্যের পাইকারি ব্যবসায়ী। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ–

সেপ্টে: ১ ফারহান এন্ড ব্রাদার্স–এর নিকট হতে প্রতি ৫০ কেজির বস্তা ২,৫০০ টাকা করে ৫০ বস্তা মিনিকেট চাল ক্রয়। কারবারি বাট্টা ৩%। চালান নং–১২৩।

সেপ্টে: ৫ ইরফান ট্রেডার্স–এর নিকট হতে প্রতি কেজি ১০৫ টাকা করে ২০০ কেজি ডাল ক্রয়। কারবারি বাট্টা ৫%। চালান নং–৪৩২।

সেপ্টে: ১২ ফারহান এন্ড ব্রাদার্সকে ৫ বস্তা চাল নষ্ট হওয়ার কারণে ফেরত প্রদান। ডেবিট নোট নং– ১৭৫।

সেপ্টে: ১৮ ইরফান ট্রেডার্সকে ২০ কেজি ডাল নমুনা মাফিক না হওয়ায় ফেরত প্রদান। ডেবিট নোট নং–১৭৬।

ক) উপরোক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।
খ) উপরোক্ত লেনদেন সমূহের ভিত্তিতে সাধারণ খতিয়ান প্রস্তুত কর।
গ) উপরোক্ত লেনদেন সমূহের ভিত্তিতে সহকারী খতিয়ান প্রস্তুত কর।

৩. জনাব মাকসুদের হিসাব বই হতে নিম্নের হিসাবটি সংগৃহীত–

নগদান হিসাব

ডেবিট হিসাবের কোড..... ক্রেডিট

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
জানু ১	ব্যালেন্স বি/ডি		২০,০০০	জানু ২	ব্যাংক হিসাব		৫,০০০
জানু ৩	জাহিদ হিসাব		৯,০০০	জানু ৫	মনির হিসাব		৭,০০০
জানু ১৭	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০	জানু ১৫	বেতন হিসাব		৩,০০০
				জানু ২০	উত্তোলন হিসাব		১,০০০

ক) জনাব মাকসুদের উপরোক্ত নগদান হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় কর।
খ) উপরোক্ত হিসাবের ভিত্তিতে জনাব মাকসুদের ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসের জাবেদা দাখিলা প্রদান কর।
গ) চলমান জের ছক অনুসরণপূর্বক বিক্রয় হিসাব, ব্যাংক হিসাব, বেতন হিসাব ও উত্তোলন হিসাব প্রস্তুত কর।

৪। জনাব শহীদ একজন ব্যবসায়ী। সাভারের আশুলিয়ায় তার একটি নার্সারী আছে। সেখানে তিনি নানা ধরনের ফুল, ফল ও ঔষধি গাছের চারা উৎপাদন করেন। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে তার ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সম্পাদিত হয়।

জুলাই: ৫	রহিম এর নিকট থেকে গাছ ও বীজ ক্রয়	২৫,০০০ টাকা
জুলাই: ১০	রাশেদ এন্ড কোং এর নিকট নগদে বিক্রয়	৩৭,০০০ টাকা
জুলাই: ১৯	গাছ ফেরত দেয়া হলো	২,৫০০ টাকা
জুলাই: ৩০	কর্মচারীকে বেতন দেয়া হলো	৪,৫০০ টাকা
জুলাই: ৩১	বিজ্ঞাপন ব্যয়	১,৫০০ টাকা

ক. জনাব শহীদের ৫ ও ১০ জুলাইয়ের লেনদেনগুলো জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।
খ. ক্রয় হিসাব, নগদান হিসাব, ক্রয় ফেরত হিসাব T ছকে খতিয়ানভুক্ত করে জের নির্ণয় কর।
গ. রহিম হিসাব, বিক্রয় হিসাব, বেতন হিসাব ও বিজ্ঞাপন হিসাব চলমান জের ছকে লিপিবদ্ধ কর।

অষ্টম অধ্যায়

নগদান বই

নগদ অর্থ ও ব্যবসায় ওতপ্রতোভাবে জড়িত। ব্যবসায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে নগদ অর্থের প্রয়োজন। সম্পদ কেনা–বেচা, পণ্যের কেনা–বেচা, পাওনা আদায় ও দেনা পরিশোধ, খরচ ও আয় যথাসময়ে পরিশোধ ও আদায়সহ ব্যবসায়ের সার্বিক পরিচালনায় নগদ অর্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও প্রকৃতি অনুযায়ী নগদান বই প্রস্তুত করা হয়, ব্যবসায়ের আয়তন ও নিরাপত্তা বিবেচনা করে নগদ অর্থের আদান প্রদানে ব্যাংক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত লেনদেনের লিপিবদ্ধকরণ ও ব্যাংক উদ্বৃত্তের পরিমাণ জানা একান্ত প্রয়োজন।

চিত্র : নগদ অর্থের বিভিন্ন ধরণ

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- নগদান বই–এর ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার নগদান বই প্রস্তুত করতে এবং নগদান বইয়ের জের টানতে পারব।
- বিপরীত দাখিলা লিপিবদ্ধ করতে পারব।
- নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করতে পারব।
- নগদ বাট্টা লিপিবদ্ধ করতে পারব।
- নগদান বইয়ের জের খতিয়ানে যথার্থভাবে স্থানান্তর করতে পারব।
- ব্যাংক বিবরণী সম্বন্ধে ধারণা পাব।
- ব্যাংক বিবরণী ও নগদান বইয়ের উদ্বৃত্তের পার্থক্যের কারণ বুঝতে পারব।

নগদান বই–এর ধারণা :

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য লেনদেন নিয়মিত সংঘটিত হয়। লেনদেনসমূহকে আমরা নির্দিষ্ট একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। মানদন্ডটি হল নগদ অর্থ। লেনদেনের সহিত নগদ অর্থের সম্পৃক্ততা থাকা এবং না থাকা। যে সকল লেনদেনের দ্বারা নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদান ঘটে, ঐ লেনদেনসমূহকে একত্রিত করে যে বই প্রস্তুত করা হয় তাই নগদান বই। নগদান বই প্রাথমিক হিসাবের বই, জাবেদার একটি অন্যতম শাখা।

- ❖ নগদে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা
- ❖ নগদে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা
- ❖ নগদে আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা
- ❖ দেনাদার হতে নগদ প্রাপ্তি ১২,০০০ টাকা
- ❖ মালিক কর্তৃক নগদ অর্থ উত্তোলন ৩,০০০ টাকা
- ❖ কর্মচারিদের নগদে বেতন পরিশোধ ৫,০০০ টাকা
- ❖ বিলের অর্থ নগদে পরিশোধ ৪,০০০ টাকা

কাজ : উপরোক্ত লেনদেন সমূহের মাঝে কি মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে তা শনাক্ত করার চেষ্টা কর।

বৈশিষ্ট্য

নগদ অর্থ একটি ব্যবসায়ের চালিকা শক্তি। নগদ অর্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ব্যতিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

- নগদান বই প্রস্তুতের জন্য নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করা হয়। প্রাপ্তি সমূহ ডেবিট ও প্রদানসমূহ ক্রেডিট দিকে লিখা হয়।
- নগদান বই হিসাবের প্রাথমিক বই হওয়া সত্ত্বেও ইহা পাকা বহির ন্যায় কাজ করে।
- নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন উৎস হতে মোট কত নগদ অর্থের প্রাপ্তি ঘটেছে এবং বিভিন্ন খাতে মোট কত নগদ অর্থের প্রদান হয়েছে তা নগদান বই হতে জানা সম্ভব।
- নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানের পার্থক্য নির্ধারণের মাধ্যমে নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ জানা সম্ভব।
- নগদ অর্থের চুরি, আত্মসাৎ, অপচয় এবং হিসাবে লিপিবদ্ধকরণের ভুলসমূহ হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পায়।
- নগদ তহবিলের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

নগদান বইয়ের গুরুত্ব

নগদ অর্থের যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ ব্যবসায়ের গতিশীলতা রক্ষার পাশাপাশি বস্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। নগদান বই হতে মোট নগদ প্রাপ্তি ও মোট নগদ প্রদানের পরিমাণ জানা, নির্দিষ্ট সময়ে নগদ উদ্বৃত্তের পরিমান জানা, মোট নগদ ক্রয় ও মোট নগদ বিক্রয়ের পরিমাণ জানা সম্ভব হয়। প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থায়ী সম্পদ ক্রয়, পাওনাদারকে পরিশোধ ও নিয়মিত খরচ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে কি না? না থাকলে সংগ্রহের উপায়সমূহ চিহ্নিত করণে নগদান বই সহায়তা করে। নগদান বইয়ের উদ্বৃত্তের সহিত প্রকৃত হাতে নগদের তুলনা করে ভুল ও গরমিলসমূহ চিহ্নিত করে সংশোধন করা সম্ভব। নির্দিষ্ট শ্রেণির নগদান বই প্রস্তুতের মাধ্যমে ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন ও ব্যাংক উদ্বৃত্তের পরিমাণও জানা সম্ভব।

কাজ : নগদান বই প্রস্তুত করে আরও কোন কোন সুবিধা আমরা পেতে পারি?

নগদান বইয়ের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের নগদান বই পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও আয়তন অনুযায়ি নির্দিষ্ট শ্রেণির নগদান বই অনুসরণ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে এরূপ নগদান বইয়ের সংখ্যা ৪টি।

১। একঘরা নগদান বই।
২। দুইঘরা নগদান বই।
৩। তিনঘরা নগদান বই।
৪। খুচরা নগদান বই।

কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে নগদান বইয়ের পরিবর্তে নিম্মোক্ত জাবেদা প্রস্তুতের মাধ্যমে নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান পৃথক ভাবে নির্নয় করা হয় :-

১। নগদ প্রাপ্তি জাবেদা
২। নগদ প্রদান জাবেদা

শিক্ষার্থীদের সকল ধরণের নগদান বই সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রতিটি শ্রেণি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং প্রস্তুত প্রণালি উল্লেখ করা হলো :

একঘরা নগদান বই

অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করে। যে সকল প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের মাধ্যমে কোনরূপ লেনদেন না করে শুধুমাত্র নগদ অর্থের বিনিময়ে লেনদেন করে, তারাই একঘরা নগদান বই সংরক্ষণ করে। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন অধিক নিরাপদ হওয়ায় এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং একঘরা নগদান বই সংরক্ষণ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

একঘরা নগদান বইয়ের নমুনা ছক

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	রঃ নং	খঃ পৃঃ	পরিমান টাকা	তারিখ	প্রদান	ভাঃ নং	খঃ পৃঃ	পরিমান টাকা

নোট : রঃ নং–রশিদ নম্বর; ভাঃ নং–ভাউচার নম্বর ও খঃপৃঃ–খতিয়ান পৃষ্ঠা।

একঘরা নগদান বই প্রস্তুতের ছক খতিয়ানের T ছকের প্রায় অনুরূপ। ছককে ডেবিট ও ক্রেডিট দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রাপ্তিসমূহ ডেবিট এবং প্রদানসমূহ ক্রেডিট দিকে উল্লেখ করা হয়। ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় দিকে ৫টি করে মোট ১০টি কলাম সহকারে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হয়। এই নগদান বই সর্বদা ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে, কারণ প্রাপ্তি অপেক্ষা প্রদান কখনোই অধিক হতে পারে না কিন্তু সমান হতে পারে। উদ্বৃত্ত নির্ণয়ের পদ্ধতি খতিয়ানের "T" ছকের অনুরূপ। দেনা ও পাওনা নিষ্পত্তি কালিন সময় যথাক্রমে বাট্টা মঞ্জুর ও বাট্টা প্রাপ্তি হলে তা একঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ না করে প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

একঘরা নগদান বই প্রস্তুত

জনাব শরীফের ব্যবসায়ের ২০১৪ সালের জুন মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ–

জুন ১ প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্ত ২,৫০০ টাকা।
জুন ২ অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন ১০,০০০ টাকা।
জুন ৪ নগদে পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা।

জুন	৬	জামালের নিকট নগদে বিক্রয় ৮,০০০ টাকা
জুন	১০	আলমের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ ১৫,০০০ টাকা
জুন	১৫	ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৪,০০০ টাকা
জুন	২০	দেনাদার হতে প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা
জুন	২২	মালিক কর্তৃক উত্তোলন ১,০০০ টাকা
জুন	২৫	যন্ত্রপাতি ক্রয় ৯,০০০ টাকা
জুন	৩০	মামুনকে বেতন প্রদান ৩,০০০ টাকা

লেনদেনের ভিত্তিতে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হলো–

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ ২০১৪	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	পরিমান টাকা	তারিখ ২০১৪	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	পরিমান টাকা
জুন ১	ব্যালেন্স বি/ডি			২,৫০০	জুন ৪	ক্রয় হিসাব			৭,০০০
জুন ২	মূলধন হিসাব			১০,০০০	জুন ১৫	অগ্রিম ভাড়া হিসাব			৪,০০০
জুন ৬	বিক্রয় হিসাব			৮,০০০	জুন ২২	উত্তোলন হিসাব			১,০০০
জুন ১০	আলমের ঋণ হিসাব			১৫,০০০	জুন ২৫	যন্ত্রপাতি হিসাব			৯,০০০
জুন ২০	দেনাদার হিসাব			৬,০০০	জুন ৩০	বেতন হিসাব			৩,০০০
					জুন ৩০	ব্যালেন্স সি/ডি			১৭,৫০০
				৪১,৫০০					৪১,৫০০
জুলাই ১	ব্যালেন্স বি/ডি			১৭,৫০০					

কাজ : আবু তালেব সরকার নগদ ২০,০০০ টাকা নিয়ে ২০১৪ সালের ০১ জুন ব্যবসায় শুরু করলেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায়ের লেনদেন সমূহ নিম্নরূপ:

জুন	১	আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা
জুন	৩	পণ্য বাকীতে ক্রয় ৮,০০০ টাকা
জুন	৪	আজাদের নিকট নগদে বিক্রয় ৬,০০০ টাকা
জুন	৭	নগদে ক্রয় ৪,০০০ টাকা
জুন	৯	পাওনাদারকে পরিশোধ ৩,০০০ টাকা
জুন	১১	বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় ২,০০০ টাকা
জুন	১৬	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ৫০০ টাকা
জুন	২৬	কমিশন প্রাপ্তি ১,০০০ টাকা
জুন	২৮	বিক্রয় ৭,০০০ টাকা

উপরোক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর

দুইঘরা নগদান বই

যে সকল প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থ লেনদেনের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমেও লেনদেন সম্পন্ন করা হয় ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থ ও ব্যাংক সংশ্লিষ্ট লেনদেন একত্রে লিপিবদ্ধের জন্য দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হয়। একঘরা নগদান বই অপেক্ষা দুইঘরা নগদান বই অধিক প্রচলিত ও তথ্যবহুল। নগদ অর্থের প্রাপ্তি প্রদানের পাশাপাশি ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের হ্রাস–বৃদ্ধি ও ব্যাংক উদ্বৃত্তের পরিমান দুইঘরা নগদান বই হতে জানা সম্ভব।

দুইঘরা নগদান বইয়ের নমুনা ছক

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা

কাজ : একঘরা নগদান বই ও দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুতে ছকের মধ্যকার মিল ও অমিলসমূহ সনাক্ত কর।

লেনদেন দ্বারা ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা ডেবিট দিকের ব্যাংক কলামে এবং হ্রাস পেলে ক্রেডিট দিকের ব্যাংক কলামে লিপিবদ্ধ হবে। পণ্য বিক্রয় বা পাওনা আদায় বাবদ প্রতিষ্ঠান চেক পেলে তা দাগকাটা চেক হিসেবে গণ্য হবে, কারণ প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত চেক কখনোই বাহক/খোলা চেক হয় না। ব্যাংক কলাম ডেবিট বা ক্রেডিট যে কোন উদ্বৃত্ত প্রকাশ করতে পারে। ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্যাংক জমা এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্যাংক জমাতিরিক্ত বুঝায়। দুই ঘরা নগদান বই প্রস্তুতের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়াদি জানা আবশ্যক ।

কন্ট্রা দাখিলা

যে সকল লেনদেনের ফলে নগদান হিসাব ও ব্যাংক হিসাব দুটোই একসাথে প্রভাবিত হয় ঐ সকল লেনদেন সমূহকে কন্ট্রা দাখিলা (Contra Entry) নামে অভিহিত করা হয়। নগদান ও ব্যাংক উভয়ই সম্পদ শ্রেণির হিসাব। তাই নির্দিষ্ট লেনদেনের দ্বারা একটি হিসাব ডেবিট হলে অপর হিসাব ক্রেডিট হবে। উভয় দিকে পোস্টিং এর পর খ:পৃ: কলামে 'সি' বা 'C' বা 'ক' লিখে দিতে হবে।

কাজ: নগদান হিসাব ও ব্যাংক হিসাব যৌথভাবে কোন কোন লেনদেনের দ্বারা প্রভাবিত হয় তা উল্লেখ কর।

দুই ঘরা ও তিন ঘরা নগদান বইতে ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার নিয়ম:

নগদ অর্থ ব্যাংকে জমা দান

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
	নগদান হিসাব		C		✓		ব্যাংক হিসাব		C	✓	

ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
	ব্যাংক হিসাব		C	✓			নগদান হিসাব		C		✓

জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
							সংশ্লিষ্ট পক্ষ				✓

ইস্যুকৃত / প্রদত্ত চেক প্রত্যাখ্যান

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংকে টাকা	তারিখ	প্রদান	তা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংকে টাকা
	সংশ্লিষ্ট পক্ষ				✓						

প্রাপ্ত চেক তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংকে টাকা	তারিখ	প্রদান	তা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংকে টাকা
	সংশ্লিষ্ট পক্ষ			✓			সংশ্লিষ্ট পক্ষ			✓	

উভয় দিকে নগদ কলামে পোস্টিং হবে।

সাধারণত এ জাতীয় লেনদেন ঘটেনা। কারণ এক পক্ষ থেকে যখন চেক পাওয়া যায় তা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে দাগকাটা থাকে। ফলে তা অন্য কাউকে হস্তান্তর করা সম্ভব হয় না। তবে বাহকের/নগদ চেক পাওয়া গেলে অনুমোদনের মাধ্যমে তা অন্য পক্ষকে হস্তান্তর করা সম্ভব।

ব্যাংকে সুদ মঞ্জুর

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংকে টাকা	তারিখ	প্রদান	তা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংকে টাকা
	প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ হি:				✓						

ব্যাংকে কর্তৃক ধার্যকৃত সুদ ও চার্জ

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংকে টাকা	তারিখ	প্রদান	তা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংকে টাকা
							প্রদত্ত ব্যাংক সুদ হি: ব্যাংক চার্জ হি:				✓ ✓

দুই ঘরা নগদান বই প্রস্তুত

তপন চৌধুরীর প্রতিষ্ঠানে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসের লেনদেন সমূহ ছিল–

নভেম্বর ১	নগদ উদ্বৃত্ত ৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংকে জমার ডেবিট উদ্বৃত্ত ৩,০০০ টাকা
নভেম্বর ২	পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ২,০০০ টাকা
নভেম্বর ৪	দেনাদার হতে চেক প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা
নভেম্বর ৬	অফিসের জন্য আই.পি.এস ক্রয় ৫,০০০ টাকা
নভেম্বর ৮	পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ৯,০০০ টাকা
নভেম্বর ১২	রাজিবের নিকট হতে বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ৭,০০০ টাকা, যা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দান
নভেম্বর ১৫	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংকে হতে উত্তোলন ২,০০০ টাকা
নভেম্বর ২০	ব্যাংক হতে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা
নভেম্বর ২৩	মেহজাবিনের নিকট হতে চেক প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা, যা আনোয়ারকে দেনা বাবদ হস্তান্তর করা হলো

নভেম্বর ২৮ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ৩০০ টাকা
নভেম্বর ৩০ ব্যাংক চার্জ ধার্য করল ২০০ টাকা
লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

সমাধান :

তপন চৌধুরীর দুইঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ ২০১৪	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ ২০১৪	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
নভে: ১	বালেন্স বি/ডি			৫,০০০	৩,০০০	নভে:২	ক্রয় হিসাব				২,০০০
নভে: ৪	সেলসের হিসাব				৬,০০০	নভে:৬	অফিস সরঞ্জাম			৫,০০০	
নভে:৮	আসবাবপত্র হি:			৯,০০০		নভে:১৫	উত্তোলন হি:				২,০০০
নভে:১২	বিক্রয় হিসাব				৭০০০	নভে:২০	নগদান হি:		(ক)		৫,০০০
নভে:২০	ব্যাংক হিসাব		(ক)	৫,০০০		নভে:২৩	আনোয়ার হি:			৩,০০০	
নভে:২৩	মেহতাবিন হি:			৩,০০০		নভে:৩০	ব্যাংক চার্জ হি:				২০০
নভে:২৮	ব্যাংক সুদ হি:				৩০০	নভে:৩০	বালেন্স সি/ডি			১৪,০০০	৭,১০০
				২২,০০০	১৬,৩০০					২২,০০০	১৬,৩০০
ডিসে:১	বালেন্স বি/ডি			১৪,০০০	৭,১০০						

কাজ : নার্গিস আক্তার একজন খুচরা পণ্যের ব্যবসায়ী। নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসের–

নভেম্বর	১	হাতে নগদ ও ব্যাংকে জমা যথাক্রমে ৭,০০০ টাকা ও ৫,০০০ টাকা
নভেম্বর	২	পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ৪,০০০ টাকা
নভেম্বর	৪	চেক মারফত পণ্য বিক্রয় ৬,০০০ টাকা চেকটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দান
নভেম্বর	৭	ব্যাংক হতে উত্তোলন ৩,০০০ টাকা
নভেম্বর	১০	প্রাপ্য বিলের অর্থ ব্যাংকে কর্তৃক আদায় ২,০০০ টাকা
নভেম্বর	১৩	সাঈদের নিকট হতে পাওনা বাবদ চেক প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা
নভেম্বর	২০	আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ নগদ ৩,০০০ এবং ২,০০০ টাকার চেক প্রদান
নভেম্বর	২৬	মালিক কর্তৃক উত্তোলন ১,৫০০ টাকা
নভেম্বর	৩০	ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ৫০০ টাকা।

লেনদেন সমূহ দুই ঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ কর এবং মাসের শেষ তারিখের নগদ উদ্বৃত্ত ও ব্যাংকে জমার পরিমাণ নির্ণয় কর।

তিনঘরা নগদান বই

নগদ অর্থ ও ব্যাংকে সংক্রান্ত লেনদেনের পাশাপাশি দেনা–পাওনা নিষ্পত্তি কালিন বাট্টা সহকারে তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হয়। তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুতের দ্বারা নগদ উদ্বৃত্ত, ব্যাংক উদ্বৃত্ত, মোট প্রদত্ত বাট্টা এবং মোট প্রাপ্ত বাট্টার পরিমাণ জানা যায়। ধারে বিক্রীত পন্যের অর্থ দ্রুত আদায়ের জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে এই বাট্টা দিয়ে থাকে। এ বাট্টাকে নগদ বাট্টা বলে। প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেতার জন্য আয়, প্রদত্ত বাট্টা বিক্রেতার জন্য খরচ।

তিনঘরা নগদান বই এর নমুনা ছক

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	রঃ নং	খঃ পৃঃ	প্রদত্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভাঃ নং	খঃ পৃঃ	প্রাপ্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা

তিনঘরা নগদান বইয়ের ছকে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় দিকে সাতটি করে মোট চৌদ্দটি কলাম রয়েছে। নগদ ও ব্যাংক কলাম দুইঘরা নগদান বইয়ের অনুরূপ লিপিবদ্ধ ও উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হয়। উভয় দিকের বাট্টা কলামের মোট যোগফল পৃথক পৃথক লিখা হয়, পার্থক্য নির্ণয় করা হয় না। ক্রয় ও বিক্রয় কালীন বাট্টা অর্থাৎ কারবারি বাট্টা কোনক্রমেই লিপিবদ্ধ হবে না।

তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত

সেলিনা আক্তারের ব্যবসায়ের ২০১৪ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

মার্চ ১	নগদ উদ্বৃত্ত ১৮,০০০ ; ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা
মার্চ ৩	ব্যাংকে জমাদান ৫,০০০ টাকা
মার্চ ৬	সায়েমের কাছ থেকে ৭,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৬,৮০০ টাকা প্রাপ্তি
মার্চ ১০	সুমির দেনা বাবদ ৩,৪০০ টাকার চেক প্রদান ও বাট্টা প্রাপ্তি ১০০ টাকা
মার্চ ১৪	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ উত্তোলন ৫০০ টাকা
মার্চ ১৬	পণ্য বিক্রয় ১২,০০০ টাকা
মার্চ ১৮	৮,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য ৫% বাট্টায় ক্রয়
মার্চ ২০	প্রদেয় বিলের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ ২,০০০ টাকা
মার্চ ২৪	৫০০ টাকা বাট্টা মঞ্জুর করে আরিফের নিকট হতে ৬,৫০০ টাকার চেক প্রাপ্তি
মার্চ ৩০	ব্যাংক সুদ ধার্য কর ৪০০ টাকা

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

সমাধান :

সেলিনা আক্তারের

তিনঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	রঃ নং	খঃ পৃঃ	প্রদত্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভাঃ নং	খঃ পৃঃ	প্রাপ্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
২০১৪							২০১৪						
মার্চ ১	ব্যালেন্স বি/ডি				১৮,০০০		মার্চ ১	ব্যালেন্স বি/ডি					৩,০০০
,, ৩	নগদান হিসাব		ক			৫,০০০	,, ৩	ব্যাংক হিসাব		ক		৫,০০০	
,, ৬	সায়েম হিসাব			২০০	৬,৮০০		,, ১০	সুমি হিসাব			১০০		৩,৪০০
,, ১৬	বিক্রয় হিসাব				১২,০০০		,, ১৪	উত্তোলন হিসাব				৫০০	
,, ২৪	আরিফ হিসাব			৫০০		৬,৫০০	,, ১৮	ক্রয় হিসাব				৭,৬০০	
							,, ২০	প্রদেয় বিল হিঃ					২,০০০
							,, ৩০	ব্যাংক সুদ হিঃ					৪০০
							,, ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি				২৩,৭০০	২,৭০০
				৭০০	৩৬,৮০০	১১,৫০০					১০০	৩৬,৮০০	১১,৫০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি				২৩,৭০০	২,৭০০							

কাজ : অর্ণব ট্রেডার্সের ২০১৪ সালের জুলাই মাসের নিম্নলিখিত লেনদেনসমূহ তিনঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ কর –

জুলাই ১	নগদ তহবিল ৪,০০০ টাকা
	ব্যাংক জমা ৫,০০০ টাকা
জুলাই ৪	ব্যাংক হতে উত্তোলন ৩,০০০ টাকা
জুলাই ৫	রতন স্টোরস হতে চেক প্রাপ্তি ২,৮০০ টাকা এবং বাট্টা প্রদান ২০০ টাকা
জুলাই ৭	তাজুল ইসলামের নিকট হতে ১০% বাট্টায় ৬,০০০ টাকার পণ্য নগদে ক্রয়
জুলাই ১২	৫% বাট্টায় ৪,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তি করা হলো
জুলাই ১৫	পণ্য বিক্রয় হতে ৮,০০০ টাকার চেক প্রাপ্তি, যা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দান
জুলাই ২০	৭,৫০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে সেলিনার নিকট হতে ৭,২০০ টাকা প্রাপ্তি
জুলাই ২৮	বেতন নগদে ২,০০০ এবং চেকে ১,০০০ টাকা পরিশোধ
জুলাই ৩০	উপ ভাড়াটিয়ার নিকট হতে প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

ব্যবসায়ের যে সকল লেনদেনের ফলে আর্থিক প্রাপ্তি ঘটে, ঐ সকল লেনদেন নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। নগদ প্রাপ্তি জাবেদার ছকটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে প্রতিটি নগদ প্রাপ্তি খাত সহজে বোঝা যায়।

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	নগদান ডেবিট	বাট্টা ডেবিট	বিক্রয় ক্রেডিট	দেনাদার ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট

তারিখ : নগদ প্রাপ্তি যে তারিখে ঘটবে, সেই তারিখ লেখা হবে।

ক্রেডিট হিসাব খাত : দেনাদার হতে যখন পাওনা আদায় হবে, তখন দেনাদারের নাম এবং যখন অনিয়মিত উৎস হতে অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে তখন ঐ খাতের নাম লেখা হবে।

ডেবিট :

১. নগদান : এই কলামে যত টাকা নগদ প্রাপ্তি (নগদ অর্থ বা চেক) ঘটবে, তা লেখা হবে।

২. বাট্টা : দেনাদার হতে পাওনা আদায়ের সময় বাট্টা প্রদান করা হলে, বাট্টার পরিমান এই কলামে লেখা হবে।

ক্রেডিট :

১. বিক্রয় : নগদে পণ্য বিক্রয় হলে, বিক্রয়ের প্রকৃত পরিমান এই কলামে লেখা হবে।

২. দেনাদার : দেনাদার হতে যতটাকা পাওনা আদায় এবং বাট্টা প্রদান হয়েছে, দু'টোর সমষ্টি এই কলামে বসবে।

৩. অন্যান্য হিসাব : নগদে পণ্য বিক্রয় ও দেনাদার হতে প্রাপ্তি ব্যতিত যাবতীয় অন্যান্য খাতে প্রাপ্তি এই কলামে লিপিবদ্ধ করা হয়।

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত :

জনাব শাহজাহান–এর ব্যবসায়ে ২০১৪ সালের মে মাসে নিম্নোক্ত নগদ প্রাপ্তিসমূহ ঘটেছে–

মে ৩ নগদ বিক্রয় ১০,০০০ টাকা

মে ৫ শফিকের নিকট হতে প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা

মে ১০ অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন ৫,০০০ টাকা

মে ১৫ জামানের নিকট ৪,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৩,৮০০ টাকা প্রাপ্তি

মে ২০ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ১,০০০ টাকা

শাহজাহানের নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

তারিখ ২০১৪	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	নগদান ডেবিট	বাট্টা ডেবিট	বিক্রয় ক্রেডিট	দেনাদার ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট
মে ৩	বিক্রয়		১০,০০০		১০,০০০		
মে ৫	শফিক		৩,০০০			৩,০০০	
মে ১০	মূলধন		৫,০০০				৫,০০০
মে ১৫	জামান		৩,৮০০	২০০		৪,০০০	
মে ২০	আসবাবপত্র		১,০০০				১,০০০
			২২,৮০০	২০০	১০,০০০	৭,০০০	৬,০০০

নগদ প্রাপ্তি জাবেদাটি লক্ষ করলে দেখা যায়, মোট ডেবিট টাকা (২২,৮০০+২০০)=২৩,০০০ এবং মোট ক্রেডিট টাকা (১০,০০০+৭,০০০+৬,০০০)=২৩,০০০ টাকা। এই দু'টির সমষ্টি সর্বদা সমান হতে হবে।

নগদ প্রদান জাবেদা (Cash Payment Journal)

লেনদেনের দ্বারা নগদ অর্থ প্রদান করা হলে নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

নগদ প্রদান জাবেদা (নমুনা ছক)

তারিখ	চেক নম্বর	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ক্রয় ডেবিট	পাওনাদার ডেবিট	অন্যান্য হিসাব ডেবিট	প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট

তারিখ : লেনদেন সংগঠিত হওয়ার তারিখ লেখা হয়।

চেক নম্বর : চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলে চেক নম্বর এই কলামে লেখা হয়।

ডেবিট হিসাব খাত: পাওনাদারকে পরিশোধ করা হলে তার নাম এবং অন্যান্য খাতে পরিশোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হিসাব খাতের নাম লেখা হয়।

ডেবিট:

১. ক্রয় : নগদে পণ্য ক্রয় এই কলামে লেখা হয়

২. পাওনাদার: পাওনাদারকে পরিশোধ করা এবং পাওনাদার থেকে প্রাপ্ত বাট্টা, এই দু'টোর সমষ্টি এই কলামে লেখা হয়।

৩. অন্যান্য হিসাব: নগদ পণ্য ক্রয় এবং পাওনাদারকে পরিশোধ ব্যতিত অন্যান্য যে কোন খাতে নগদ প্রদানের ক্ষেত্রে এই কলামে লেখা হয়। ।

ক্রেডিট:

১. প্রাপ্ত বাট্টা: পাওনাদারের দেনা পরিশোধের সময় যে পরিমান টাকা বাট্টা পাওয়া যায় তা এই কলামে লেখা হয়।

২. নগদ : নগদে প্রদত্ত সকল অর্থ (নগদ অর্থ / চেক) এই কলামে লেখা হয়।

ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন এবং প্রতিষ্ঠান হতে নগদ অর্থ ব্যাংকে জমা, দুটি লেনদেনের কোনটিই নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ হবে না। কারন এদের দ্বারা ব্যবসায়ের মোট নগদ তারল্যের পরিমান অপরিবর্তিত থাকবে। ব্যাংক সুদ মঞ্জুর নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় এবং ব্যাংক চার্জ ও ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ হবে।

নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত :

জনাব মৌসুমির ২০১৪ সালের জুলাই মাসের নগদ প্রদত্ত লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

জুলাই ২ নগদে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

জুলাই ৫ পাওনাদার মিলনকে ৬৮৯৪৩ নং চেক প্রদান ৩,০০০ টাকা।

জুলাই ৮ আসবাবপত্র ক্রয় ৪,০০০ টাকা।

জুলাই ১৫ ঋণের সুদ প্রদান ৫০০ টাকা।

জুলাই ২০ রুনাকে পরিশোধ ২,৮০০ টাকা এবং এ প্রেক্ষিতে বাট্টা প্রাপ্তি ২০০ টাকা।

মৌসুমির নগদ প্রদান জাবেদা

তারিখ ২০১৪	চেক নম্বর	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ক্রয় ডেবিট	পাওনাদার ডেবিট	অন্যান্য হিসাব ডেবিট	প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট
জুলাই ২		ক্রয়		৫,০০০				৫,০০০
জুলাই ৫	৬৮৯৪৩	মিলন			৩,০০০			৩,০০০
জুলাই ৮		আসবাবপত্র				৪,০০০		৪,০০০
জুলাই ১৫		ঋণের সুদ				৫০০		৫০০
জুলাই ২০		রুনা			৩,০০০		২০০	২,৮০০
				৫,০০০	৬,০০০	৪,৫০০	২০০	১৫,৩০০

নগদ প্রাপ্তি জাবেদার ন্যায় নগদে প্রদান জাবেদায়ও মোট ডেবিট টাকা মোট ক্রেডিট টাকার সর্বদা সমান হবে। উপরোক্ত নগদ প্রদান জাবেদায় মোট ডেবিট (৪,৫০০+৬,০০০+৫,০০০)=১৫,৫০০ টাকা এবং মোট ক্রেডিট (২০০+১৫,৩০০)=১৫,৫০০ টাকা।

কাজ : সোহরাব ট্রেডার্সের ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসের নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো হতে নগদ প্রদান জাবেদা তৈরি কর–

অক্টোবর ১ নগদে পণ্য ক্রয় ৯,০০০ টাকা

অক্টোবর ৪ খালিদ এন্ড সন্স কে ৬,৫০০ টাকা পরিশোধ

অক্টোবর ৭ মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ৫০০ টাকা

অক্টোবর ১০ রাসেলকে ৫,৩০০ টাকা প্রদান এবং ২০০ টাকা বাট্টা প্রাপ্তি

অক্টোবর ১৬ শফি এন্টারপ্রাইজ–এর কাছ থেকে নগদে ক্রয় ১৪,০০০ টাকা

অক্টোবর ২০ ঋণ পরিশোধ ৮,০০০ টাকা

অক্টোবর ২৬ কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ ৪,৫০০ টাকা

অক্টোবর ৩০ মালিক কর্তৃক উত্তোলন ২,০০০ টাকা

অক্টোবর ৩০ উপ ভাড়াটিয়ার নিকট হতে প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা

উদাহরণ–০১

জনাব কামরুল হাসান–এর ব্যবসায়ের ২০১৪ সালের মে মাসের লেনদেনসমূহ ছিল–

মে ২ নগদ উদ্বৃত্ত ৯,৩০০ টাকা

মে ৩ শামিমের নিকট হতে প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা

মে ৪ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ৩,৫০০ টাকা

মে ৬ পুরাতন আসবাবপত্র মেরামত করা হল ১,৫০০ টাকা

মে ১০ জাকিরের নিকট হতে নগদে ক্রয় ৪০০০ টাকা

মে ১৬ বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি ৫০০ টাকা

মে ২০ পণ্য বিক্রয় ৬,০০০ টাকা

মে ২৫ বেতন পরিশোধ ৩,০০০ টাকা

মে ২৮ প্রাপ্য বিলে অর্থ আদায় ১,২০০ টাকা এবং প্রদেয় বিলে অর্থ পরিশোধ ৮০০ টাকা

উপরোক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

সমাধান :

কামরুল হাসানের
একঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ ২০১৪	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	পরিমাণ টাকা	তারিখ ২০১৪	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	পরিমাণ টাকা
মে ২	ব্যালেন্স বি/ডি			৯,৩০০	মে ৪	উত্তোলন হিসাব			৩,৫০০
মে ৩	শামিম হিসাব			২,০০০	মে ৬	মেরামত হিসাব			১,৫০০
মে ১৬	বিনিয়োগের সুদ হিসাব			৫০০	মে ১০	ক্রয় হিসাব			৪,০০০
মে ২০	বিক্রয় হিসাব			৬,০০০	মে ২৫	বেতন হিসাব			৩,০০০
মে ২৮	প্রাপ্য বিল হিসাব			১,২০০	মে ২৮	প্রদেয় বিল হিসাব			৮০০
					মে ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি			৬,২০০
				১৯,০০০					১৯,০০০
জুন ১	ব্যালেন্স বি/ডি			৬,২০০					

দুইঘরা নগদান বই

উদাহরণ– ০২

জনাব জাহিদ হাসানের ব্যবসায়ের ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসের লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর–

এপ্রিল	১	নগদ উদ্বৃত্ত ১২,০০০ এবং ব্যাংকে জমাতিরিক্ত ৩,৫০০ টাকা
এপ্রিল	২	ব্যাংকে জমা দেয়া হল ৪,০০০ টাকা
এপ্রিল	৫	পণ্য বিক্রয় নগদে ২,৫০০ এবং চেকে ১,৫০০ টাকা
এপ্রিল	৮	রাজিবের নিকট হতে ৩,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে নগদ প্রদান ২,০০০ টাকা
এপ্রিল	১৪	মালিকের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ ১,০০০ টাকা
এপ্রিল	১৯	রাজিবকে চেক প্রদান ১,০০০ টাকা
এপ্রিল	২৩	মামুনের কাছ থেকে ৫,০০০ টাকা চেক পেয়ে মাসুদকে দেনা বাবদ হস্তান্তর করা হল
এপ্রিল	২৫	ব্যাংকে চার্জ ধার্য করল ৩০০ টাকা

সমাধান :

জাহিদ হাসানের

দুইঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ ২০১৪	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ ২০১৪	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি			১২,০০০		এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বিডি				৩,৫০০
এপ্রিল ২	নগদান হিসাব		ক		৪,০০০	এপ্রিল ২	ব্যাংক হিসাব		ক	৪,০০০	
এপ্রিল ৫	বিক্রয় হিসাব			২,৫০০	১,৫০০	এপ্রিল ৮	ক্রয় হিসাব			২,০০০	
এপ্রিল ২৩	মামুন হিসাব			৫,০০০		এপ্রিল ১৪	উত্তোলন হিসাব			১,০০০	
						এপ্রিল ১৯	রাজিব হিসাব				১,০০০
						এপ্রিল ২৩	মাসুদ হিসাব			৫,০০০	
						এপ্রিল ২৫	ব্যাংক চার্জ হিসাব				৩০০
						এপ্রিল ৩০	ব্যালেন্স সি/ডি			৭,৫০০	৭০০
				১৯,৫০০	৫,৫০০					১৯,৫০০	৫,৫০০
মে ১	ব্যালেন্স বি/ডি			৭,৫০০	৭০০						

তিনঘরা নগদান বই

উদাহরণ– ০৩

২০১৪ সালের মার্চ মাসের নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে মোহাম্মদ আলীর তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর :

মার্চ	১	হাতে নগদ ৯,৩০০ টাকা এবং ব্যাংকে জমার ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ২,৭০০ টাকা
মার্চ	৫	জনাব আশরাফ কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা দান ৫,০০০ টাকা
মার্চ	৭	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ২,০০০ টাকা
মার্চ	৯	৬,৫০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে জনাব আরাফাত হতে ৬,৪০০ টাকার চেক প্রাপ্তি
মার্চ	১৩	পণ্য ক্রয় নগদে ২,০০০ এবং চেকে ১,০০০ টাকা
মার্চ	১৯	২,০০০ টাকা দেনা চেকে পরিশোধ করে ২০০ টাকা বাট্টা পাওয়া গেল
মার্চ	২১	মালিক ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকে জমা দিলেন ১০,০০০ টাকা
মার্চ	২৪	জনাব আরাফাত হতে প্রাপ্ত ৯ তারিখের জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান
মার্চ	২৭	বেতন নগদে ৩,০০০ টাকা এবং ভাড়া চেকে পরিশোধ ৬,০০০ টাকা
মার্চ	৩১	ব্যাংক সুদ ধার্য করল ৪০০ টাকা

সমাধান :

মোহাম্মদ আলীর
তিনঘরা নগদান বই

ডেবিট — ক্রেডিট

তারিখ ২০১৪	প্রাপ্তি	র: নং	খ: পৃ:	প্রদত্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ ২০১৪	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	প্রাপ্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
মার্চ ১	ব্যালেন্স বি/ডি				৯,৩০০		মার্চ ১	ব্যালেন্স বি/ডি					২,৭০০
মার্চ ৫	আশরাফ হি:					৫,০০০	মার্চ ৭	উত্তোলন হিসাব					২,০০০
মার্চ ৯	আরাফাত হি:			১০০		৬,৪০০	মার্চ ১৩	ক্রয় হিসাব				২,০০০	১,০০০
মার্চ ২১	মূলধন হি:					১০,০০০	মার্চ ১৯	পাওনাদার হি:			২০০		২,০০০
							মার্চ ২৪	আরাফাত হি:					৬,৩০০
							মার্চ ২৭	বেতন হিসাব				৩,০০০	
							মার্চ ২৭	ভাড়া হিসাব					৬,০০০
							মার্চ ৩১	ব্যাংকে সুদ হি:					৪০০
							মার্চ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি				৪,৩০০	১০০০
				১০০	৯,৩০০	২১,৪০০					২০০	৯,৩০০	২১,৪০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি				৪,৩০০	১০০০							

নগদান বইয়ের উদ্বৃত্ত খতিয়ানে স্থানান্তর

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুতের দ্বারা যথাক্রমে মোট নগদে প্রাপ্তি ও মোট নগদে প্রদানের পরিমাণ জানা যায়। নির্দিষ্ট সময়ে নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ জানার জন্য নগদান হিসাব প্রস্তুত করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্তের সহিত নগদ প্রাপ্তি সমূহ যোগ এবং নগদ প্রদান সমূহ বিয়োগ করে সমাপনী নগদ উদ্বৃত্ত বের করা হয়।

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	নগদ ডেবিট	প্রদত্ত বাট্টা ডেবিট	বিক্রয় ক্রেডিট	দেনাদার ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট
২০১৪							
মে ২	খাদিজা		২০,০০০			২০,০০০	
মে ৭	শাওন		৭,৫০০	৫০০		৮,০০০	
মে ১০	বিনিয়োগের সুদ		১,০০০				১,০০০
মে ১৯	বিক্রয়		৮,০০০		৮,০০০		
মে ২৬	বিক্রয়		৬,০০০		৬,০০০		
			৪২,৫০০	৫০০	১৪,০০০	২৮,০০০	১,০০০

নগদ প্রদান জাবেদা

তারিখ	চেক নম্বর	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ক্রয় ডেবিট	পাওনাদার ডেবিট	অন্যান্য হিসাব ডেবিট	প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট
২০১৪								
মে: ২		আসবাবপত্র				৪,০০০		৪,০০০
মে: ৩		ক্রয়		৫,০০০				৫,০০০
মে: ৮		মাসুম			৩,৮০০		৩০০	৩,৫০০
মে: ২৫		বেতন				২,০০০		২,০০০
মে: ২৮		উত্তোলন				১,০০০		১,০০০
				৫,০০০	৩,৮০০	৭,০০০	৩০০	১৫,৫০০

নগদান হিসাব হিসাবের নং-.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত / জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪						
মে: ১	ব্যালেন্স বি/ডি				৭,৫০০	
মে: ৩১	নগদ প্রাপ্তি		৪২,৫০০		৫০,০০০	
মে: ৩১	নগদ প্রদান			১৫,৫০০	৩৪,৫০০	

ব্যাংক হিসাব রাখা সংক্রান্ত লেনদেন

বর্তমান ব্যবসায় জগতে লেনদেনের পরিমাণ অসংখ্য। নগদ অর্থের আদান প্রদান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের নিষ্পত্তি অধিক নিরাপদ। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে হলে সর্বপ্রথম ব্যাংকে হিসাব খুলতে হয়। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাংকে হিসাব খোলে তাকে আমানতকারি বলা হয়।

ব্যাংক বিবরণী

আমানতকারীর ব্যাংক হিসাবের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করে ব্যাংক যে বিবরণী প্রস্তুত করে তাই ব্যাংক বিবরণী। বর্তমানে এই বিবরণী কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়। টাকা বা চেক ব্যাংকে জমা, ব্যাংক হতে চেকের মাধ্যমে উত্তোলন বা পরিশোধ, ব্যাংক সুদ ও ব্যাংক চার্জ সহ যাবতীয় তথ্য তারিখ সহকারে ব্যাংক বিবরণী হতে পাওয়া যায়। আমানতকারী চাহিবামাত্র ব্যাংক এই বিবরণী সরবরাহ করে। ব্যাংকের পাশাপাশি আমানতকারী নগদান বইতে ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন সমূহ লিপিবদ্ধ করে এবং উদ্বৃত্ত নির্ণয় করে। ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত এবং নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের উদ্বৃত্ত সমান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বদা এই উদ্বৃত্ত কতিপয় কারণে সমান হয় না, তখন ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়।

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত ও নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের উদ্বৃত্তের গরমিলের কারণ চিহ্নিতপূর্বক যে মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাই ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী।

ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত ও নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের উদ্বৃত্তের মাঝে গরমিলের কারণ

- আদায়ের জন্য চেক ব্যাংকে জমা দেয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংকে আদায় না হলে এই দুই উদ্বৃত্তে গরমিল হয়।
- দেনা পরিশোধ বাবদ চেক প্রদানের পর তা যথাসময়ে ব্যাংকে উপস্থাপিত না হলে গরমিল পরিলক্ষিত হয়।
- ব্যাংক আমানতকারীর পক্ষ হয়ে কোন খরচ পরিশোধ এবং আয় আদায় করে আমানতকারিকে না জানালে গরমিল দেখা দেয়।

কাজ: আর কি কি কারণে গরমিল হতে পারে তা চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হবে–

i) মূলধন আনয়ন ৫০০০০ টাকা।
ii) জনতা ট্রেডার্সের নিকট বিক্রয় ২০০০০ টাকা।
iii) মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ১০০০ টাকা।
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২. একঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হবে–

ক) পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ৪০০০ টাকা। খ) আসবাবপত্র ক্রয় ৬০০০ টাকা।
গ) পণ্য উত্তোলন ১০০০ টাকা। ঘ) পণ্য ফেরত প্রদান ৫০০ টাকা।

৩. একঘরা নগদান বই সর্বদা প্রকাশ করে–

ক) ডেবিট উদ্বৃত্ত খ) ক্রেডিট উদ্বৃত্ত

গ) ব্যবসায়ের মুনাফা ঘ) ব্যবসায়ের ক্ষতি

৪. জনাব রহমান ১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে চেক পেলেন তা গণ্য হবে –

ক) বাহক চেক

খ) হুকুম চেক

গ) দাগ কাটা চেক

ঘ) খোলা চেক

৫. কন্ট্রা এন্ট্রির ক্ষেত্রে লেখা হয়–

ক) এ খ) বি

গ) সি ঘ) ডি

৬. কন্ট্রা এন্ট্রি হবে–

i) নগদ অর্থ ব্যাংকে জমাদান

ii) দেনাদার কর্তৃক ব্যাংকে সরাসরি জমাদান

iii) অফিসের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭. কোন বাট্টা তিনঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়?

ক) ক্রয় বাট্টা খ) প্রদত্ত বাট্টা

গ) বিক্রয় বাট্টা ঘ) কারবারি বাট্টা

৮. নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ হবে–

i) নগদে পণ্য ক্রয়

ii) নগদে পণ্য বিক্রয়

iii) দেনাদার হতে প্রাপ্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯. নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয়–

ক) আসবাবপত্র বিক্রয় খ) দেনাদার হতে প্রাপ্তি

গ) ঋণ পরিশোধ ঘ) পণ্য বিক্রয়

নিম্নের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০ ও ১১ প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব সালাহউদ্দিন ২০১৪ সালের জুলাই ১০ তারিখে ব্যবসায় হতে ব্যাংকে হিসাবে নগদ ১০,০০০ টাকা জমা দিলেন, পাওনাদার সামিনাকে ১২,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ১১,৫০০ টাকার চেক প্রদান করলেন এবং দেনাদার মাহবুবের কাছ থেকে ১৫,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ১৪,০০০ টাকার চেক পেলেন।

১০. ১০ জুলাই ২০১৪ তারিখের লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধের জন্য কোন্ নগদান বই উপযুক্ত?

ক) একঘরা খ) দুইঘরা
গ) তিনঘরা ঘ) নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

১১. কোন লেনদেনের বিপরীত দাখিলা হবে?

ক) ব্যাংকে জমা দান খ) সামিনাকে পরিশোধ
গ) মাহবুব হতে প্রাপ্তি ঘ) সামিনাকে পরিশোধ ও মাহবুব হতে প্রাপ্তি

১২. কন্ট্রা এন্ট্রির দ্বারা প্রভাবিত হয় –

i. মূলধন হিসাব
ii. নগদান হিসাব
iii. ব্যাংক হিসাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিম্নের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩ ও ১৪ প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব হাবিব প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান নগদান বইয়ে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। ২০১৪ সালের মার্চ ১০ তারিখে মোট ২০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে ১৫,০০০ টাকা পরিশোধ করেন। মার্চ ২৮ তারিখে রবির নিকট হতে ১০,০০০ টাকা পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,৫০০ টাকা পাওয়া গেল।

১৩. জনাব হাবিবের প্রকৃত দেনার পরিমাণ কত?

ক) ৩৫,০০০ টাকা খ) ২০,০০০ টাকা
গ) ১৫,০০০ টাকা ঘ) ৫,০০০ টাকা

১৪. মার্চ ২৮ তারিখের লেনদেনটি জনাব হাবিবের লিপিবদ্ধ করা উচিত –

ক) এক ঘরা নগদান বইতে খ) দুই ঘরা নগদান বইতে
গ) তিন ঘরা নগদান বইতে ঘ) খুচরা নগদান বইতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব ফেরদৌসির ব্যবসায়ের ২০১৪ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ ছিল–

মার্চ ১	নগদ জের ৭,৫০০ টাকা
মার্চ ৪	সুমনের নিকট হতে নগদে ক্রয় ৪,০০০ টাকা
মার্চ ৮	পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা
মার্চ ১০	চেয়ার ক্রয় ৩,০০০ টাকা

মার্চ ১৮ আরিফকে পরিশোধ ২,৫০০ টাকা
মার্চ ২০ আসবাবপত্রের উপর অবচয় ৩০০ টাকা
মার্চ ২৫ উত্তোলন ১,০০০ টাকা
মার্চ ২৮ বেতন পরিশোধ ১,৫০০ টাকা

ক) নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হবে না, এইরূপ লেনদেন শনাক্ত করে সাধারণ জাবেদা দাখিলা দাও।
খ) লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত কর।
গ) লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে ফেরদৌসির নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখের নির্ণয় কর।

২। ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে নাছির এন্টারপ্রাইজের নগদ লেনদেনসমূহ ছিল–

আগস্ট ১ নগদ উদ্বৃত্ত ও ব্যাংকে জমা যথাক্রমে ৯,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা
আগস্ট ২ রাজিব ট্রেডার্সের নিকট বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ৭,০০০ টাকা
আগস্ট ৫ ব্যাংক হতে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা
আগস্ট ১২ জাফর স্টোরস এর নিকট ৬,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৫,৮০০ টাকা প্রাপ্তি
আগস্ট ১৮ সাজ্জাদ এন্ড সন্স এর নিকট হতে নগদে পণ্য ক্রয় ৩,৫০০ টাকা
আগস্ট ২০ সেলিমা ট্রেডার্সকে পরিশোধ ৪,৩০০ টাকা এবং বাট্টা প্রাপ্তি ২০০ টাকা
আগস্ট ২৫ ব্যাংকে সুদ মঞ্জুর করল ৩০০ টাকা

ক. ১৮ তারিখে লেনদেনের জন্য ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত কর।
খ. লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে দু'ঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।
গ. খ নং প্রশ্নের উত্তর হতে প্রাপ্ত জেরগুলোকে প্রারম্ভিক জের ধরে ১২ তারিখ হতে ২৫ তারিখ পর্যন্ত সংঘটিত লেনদেনগুলো দ্বারা তিন ঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

৩। হায়দার এন্ড সন্স–এর নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে সংগঠিত হয়েছে–

নভে: ১ শহীদের নিকট নগদে বিক্রয় ৮,০০০ টাকা
নভে: ৪ মালিহার নিকট হতে ৫,৪০০ টাকা প্রাপ্তি এবং বাট্টা প্রদান ১০০ টাকা
নভে: ৫ অফিসের জন্য ক্যালকুলেটর ক্রয় ৫০০ টাকা
নভে: ৮ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ৩,০০০ টাকা
নভে: ১২ জামালকে ৩,৫০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৩,৩০০ টাকা প্রদান
নভে: ১৮ অফিসের ভাড়া পরিশোধ ২,৫০০ টাকা
নভে: ২০ ঋণ গ্রহণ ১০,০০০ টাকা
নভে: ২৩ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ২,০০০ টাকা

ক) হায়দার এন্ড সন্সের ০১ তারিখের লেনদেনের জন্য ক্যাশমেমো প্রস্তুত কর।
খ) লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত কর।
গ) লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত কর।

৪. জনাব কিসলুর ব্যবসায়ে জানুয়ারি ২০১৪ মাসে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সম্পন্ন হয়।

জানু: ১ নগদ ৫০,০০০টাকা ও ২,০০,০০০টাকার ব্যাংক তহবিল নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন
জানু: ৪ নগদে পণ্য ক্রয় ১৫,০০০ টাকা
জানু: ৫ পণ্য বিক্রয় ২,০০,০০০ টাকা যার ৫০% চেকে
জানু: ৭ ব্যবসায়ের জন্য মাপার স্কেল ক্রয় ৭,০০০ টাকা
জানু: ৮ ৫ তারিখের চেকটি প্রত্যাখ্যাত হল

জানু: ১০	চেকে কর্মচারীর বেতন প্রদান ২,৫০০ টাকা
জানু: ১২	ব্যাংক থেকে উত্তোলন ১২,০০০টাকা
জানু: ১৫	রতনের নিকট বিক্রয় ৩৫০০ টাকা
জানু: ১৮	ব্যবসায়ের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় ২৫,০০০ টাকা
জানু: ২০	বিক্রয়কর্মীর কমিশন প্রদান ৫,০০০ টাকা
জানু: ২৫	ব্যাংকে জমা দেয়া হল ৫,০০০টাকা
জানু: ৩০	রতনের নিকট থেকে প্রাপ্তি ২,৫০০ টাকা

ক) জনাব কিসলুর ব্যবসায়ের কস্ট্রা এন্ট্রির টাকার পরিমাণ কত?

খ) উপযুক্ত লেনদেনগুলো জনাব কিসলুর নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

গ) উপযুক্ত লেনদেন দ্বারা জনাব কিসলুর একটি উপযুক্ত নগদান বই তৈরি কর।

৫। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে জনাব কিশোরের ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেন গুলো সংঘটিত হয়

জানুয়ারি ১	নগদ উদ্বৃত্ত ৩০,০০০টাকা এবং ব্যাংক জামাতিরিক্ত ২৫,০০০ টাকা
জানুয়ারি ৩	জহির ট্রেডার্স হতে ৫% বাট্টায় ১০,০০০ টাকার পন্য ক্রয়
জানুয়ারি ৫	মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় হতে ১,৫০০ টাকা নিলেন
জানুয়ারি ১০	ব্যাংক হতে উত্তোলন ১০,০০০ টাকা
জানুয়ারি ১৫	পন্য ক্রয় করে চেকে মূল্য পরিশোধ ৭,০০০ টাকা
জানুয়ারি ২০	কর্মচারীর বেতন প্রদান ৪০০০ টাকা
জানুয়ারি ২৫	মালিক ব্যক্তিগত অর্থে ব্যবসায়ের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করলেন ১৩০০০ টাকা
জানুয়ারি ২৮	সুমনের নিকট হতে ৩,৮৫০ টাকা পাওয়া গেল এবং তাকে ১৫০ টাকা বাট্টা দেয়া হল
জানুয়ারি ২৯	জহির ট্রেডাসের পাওনা ৯,৫০০টাকার পূর্ণনিষ্পত্তিতে ৯,৩৫০ টাকা প্রদান করা হল
জানুয়ারি ৩১	২৫০০ টাকা নগদ উদ্বৃত্ত হাতে রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা দেয়া হল।

ক) যে লেনদেনগুলো নগদান বইয়ের অর্ন্তভুক্ত হবে না সেগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

খ) উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো দ্বারা জনাব কিশোরের তিন ঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

গ) উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো নগদ প্রদানের জন্য প্রযোজ্য বইতে লিপিবদ্ধ কর।

নবম অধ্যায়

রেওয়ামিল

ব্যবসায়ের লাভ ক্ষতি ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের পূর্বে লিপিবদ্ধকৃত হিসাবের নির্ভুলতা যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই না করেই যদি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তবে প্রস্তুতকৃত বিবরণী সঠিক তথ্য নাও প্রকাশ করতে পারে। হিসাব সংরক্ষণে যে সকল ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা সতর্কতার সহিত বিবেচনা করে খতিয়ানের উদ্বৃত্ত দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্তসমূহের যোগফল ক্রেডিট উদ্বৃত্তসমূহের যোগফলের সমান হলে ধরে নেয়া হয় হিসাব গাণিতিকভাবে নির্ভুল হয়েছে। রেওয়ামিল প্রস্তুতের ফলে সহজেই ভুল উদ্‌ঘাটিত হয় এবং ভুল সংশোধনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

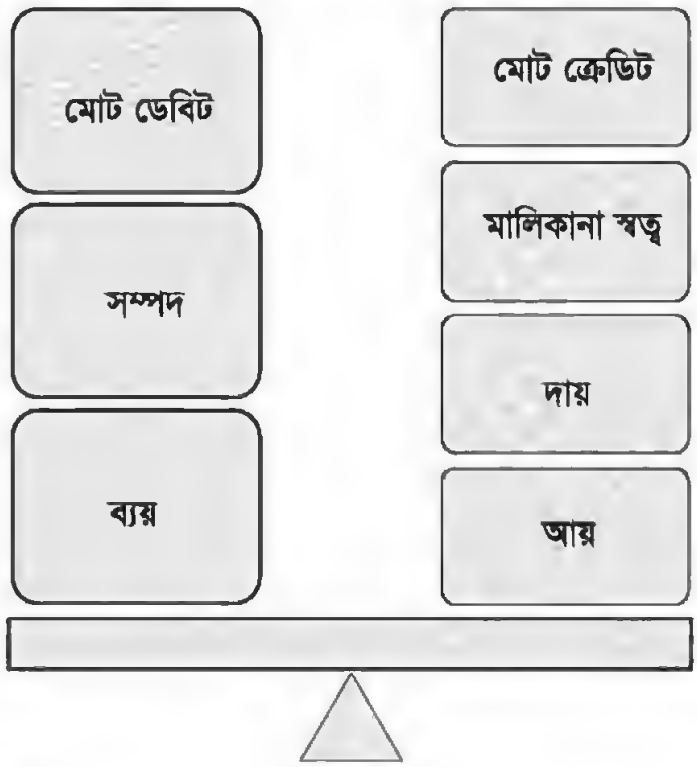

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- হিসাবের উদ্বৃত্ত দিয়ে যথাযথ ছকে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক নির্ভুলতা পরীক্ষা করতে পারব।
- হিসাব লিখনের ভুলগুলোর মধ্যে কোন ভুলগুলো রেওয়ামিলের গরমিল ঘটাবে এবং কোন ভুলগুলো গরমিল ঘটাবে না তা শনাক্ত করতে পারব।
- অনিশ্চিত হিসাবের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অনিশ্চিত হিসাব খুলে সাময়িক ভাবে রেওয়ামিলের উভয় দিকে মেলাতে পারব।

রেওয়ামিলের ধারণা :

খতিয়ানের হিসাবগুলোর গাণিতিক নির্ভুলতা যাচাই করার জন্য কোন নির্দিষ্ট দিনে একখানা পৃথক খাতায় বা কাগজে সকল হিসাবের উদ্বৃত্ত গুলোকে ডেবিট ও ক্রেডিট এই দুই ভাগে বিভক্ত করে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাহাকেই রেওয়ামিল বলে। রেওয়ামিলের ডেবিট দিকের যোগফল ক্রেডিট দিকের যোগফলের সমান হলে সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে, খতিয়ানে কোন গাণিতিক ভুল নেই। অপর পক্ষে দুই দিকের যোগফল সমান না হলে বুঝতে হবে দু'তরফা দাখিলা অনুসারে হিসাব সংরক্ষণে কোন ভুল-ত্রুটি আছে।

উদ্দেশ্য :

রেওয়ামিলের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১। জাবেদা ও খতিয়ানে লেনদেনগুলো সাঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা রেওয়ামিলের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

২। আর্থিক বিবরণী তথা বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত সহজতর করা।

৩। জাবেদা ও খতিয়ানে কোন ভুলত্রুটি থাকলে তা উৎঘাটন ও সংশোধন করা।

৪। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক জাবেদা ও খতিয়ানে লেনদেন লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

৫। খতিয়ানের সকল জের এক সাথে থাকে বলে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ হয়।

৬। রেওয়ামিলের সাহায্যে কারবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

কাজ: হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করাই রেওয়ামিল তৈরির মুল উদ্দেশ্য-মন্তব্য কর।

রেওয়ামিল প্রস্তুত প্রণালী :

লেনদেন চিহ্নিত করার পর প্রাথমিকভাবে সেগুলোকে জাবেদায় তারিখের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে প্রত্যেকটি হিসাবের আলাদা আলাদা শিরোনামের মাধ্যমে পাকাপাকি ভাবে খতিয়ানে স্থানান্তর করে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়। জাবেদা না করেও সরাসরি হিসাবগুলোকে খতিয়ানে স্থানান্তরের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা যায়। খতিয়ানের সকল হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করার পর ডেবিট উদ্বৃত্তগুলোকে ডেবিট দিকে এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্ত গুলোকে ক্রেডিট দিকে একটি আলাদা কাগজে বা খাতায় লিপিবদ্ধ করে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে সাধারণত সমাপনী মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত করে উভয় দিকের যোগফল নির্ণয় করা হয়। যদি উভয় দিকে যোগফল মিলে যায় তবে প্রাথমিকভাবে ধরে নেয়া হয় হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা সঠিক আছে।

রেওয়ামিলের নমুনা ছক : প্রতিষ্ঠানের নাম .....

রেওয়ামিল

..... সালের ..... তারিখের .....

ক্রমিক/ কোড নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা

যেহেতু রেওয়ামিল হিসাবের কোন অংশ নয়, সেহেতু রেওয়ামিলের কোন স্বীকৃত ছক নেই। তাছাড়া IASC (International Accounting Standard Committee) কোন সুনির্দিষ্ট ছক প্রদান করেনি। উল্লেখিত ছকটিকেই বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়।

নিম্নে রেওয়ামিলের ছকের বিভিন্ন ঘরের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১। **ক্রমিক/কোড নং :** যদি হিসাবের কোন কোড নং থাকে তবে হিসাবের বিপরীতে সেই কোড নং, হিসাবের কোড নং না থাকলে ধারাবাকিভাবে ক্রমিক নং বসাতে হয়। যেমন– ১, ২, ৩ ইত্যাদি।

২। **হিসাবের শিরোনাম:** খতিয়ান থেকে যে সমস্ত হিসাবের উদ্বৃত্ত আনা হয় সেগুলোর শিরোনাম বসাতে হয়। যেমন– মূলধন হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব, বেতন হিসাব ইত্যাদি।

৩। **খতিয়ান পৃষ্ঠা:** খতিয়ানের যে পৃষ্ঠা হতে হিসাবের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা হয়েছে, এইঘরে সেই পৃষ্ঠা নং লিখতে হয়। ফলে ভুলত্রুটি হলে খুব সহজেই উদঘাটন করা যায়।

৪। **ডেবিট উদ্বৃত্ত টাকা:** খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্তগুলোর টাকার পরিমান এ ঘরে লিখতে হয়।

৫। **ক্রেডিট উদ্বৃত্ত টাকা :** খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্তগুলোর টাকার পরিমান এ ঘরে লিখতে হয়।

রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

রেওয়ামিল তৈরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা। সে লক্ষ্যেই প্রতিটি উদ্বৃত্ত যাতে করে সঠিকভাবে রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় তার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে বিশেষ সতর্কতা এবং কিছু বিষয় বিবেচনা করে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। কারবারের স্বার্থেই রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়।

১। মজুদ পণ্য লিপিবদ্ধকরণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ও সমাপনী মজুদ পণ্য দুটি দেয়া থাকলে সাধারণত প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে আসবে। সমাপনী মজুদপণ্য সাধারণত হিসাব কাল শেষ হওয়ার পর গণনা করা হয়। তাই সমাপনী মজুদপণ্য খতিয়ানে থাকে না।

২। প্রারম্ভিক হাতে নগদ এবং প্রারম্ভিক ব্যাংকে জমা রেওয়ামিলে আসবে না। কারণ সমাপনী হাতে নগদ ও সমাপনী ব্যাংকে জমার মধ্যেই প্রারম্ভিক জের অন্তর্ভুক্ত থাকে। আমরা যে তারিখের রেওয়ামিল প্রস্তুত করি সেই তারিখের জেরই দেখানো হয়।

৩। ঐ সমস্ত হিসাব যেগুলোতে প্রদত্ত না প্রাপ্ত উল্লেখ থাকে না, সেক্ষেত্রে উক্ত হিসাব গুলোকে প্রদত্ত ধরে রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে লিখতে হবে। যেমন – ভাড়া, বাট্টা, কমিশন, সুদ ইত্যাদি।

৪। রেওয়ামিলে যদি গরমিল হয় এবং উক্ত গরমিলের ফলে যদি ক্রেডিট পাশ ছোট হয় এবং ক্রেডিট পাশে যদি মূলধন দেয়া না থাকে তবে উক্ত গরমিল উদ্বৃত্তকে অনিশ্চিত হিসাব না লিখে মূলধন হিসাবে লেখা যেতে পারে। কারণ প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেই মূলধন থাকে।

৫। বিক্রয় খাতিয়ানের উদ্বৃত্তকে দেনাদার হিসাব ধরে ডেবিট করতে হবে।

৬। ক্রয় খতিয়ানের উদ্বৃত্তকে পাওনাদার হিসাব ধরে ক্রেডিট করতে হবে।

৭। সাধারণত শিক্ষানবিশ ভাতা প্রতিষ্ঠান প্রদান করে থাকে বলে একে ডেবিট করতে হবে।এবং শিক্ষানবিশ সেলামী প্রতিষ্ঠান পেয়ে থাকে বলে এটিকে আয় ধরে ক্রেডিট করতে হয়।

৮। সম্ভাব্য দায় ও সম্ভাব্য সম্পদ রেওয়ামিলের ভিতরে আসবে না, কারণ এগুলো নিশ্চিত দায় বা সম্পদ নয় সম্ভাব্য দায় ও সম্পদকে পাদটীকা হিসাবে রেওয়ামিলের নিচে দেখাতে হবে।

সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার পরও যদি রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট কলামের যোগফল না মিলে সেক্ষেত্রে সাময়িক সময়ের জন্য গরমিলের পরিমাণকে অনিশ্চিত হিসাব (Suspense Account) ধরে রেওয়ামিলের উভয় পার্শ্ব সমান করা হয়।

কাজ : কোন কোন হিসাবগুলো রেওয়ামিলের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হয় না– তা চিহ্নিত কর।

খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্ত ও ক্রেডিট উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলের অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ ঃ

খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্ত যা রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে বসবে	খতিয়ানের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত যা রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে বসবে
ক) যাবতীয় সম্পদসমূহঃ ভূমি, দালানকোঠা, ইজারা সম্পদ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, বিনিয়োগ, দেনাদার হিসাব, প্রাপ্য নোট, নগদ, সুনাম ইত্যাদি	**যাবতীয় দায়সমূহঃ** পাওনাদার হিসাব, প্রদেয় নোট, মূলধন, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ ইত্যাদি।
খ) যাবতীয় খরচ/ ব্যয় সমূহঃ ক্রয়, প্রারম্ভিক মজুদ, মজুরী, বেতন, বিজ্ঞাপন, ভাড়া, কমিশন, মেরামত, অফিস খরচ, অবচয়, অনাদায়ী দেনা, বাট্টা ইত্যাদি ।	**যাবতীয় আয়/ লাভ সমূহঃ** বিক্রয়, প্রাপ্ত সুদ, প্রাপ্ত বাট্টা, শিক্ষানবিশ সেলামি, বিনিয়োগের সুদ, ব্যাংক জমার সুদ ইত্যাদি।
গ) অগ্রিম খরচঃ অগ্রিম প্রদত্ত বেতন, ভাড়া, মজুরী ইত্যাদি অগ্রিম অর্থ প্রদান এক ধরণের সম্পদ , কারণ এর দ্বারা ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে।	**অনুপার্জিত আয়ঃ** অগ্রিম ভাড়া প্রাপ্তি, অগ্রিম পরামর্শ ফি প্রাপ্তি অগ্রিম অর্থ গ্রহণ এক ধরণের দায়, কারণ এজন্য ভবিষ্যতে সেবা প্রদান করতে হবে।
ঘ) প্রাপ্য আয়সমূহঃ বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ, বকেয়া কমিশন, প্রাপ্য ভাড়া কারণ ভবিষ্যতে এ টাকা পাওয়া যাবে বলে এইগুলো সম্পদ ধরা হয়।	**যে কোন ধরণের সঞ্চিতিঃ** অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, দেনাদার বাট্টা সঞ্চিতি, সাধারণ সঞ্চিতি ইত্যাদি।
ঙ) বিক্রয় ফেরত, উত্তোলন, প্রদত্ত ঋন ইত্যাদি।	ক্রয় ফেরত।

রেওয়ামিলে যে সমস্ত ভুল ধরা পড়ে :

সকল ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার পরও অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু ভুল ঘটে যেতে পারে যে সমস্ত ভুলের কারণে রেওয়ামিল অমিল হয়। সে সমস্ত ভুলগুলো খুব সহজেই খুজে বের করে রেওয়ামিল সংশোধন করা যায়। ধরা পড়া ভুলগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১। বাদ পড়ার ভুল :

জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় কোন একটি হিসাব বাদ পড়ে গেলে অথবা শুধু মাত্র একটি পক্ষ হিসাব ভুক্ত করলে অথবা খতিয়ানের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে স্থানান্তর না করা হলে। যেমনঃ রহিমকে ৫,০০০ টাকা নগদ প্রদান।

জাবেদা : রহিম হিঃ-------ডেবিট ৫,০০০ টাকা

নগদান হিঃ------- ক্রেডিট ৫,০০০ টাকা

এই লেনদেনের জন্য খতিয়ানে যদি শুধুমাত্র রহিম হিঃ উঠানো হলো বা নগদ স্থানান্তর হল অথবা রহিম হিসাবের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হলো না ।

২। লেখার ভুল :

জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় যদি এক হিসাবের ডেবিট অন্য হিসাবের ক্রেডিট দিকে অথবা ক্রেডিট হিসাবকে ডেবিট দিকে লেখা হয় অথবা খতিয়ানে দু'বার লেখা হয় । যেমন :

জাবেদা : রহিম হিঃ------- ডেবিট ৫,০০০ টাকা

নগদান হিঃ------ ক্রেডিট ৫,০০০ টাকা

এখানে রহিম হিঃ ডেবিটকে যদি খতিয়ানে ক্রেডিট দিকে লিখা হয় এবং নগদান হিসাবও ক্রেডিট করা হয় অথবা নগদান হিসাব ক্রেডিটকে যদি ডেবিট দিকে লেখা হয় এবং রহিম হিসাবও ডেবিট করা হয় । তাহলে এরকম ভুলকে লেখার ভুল বলা হবে।

৩। টাকার অংকে ভুল :

জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় যদি সমপরিমাণ টাকা দিয়ে ডেবিট ক্রেডিট না করা হয় বা জাবেদা করার সময় যদি ভুলবশত : কম বা বেশি অংকে লেখা হয়। যেমন– বেতন পরিশোধ ২,০০০ টাকা

জাবেদা : বেতন হি:-------- ডেবিট ২,০০০ টাকা
নগদান হি:------- ক্রেডিট ২০,০০০ টাকা

অথবা খতিয়ানে বেতন লেখা হলো –২০,০০০ টাকা
নগদ লেখা হলো – ২,০০০ টাকা

৪। খতিয়ানের উদ্বৃত্ত নির্ণয়ে ভুল :

জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের পর যখন দুই পার্শ্বের যোগফল এর মাধ্যমে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয় তখন ভুল হলে। যেমন–

নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
ফেব্রু: ১	মূলধন হিসাব		১,০০,০০০	ফেব্রু: ২	আসবাবপত্র হিসাব		২০,০০০
,, ৫	বিক্রয় হিসাব		২৫,০০০	ফেব্রু: ১২	পাওনাদার হিসাব		১০,০০০
				ফেব্রু: ১৮	ব্যাংক হিসাব		১৫,০০০
				ফেব্রু: ২৮	বেতন হিসাব		৫,০০০
				ফেব্রু: ২৮	ব্যালেন্স সি/ডি		৬৫,০০০
			১,২৫,০০০				১,২৫,০০০
মার্চ ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৬৫,০০০				

উল্লেখিত খতিয়ানে উদ্বৃত্ত হবার কথা ৭৫,০০০ টাকা কিন্তু ভুল করে লেখা হল ৬৫,০০০টাকা।

৫। খতিয়ান উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে স্থানান্তরে ভুল:

যদি খতিয়ানের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে স্থানান্তরের সময় ভুল করে ডেবিট উদ্বৃত্তকে রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্তকে ডেবিট দিকে লেখা হয় অথবা ভুল অংকে রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা হয়। যেমন:–

খতিয়ানে : নগদ উদ্বৃত্ত – ১৫,০০০ ডেবিট
মূলধন – ৩৫,০০০ ক্রেডিট
বিক্রয় – ২৫,০০০ ক্রেডিট
আসবাবপত্র – ১২,০০০ ডেবিট

রেওয়ামিল

নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	নগদ			১৫,০০০
২	মূলধন			৩৫,০০০
৩	বিক্রয়		২৫,০০০	
৪	আসবাবপত্র		১২,০০০	

৬। রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফলের নির্ণয়ে ভুল করলে :

খতিয়ানের সকল উদ্বৃত্ত সঠিকভাবে রেওয়ামিলে স্থানান্তর করার পর যদি ডেবিট দিকের যোগফল ও ক্রেডিট দিকের যোগফল নির্ণয়ে ভুল হয়। যেমন:–

রেওয়ামিল

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৪

কোড নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	নগদ		২৫,০০০	
২	বিক্রয়			৩০,০০০
৩	আসবাবপত্র		১০,০০০	
৪	মূলধন			২০,০০০
৫	বিনিয়োগ		১৫,০০০	
৬	অনিশ্চিত হিসাব			৫,০০০
			৫৫,০০০	৫৫,০০০

> **কাজ:** রেওয়ামিলের উভয় পার্শ্বের যোগফল সমান হলেও হিসেবের নির্ভুলতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না– তুমি কি এ বিষয়ের সাথে একমত? মন্তব্য কর।

যে সমস্ত ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না :

রেওয়ামিলের উভয় দিক মিলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, হিসাব শতভাগ নির্ভুল।

সাধারণত রেওয়ামিল মিলে গেলে ধরে নেয়া হয় যে, হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা ঠিক আছে। কিন্তু হিসাবের মধ্যে এমন কিছু ভুল থেকে যায় যেগুলো রেওয়ামিলের মাধ্যমে ধরা পড়ে না। এই ধরনের ভুলকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায় । নিম্নে ভুলের প্রকারভেদের বর্ণনা করা হলো:

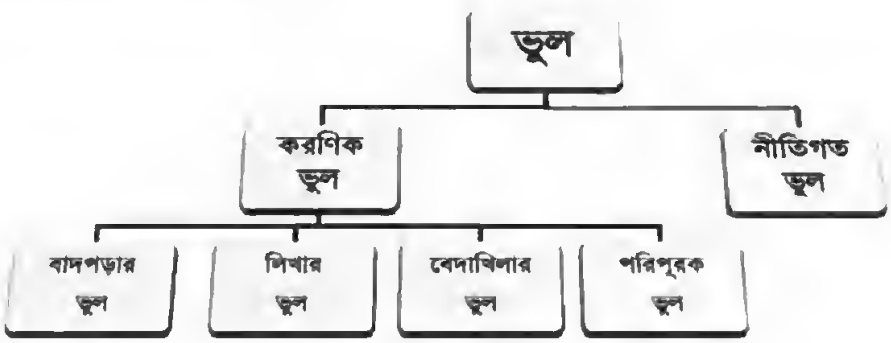

১। করণিক ভুল :

ক) বাদ পড়ার ভুল :

লেনদেন সংঘটিত হওয়ারপর উহা ভুলে প্রাথমিক হিসাবের বইয়ে লিখা না হলে খতিয়ানের কোন হিসাবেই লিপিবদ্ধ হবে না । আবার লেনদেন প্রাথমিক বইয়ে লিপিবদ্ধ হলেও উহা খতিয়ানের কোন দিকেই তথা ডেবিট বা ক্রেডিট কোথাও লিপিবদ্ধ করা হলো না। এই জাতীয় ভুলকেই বাদ পড়ার ভুল বলা হয়। এই ধরনের ভুলের কারনে রেওয়ামিলের উভয় দিকে কম টাকা লিখা হবে, ফলে রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু ভুল থেকে যাবে। যেমন:–

মি: সীমান্তের নিকট বাকীতে পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা। ইহা বিক্রয় বহিতে মোটেও লিখা হলো না ফলে খতিয়ানের কোথাও তোলা হল না। কিন্তু রেওয়ামিল মিলে যাবে।

খ) লিখার ভুল :

প্রাথমিক হিসাবের বইতে কোন লেনদেনের পরিমান কম/বেশি লেখা হলে তাহা খতিয়ানের সংশ্লিষ্ট হিসাবের উভয় দিকেই উক্ত অংক বেশি বা কম লেখা হবে। এই ভুলের কারণে রেওয়ামিল মিলে যেতে কোন অসুবিধা হবে না। যেমন:–

রতন এর নিকট ৫,০০০ টাকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হয়েছিল। যদি বিক্রয় বহিতে ৫,০০০ টাকার জায়গায় ৫০,০০০ টাকা লিখা হয় তা হলে রতন হিসাব ও বিক্রয় হিসাব উভয়ই হিসাবেই ৪৫,০০০ টাকা বেশি লেখা হবে এবং রেওয়ামিল মিলে যাবে।

গ) বেদাখিলার ভুল :

প্রাথমিক হিসাবের বই হতে খতিয়ানে হিসাব স্থানান্তরের সময় একটি হিসাবের পরিবর্তে অন্য একটি হিসাবের সঠিক দিকে টাকার অংক লেখা হলে যে ভুল হয় উহাকে বেদাখিলার ভুল বলে। এই জাতীয় ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়বে না । যেমন: কালামের নিকট হতে ২০,০০০ টাকা নগদ পাওয়া গেল। ইহা ডেবিট দিকে ঠিকই লেখা হয়েছে কিন্তু ক্রেডিট দিকে কালামের পরিবর্তে সালামের হিসেবে ক্রেডিট করা হয়েছে। ইহাতেও রেওয়ামিল মিলে যাবে।

ঘ) পরিপূরক বা স্বয়ংসংশোধক ভুল :

হিসাবরক্ষকের অজ্ঞাতসারে একটি ভুল অন্য একটি ভুল দাখিলা দ্বারা উভয় দিকে সমান হয়ে গেলে উহাকে স্বয়ংসংশোধক বা পরিপূরক ভুল বলা হয়। যেমন:–

শিহাবের হিসাবে ৫,০০০ টাকা ডেবিট হওয়ার কথা ছিল। ভুলে উহা ৫০০ টাকা ডেবিট হয়েছে। আবার জামিলের হিসাবে ৫,০০০ টাকা ক্রেডিট হওয়ার কথা ছিল। ভুলে ৫০০ টাকা ক্রেডিট করা হয়েছে। ফলে উভয় দিকে ৪,৫০০ টাকা কম লেখা হয়েছে। কিন্তু এই ভুলের জন্য রেওয়ামিল মিলে যাবে।

পরিশেষে বলা যায় উল্লেখিত চার ধরনের ভুল থাকা স্বত্বেও রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু রেওয়ামিলে ভুল থেকে যাবে।

২। নীতিগত ভুল: হিসাববিজ্ঞান জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে অথবা হিসাববিজ্ঞানের স্বীকৃত রীতি নীতি লংঘনের মাধ্যমে যে ভুল সংঘটিত হয়ে থাকে তাকেই নীতিগত ভুল বলে । নীতিগত ভুল নিম্নোক্তভাবে হতে পারে। যেমন–

মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় এবং মুনাফাজাতীয় ব্যয়কে মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসাবে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে নীতিগত ভুল হয় এবং এই ভুলের কারণে রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু ভুল থেকে যাবে। কারণ যে কোন প্রকার খরচেরই ডেবিট উদ্বৃত্ত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়

ক) কলকব্জা ক্রয় ৫০,০০০ টাকা

ভুলবশত : কলকব্জা ডেবিট না করে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয়েছে।

খ) কলকব্জা মেরামত খরচ – ৫,০০০ টাকা

ভুলবশত মেরামত খরচ ডেবিট না করে কলকব্জা হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে।

কাজ : রেওয়ামিল মিলে গেলেও যে সমস্ত ভুল ধরা পড়ে না, সেগুলো কি কি? চিহ্নিত কর।

অশুদ্ধ রেওয়ামিল শুদ্ধ করার উপায় :

একটি গরমিল বা অশুদ্ধ রেওয়ামিল শুদ্ধ করার কোন স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই। রেওয়ামিলের উভয় পার্শ্ব গরমিল হলে বুঝতে হবে রেওয়ামিলে কোন ভুল আছে। সুতরাং ভুল ত্রুটি খুজে বের করে রেওয়ামিল সংশোধন করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।

১। সর্বপ্রথম রেওয়ামিলের উভয়দিকের যোগফল তথা ডেবিট ও ক্রেডিট পার্শ্বের যোগফল ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

২। খতিয়ানের প্রতিটি হিসাবের জের রেওয়ামিলের তোলা হয়েছে কিনা দেখতে হবে।

৩। হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তগুলো যথাক্রমে রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে লেখা হয়েছে কিনা দেখতে হবে।

৪। জাবেদা হতে লেনদেনগুলো খতিয়ানের সংশ্লিষ্ট হিসাবে ঠিকমত তোলা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৫। খতিয়ানের যে কোন হিসাবের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে ভুল অঙ্কে ভুল ঘরে তোলা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৬। রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট পার্থক্য রাশিটাকে ২ দুই দ্বারা ভাগ করে অতঃপর নির্ণীত রাশির কোন উদ্বৃত্ত থাকলে তা সঠিক ঘরে আছে কিনা দেখতে হবে। যদি না থাকে তবে বুঝতে হবে ভুল ঘরে লেখার দরুন পার্থক্যটি দ্বিগুণ হয়েছে।

৭। পূর্ববর্তী বছরের হিসাবের জের সমূহ চলতি বছরে খতিয়ানে ঠিকমত তোলা হয়েছে কিনা তা মিলিয়ে দেখতে হবে।

উপর্যুক্ত উপায়ে প্রচেষ্টা চালাবার পরও যদি ভুল ধরা না পড়ে তাহলে অনিশ্চিত হিসাব খুলে সাময়িকভাবে রেওয়ামিল মিলিয়ে সমাপ্ত করতে হবে তবে পরবর্তীতে ভুল সংশোধন করে অবশ্যই অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করতে হবে।

অনিশ্চিত হিসাব :

সাধারণত: রেওয়ামিলের দুইপার্শ্ব সমান করার জন্য সাময়িক সময়ের জন্য যে হিসাব খোলা হয় তাকেই অনিশ্চিত হিসাব বলে। হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইকরণের উদ্দেশ্যেই সাধারণত রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। লেনদেনগুলো জাবেদা থেকে খতিয়ানে এবং খতিয়ান থেকে রেওয়ামিলে স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করা হয়। কিন্তু রেওয়ামিলের ভুল খুজে বের না করতে পারার কারণে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত বিলম্বিত হতে পারে বিধায় সাময়িক সময়ের জন্য অনিশ্চিত হিসাবের মাধ্যমে রেওয়ামিলের দুই পার্শ্বে মিল করা হয় যাতে করে আর্থিক বিবরণী যথাসময়ে প্রস্তুত করা যায়। রেওয়ামিলের ডেবিট দিকের যোগফল যদি ক্রেডিট দিকের যোগফল অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে ক্রেডিট দিকে অনিশ্চিত হিসাব প্রদর্শন করতে হয়। অন্যদিকে রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকের যোগফল যদি ডেবিট দিকের যোগফল অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে ডেবিট দিকে অনিশ্চিত হিসাব প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে যদি ভুল উদ্‌ঘাটিত হয় তবে সংশোধনী জাবেদার মাধ্যমে ভুল সংশোধন করে হিসাব বন্ধ করতে হয়।

কাজ : রেওয়ামিলের উভয়দিকের যোগফলে গরমিল দেখা দিলে কিভাবে তা দূরীকরণ করতে হয়–বর্ণনা কর।

উদাহরণ–১:

জনাব মামুনের ব্যবসায়ের হিসাব বই হতে ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে খতিয়ান উদ্বৃত্তসমূহ ছিল–

নগদান হিসাব ১,১৯,০০০ ; মূলধন হিসাব ১,০০,০০০ ; বিক্রয় হিসাব ৬০,০০০ ; দেনাদার হিসাব ৯,০০০; ক্রয় হিসাব ২০,০০০ ; বেতন খরচ হিসাব ৩,০০০ ; বাড়ী ভাড়া খরচ হিসাব ৭,০০০ ; মজুরী খরচ হিসাব ২,০০০ টাকা। ৩১ মার্চ তারিখের রেওয়ামিল প্রস্তুত কর ।

সমাধান :

জনাব মামুনের
রেওয়ামিল
৩১ মার্চ ২০১৪

ক্র: নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	নগদান হিসাব		১,১৯,০০০	
২	মূলধন			১,০০,০০০
৩	বিক্রয় হিসাব			৬০,০০০
৪	দেনাদার হিসাব		৯,০০০	
৫	ক্রয় হিসাব		২০,০০০	
৬	বেতন খরচ হিসাব		৩,০০০	
৭	বাড়ীভাড়া খরচ হিসাব		৭,০০০	
৮	মজুরী খরচ হিসাব		২,০০০	
	মোট=		১,৬০,০০০	১,৬০,০০০

উদাহরণ–২ :

মেসার্স মুক্তা ট্রেডার্সের নিম্নলিখিত খতিয়ান উদ্বৃত্ত সমূহ হতে ২০১৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল তৈরি কর:

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	৬০,০০০	উত্তোলন	২,৪৮০	অবচয়	১,৪১০
মজুদ পণ্য (১.১.১৪)	১৬,৪০০	ব্যবসায় খরচ	৯৯০	ভাড়া প্রাপ্তি	৪৩০
বিক্রয়	৮১,২০০	নগদ তহবিল	৮০০	বেতন খরচ	৪,৩০০
গ্যাস ও পানি	৮৪০	ব্যাংক জমা	৫,২৬০	বীমা সেলামী	১,০৬০
ভূমি ও দালানকোঠা	২০,০০০	ক্রয়	৩২,১৬০	আন্ত: ফেরত	৪৯০
মজুরী খরচ	১৮,৪৯০	কর ও অভিকর	৮৪০	প্রদেয় বিল	৪,০০০
দেনাদার	৩৫,৮০০	আসবাবপত্র	১,২৫০	পাওনাদার	১০,৩৭০
কমিশন	১,৪৭০	প্রাপ্য বিল	১,৪৭০	বহি: ফেরত	৬,৪০০
যন্ত্রপাতি	১০,২৭০	ব্যাংক জমা (১.১.১৪)	৬,৭০০	ব্যাংক চার্জ	৩,৩৭০
পরিবহন খরচ	৩,৩৭০	মজুদ পণ্য (৩১.১২.১৪)	১৯,৪০০	বাট্টা প্রাপ্তি	১২০

সমাধান :

মেসার্স মুক্তা ট্রেডার্সের
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

ক্র: নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	মূলধন			৬০,০০০
২	মজুদ পণ্য(১.১.১৪)		১৬,৪০০	
৩	বিক্রয়			৮১,২০০
৪	গ্যাস ও পানি		৮৪০	
৫	ভূমি ও দালানকোঠা		২০,০০০	
৬	মজুরী খরচ		১৮,৪৯০	
৭	দেনাদার		৩৫,৮০০	
৮	কমিশন		১,৪৭০	
৯	যন্ত্রপাতি		১০,২৭০	
১০	পরিবহন খরচ		৩,৩৭০	
১১	উত্তোলন		২,৪৮০	
১২	ব্যবসায় খরচ		৯৯০	
১৩	নগদ তহবিল		৮০০	
১৪	ব্যাংকে জমা		৫,২৬০	
১৫	ক্রয়		৩২,১৬০	
১৬	কর ও অভিকর		৮৪০	
১৭	আসবাবপত্র		১,২৫০	
১৮	প্রাপ্য বিল		১,৪৭০	
১৯	অবচয়		১,৪১০	
২০	ভাড়া প্রাপ্তি			৪৩০
২১	বেতন খরচ		৪,৩০০	
২২	বীমা সেলামী খরচ		১,০৬০	
২৩	আন্তঃ ফেরত		৪৯০	
২৪	প্রদেয় বিল			৪,০০০
২৫	পাওনাদার			১০,৩৭০
২৬	বহিঃ ফেরত			৬,৪০০
২৭	ব্যাংক চার্জ		৩,৩৭০	
২৮	বাট্টা প্রাপ্তি			১২০
	মোট=		১৬২,৫২০	১৬২,৫২০

কাজ :

মাহবুবা ট্রেডার্সের ২০১৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এর অশুদ্ধভাবে প্রস্তুতকৃত রেওয়ামিলটি শুদ্ধভাবে তৈরি কর।

ক্রমিক নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৫০,০০০	
২	মূলধন		১,০০,০০০	
৩	ক্রয়			৮০,০০০
৪	বিক্রয়			১,০০,০০০
৫	প্রাপ্ত কমিশন		১০,০০০	
৬	বেতন খরচ		২০,০০০	
৭	ভাড়া খরচ			১২,০০০
৮	অনাদায়ী দেনা		৩,০০০	
৯	যন্ত্রপাতি		৫,৮০০	
১০	দেনাদার			৩৫,০০০
১১	পাওনাদার		৪০,০০০	
১২	৬% বন্ধকী ঋণ		১০,০০০	
১৩	সমাপনী মজুদ পণ্য		৮০,০০০	
১৪	বিক্রয় ফেরত			২,০০০
১৫	অনিশ্চিত হিসাব			৮৯,৮০০
			৩,১৮,৮০০	৩,১৮,৮০০

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

১। রেওয়ামিল প্রস্তুতের উদ্দেশ্য হলো–

ক) আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা

খ) গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা

গ) লাভ লোকসান নির্ণয় করা

ঘ) শ্রম লাঘব করা

২। রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে লিপিবদ্ধ হবে–

i) মূলধন

ii) উত্তোলন

iii) বিক্রয় ফেরত

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হবে–

i) প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য

ii) প্রারম্ভিক হাতে নগদ

iii) সমাপনী হাতে নগদ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। কোনটি অন্য তিনটি হতে ভিন্ন?

ক) শিক্ষানবীশ ভাতা খ) শিক্ষানবীশ সেলামী

গ) বীমা সেলামী ঘ) খাজনা ও কর

৫। রেওয়ামিলে একটি হিসাবের ডেবিট জের ১৩০ টাকা ভুলে ক্রেডিট কলামে লেখা হয়েছে। অন্যান্য সবকিছু ঠিক থাকলে রেওয়ামিলের দুই পার্শ্বের পার্থক্য কত হবে ?

ক) ৬৫ টাকা খ) ১৩০ টাকা

গ) ৩১০ টাকা ঘ) ২৬০ টাকা

৬। অনিশ্চিত হিসাব রেওয়ামিলে

i) ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে

ii) সাময়িক ভাবে লেখা হয়

iii) ডেবিট ও ক্রেডিট কলামের পার্থক্য নির্দেশ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। আসবাবপত্র বিক্রয় ৫,০০০ টাকা; বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের ভুল হয়েছে?

ক) বাদ পড়ার ভুল খ) লেখায় ভুল

গ) পরিপূরক ভুল ঘ) নীতিগত ভুল

৮। নিম্নের কোন ভুলটির কারণে রেওয়ামিলের উভয় দিক মিলে যাবে?

ক) ক্রয় হিসাবকে ৫০০ টাকা বেশি ডেবিট করা

খ) বেতন হিসাব দুইবার ডেবিট করা

গ) আসবাবপত্র ক্রয় করে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা

ঘ) উত্তোলন হিসাবকে ১,২০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা ডেবিট করা

৯। বেতন হিসাবকে ২,৫০০ টাকার পরিবর্তে ২,০০০ টাকা ডেবিট এবং বিক্রয় হিসাবকে ৫,০০০ টাকার পরিবর্তে ৪,৫০০ টাকা ক্রেডিট করা হয়েছে। এটি কোন ধরনের ভুল?

ক) নীতিগত ভুল খ) লেখার ভুল

গ) বাদ পড়ার ভুল খ) পরিপূরক ভুল

১০। অনিশ্চিত হিসাবে প্রভাব পড়বে–

i) "আসবাবপত্র ক্রয় ৪৫,০০০ টাকা" - ক্রয় হিসাব ডেবিট ৪৫,০০০ টাকা

ii) "পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা"- ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ১০,০০০ টাকা

iii) "আসবাবপত্র মেরামত ২,০০০ টাকা"- আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ২০,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। শিহাব এন্ড ব্রাদার্স এর ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের খতিয়ানের উদ্বৃত্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:–

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	১,১০,০০০	বীমা সেলামী	৫,০০০
হাতে নগদ (০১/০১/১৪)	১৫,০০০	আমদানি শুল্ক	৩,৫০০
দেনাদার	২৫,০০০	কমিশন প্রাপ্তি	২,০০০
পাওনাদার	১৫,০০০	বিনিয়োগ	৩০,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	ব্যাংক জমার সুদ	৫০০
ক্রয়	৩০,০০০	আসবাবপত্র	৪০,০০০
বিক্রয়	৪৫,০০০	বিজ্ঞাপন	১,০০০
বিনিয়োগের সুদ	৩,০০০	প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	২৫,০০০
সমাপনী মজুদ পণ্য	১২,০০০	সমাপনী ব্যাংকে জমা	৬,০০০

ক) শিহাব এন্ড ব্রাদার্সের রেওয়ামিলে কোন্ কোন্ দফা অন্তর্ভুক্ত হবে না তার মোট পরিমাণ কত?

খ) উপর্যুক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্ত দ্বারা জনাব শিহাবের একটি রেওয়ামিল তৈরি কর।

গ) উপর্যুক্ত রেওয়ামিল হতে মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মোট পরিমান নির্নয় কর।

২। জনাব জাসিদ–এর ২০১৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের উদ্বৃত্তগুলো নিম্নরূপ :

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	১৫০,০০০	দালান কোঠা	৪৫,০০০
উত্তোলন	৫০,০০০	দেনাদার	৩০,০০০
প্রাপ্য বিল	৩০,০০০	পাওনাদার	২৫,০০০
প্রদেয় বিল	২৫,০০০	বেতন	৫,০০০
সাধারণ সঞ্চিতি	৫,০০০	শিক্ষনবিশ সেলামি (অগ্রিম)	৩,০০০
নগদ তহবিল (১-১-২০১৪)	৬,০০০	ব্যাংকে জমাতিরিক্ত	২,০০০
মজুদ পণ্য (১-১-২০১৪)	৪০,০০০	নগদ তহবিল (৩১-১২-২০১৪)	১০,০০০
অনাদায়ী পাওনা	৫,০০০	বীমা	৮,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৩,০০০	মজুদ পণ্য (৩১-১২-২০১৪)	৩৫,০০০

ক. জনাব জাসিদের রেওয়ামিলে যে উদ্বৃত্তগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না তার পরিমাণ কত?

খ. উপর্যুক্ত উদ্বৃত্তগুলো দ্বারা জনাব জাসিদ–এর ব্যবসায়ের রেওয়ামিল প্রস্তুত কর।

গ. জনাব জাসিদ–এর মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমান নির্ণয় কর।

৩। মেসার্স সালেহ এন্ড কোং এর হিসাবরক্ষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রেওয়ামিলটিতে কিছু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এই ত্রুটিপূর্ণ রেওয়ামিলটি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪

ক্র/নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৩৪,০০০	
২	ক্রয়		১,০০,০০০	
৩	বেতন		১২,০০০	
৪	পাওনাদার		৪০,০০০	
৫	দেনাদার		১৬,০০০	
৬	ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত			৪৫,০০০
৭	আন্তঃফেরত		৩,০০০	
৮	বহির্মুখী বহন খরচ			৫,০০০
৯	প্রদেয় বিল		২০,০০০	
১০	গৃহীত ঋণ			১৩,০০০
১১	দালানকোঠা		৫৫,০০০	
১২	বরাদ্দকৃত বাট্টা			১০,০০০
১৩	মূলধন			৬৭,০০০
১৪	বিক্রয়			১,৪০,০০০
			২,৮০,০০০	২,৮০,০০০

ক. মেসার্স সালেহ এন্ড কোং এর মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপণ কর।

গ. উদ্দীপকের আলোকে মেসার্স সালেহ এন্ড কোং এর একটি শুদ্ধ রেওয়ামিল প্রস্তুত কর।

৪। অহি সিরামিকস্ ব্যবসায়ের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত খতিয়ান উদ্বৃত্তের তথ্য সরবরাহ করে:

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	৯৪,০০০	বীমা সেলামী	৫,০০০
হাতে নগদ (১/১/২০১৪)	১৫,০০০	আমদানি শুল্ক	৩,৫০০
দেনাদার	২৫,০০০	কমিশন প্রাপ্তি	২,০০০
পাওনাদার	১৫,০০০	বিনিয়োগ	১৫,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	ব্যাংকে জমার সুদ	৫০০
ক্রয়	৩০,০০০	আসবাবপত্র	৪০,০০০
বিক্রয়	৪৫,০০০	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	২৫,০০০
বিনিয়োগের সুদ	৩,০০০	সমাপনী ব্যাংকে জমা	৬,০০০
সমাপনী মজুদ পণ্য	১২'০০০		

ক) অহি সিরামিকস্ এর রেওয়ামিলে মোট কত টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে না তা নির্ণয় কর।

খ) উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে অহি সিরামিকস্ এর রেওয়ামিল প্রস্তুত কর।

গ) উক্ত তথ্যের আলোকে মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

দশম অধ্যায়

আর্থিক বিবরণী

প্রত্যেক ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময়ান্তে আর্থিক অবস্থা জানার প্রয়োজন হয়। আর্থিক অবস্থার দুটি বিষয় আছে– (১) ব্যবসায়ের কত লাভ বা ক্ষতি হল এবং (২) ব্যবসায়ের সম্পদ এবং দায়–দেনার পরিমাণ কত। লাভ–ক্ষতি নিরূপণের জন্য যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় এর নাম বিশদ আয় বিবরণী বা Statement of Comprehensive Income (যার পূর্বের নাম ছিল আয় বিবরণী বা Income Statement) আর সম্পদ এবং দায়–দেনা জানার জন্য যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তার নাম আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা Statement of Financial Position (যার পূর্বের নাম ছিল উদ্বৃত্তপত্র বা Balance Sheet)। বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীকে আর্থিক বিবরণী বলা হয়। শুধু আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করলেই চলবেনা, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষণ করাও প্রয়োজন।

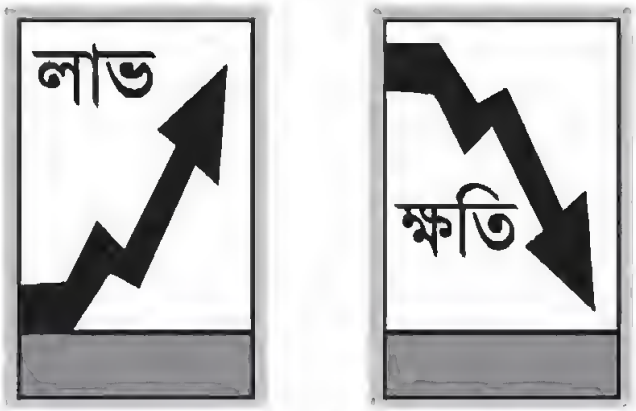

চিত্র : লাভ ও ক্ষতির গ্রাফ ছবি

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্য এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে এই পার্থক্যের প্রয়োগ করতে পারব।
- বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারব এবং তা থেকে লাভ–ক্ষতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করতে পারব এবং এ থেকে স্থায়ী ও চলতি সম্পদ এবং দীর্ঘমেয়াদী ও চলতি দায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- নগদ ও পণ্য উত্তোলন, নতুন মূলধন, নীট লাভ/ক্ষতি কিভাবে মূলধন হিসাবে পরিবর্তন আনে তা বুঝতে পারব।
- অনাদায়ী পাওনা এবং সন্দেহজনক অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে হিসাবভুক্ত করতে পারব।
- সম্পদ সমূহের অবচয়ের অর্থ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে এর হিসাব রাখতে পারব এবং আর্থিক বিবরণীতে এর প্রয়োগ দেখাতে পারব।
- ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা করতে পারবো এবং মূল্যায়নের জন্য হিসাব সংক্রান্ত অনুপাতের অর্থ বুঝতে পারব।
- হিসাব সংক্রান্ত অনুপাত যেমন বিক্রয়ের সাথে নীট মুনাফার হার, মূলধনের সাথে নীট মুনাফার হার এবং চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়ের অনুপাত নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিশদ আয় বিবরণী এবং দুই বছরের গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের অংকগুলি পাশাপাশি রেখে তুলনা করতে পারব এবং আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন বুঝতে পারব।

এক মালিকানা ব্যবসায়ের আর্থিক বিবরণী :

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার কাঠামোবদ্ধ সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে আর্থিক বিবরণী বলা হয়। আর্থিক বিবরণী বৃহদাকার ব্যবহারকারীদের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল, আর্থিক অবস্থা ও নগদ প্রবাহ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও সার্বিক অবস্থা মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি আর্থিক বিবরণী। আন্তর্জাতিক হিসাব মান–০১ (IAS-01) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী ৫টি অংশে প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণীর ৫টি ধাপ হলো–

১. বিশদ আয় বিবরণী (Statement of Comprehensive Income)

২. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী (Statement of Changes in Equity)

৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position)

৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী (Statement of Cash Flows)

৫. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় নোট ও গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের নীতিমালা (Notes, Comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information) মাধ্যমিক (৯ম ও ১০ম শ্রেণি) পর্যায়ে প্রথম তিনটি ধাপের ধারণা ও প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করা হলো:

বিশদ আয় বিবরণী:

বিশদ আয় বিবরণীতে মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় লিপিবদ্ধ করা হয়। সেবা প্রদানকারী ব্যবসায় যা পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে না বরং সেবা প্রদান করে (যেমন–বিজ্ঞাপনী সংস্থা)। এ রকম ব্যবসায়ে আয় থেকে সেবা প্রদানের যাবতীয় ব্যয় বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়। অপরদিকে পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী ব্যবসায়ে পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে মোট মুনাফা পাওয়া যায়। আর মোট মুনাফার সাথে অন্যান্য পরোক্ষ আয় যোগ করে, সমষ্টি হতে পরোক্ষ ব্যয় বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়।

চিত্র : লাভ ও ক্ষতির গ্রাফ ছবি

বিশদ আয় বিবরণীর উদ্দেশ্য :

১) বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে ব্যবসায়ের নীট লাভ বা ক্ষতি জানা যায়। এই আয় বিবরণীর উদ্দেশ্য হলো মালিককে জানিয়ে দেয়া যে তিনি নীট লাভের অতিরিক্ত দাবী করতে পারেন না। নীট লাভের অতিরিক্ত দাবী করার অর্থ হচ্ছে ব্যবসায়ের মূলধন ভেঙ্গে ফেলা যা ভবিষ্যতের কার্যক্রম ব্যহত করবে।

২) বিশদ আয় বিবরণীর বিভিন্ন আয় এবং ব্যয়গুলির বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে কীভাবে আয় বাড়িয়ে এবং ব্যয় কমিয়ে নীট মুনাফা বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা করা যায়।

বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত (সেবা প্রদানকারী ব্যবসায়) :

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত প্রতি বছরের জন্য বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। এখানে বছরের আয় থেকে ব্যয়গুলি বাদ দিলে নীট আয় পাওয়া যায়।

উদাহরণ: প্রসার বিজ্ঞাপনী সংস্থার ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত এক বছরের তথ্য থেকে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত কর।
সেবা থেকে আয় ৬০,০০০; সুদ আয় ৫০০; ডিভিডেন্ড আয় ২,৫০০; বিজ্ঞাপন সামগ্রী খরচ ২৫,০০০; বাড়ীভাড়া ৪,০০০; বিদ্যুৎ ও টেলিফোন ২,০০০; ম্যানেজারের বেতন ৫,০০০; বীমা খরচ ১,০০০; যাতায়াত ভাড়া ৩,০০০ টাকা

সমাধান :

প্রসার বিজ্ঞাপনী সংস্থার
বিশদ আয় বিবরণী
২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	টাকা	টাকা
আয়:		
সেবা থেকে আয়	৬০,০০০	
সুদ আয়	৫০০	
ডিভিডেন্ড আয়	২,৫০০	
		৬৩,০০০
বাদ –ব্যয়:		
বিজ্ঞাপন সামগ্রী খরচ	২৫,০০০	
বাড়ী ভাড়া	৪,০০০	
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন	২,০০০	
ম্যানেজারের বেতন	৫,০০০	
বীমা খরচ	১,০০০	
যাতায়াত ভাড়া	৩,০০০	
নীট মুনাফা		(৪০,০০০)
		২৩,০০০

কাজ : জনাব তপন চৌধুরী ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি অটোমোবাইলস ওয়ার্কসশপ চালু করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ফেব্রুয়ারি মাসের আয় ও ব্যয়সমূহ ছিল–
গ্যারেজ ভাড়া ৫,০০০; কর্মচারীর বেতন ৩,০০০; বিদ্যুৎ বিল ১,০০০; গাড়ী মেরামত হতে প্রাপ্তি ১২,০০০; আপ্যায়ন খরচ ৫০০; বাকীতে গাড়ী মেরামত ২০,০০০; ঋণের সুদ প্রদান ৩,০০০; খুচরা যন্ত্রাংশ খরচ ৩০০০ টাকা।
বর্ণিত তথ্যাদির ভিত্তিতে একটি বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী ব্যবসায়ে আয়ের প্রধান উৎস হল পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ। ইহা ব্যবসার মূল পরিচালন আয়। ব্যবসায়ের কিছু অপরিচালন আয়ও রয়েছে, যেমন– বাড়ী ভাড়া আয় ও ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ ইত্যাদি। পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে পণ্য ক্রয়, মজুরি, ম্যানেজারের বেতন, ভ্রমন খরচ, মেরামত খরচ, অনাদায়ী পাওনা, সম্পদের অবচয় ইত্যাদি বিদ্যমান। বিশদ আয় বিবরণীকে প্রধানত তিনটি ধাপে সাজিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

প্রথম ধাপে পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে মোট মুনাফার সাথে পরোক্ষ পরিচালন আয় যোগ করে সমষ্টি থেকে ব্যবসায়ের পরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে পরিচালন মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

তৃতীয় ধাপে পরিচালন মুনাফার সহিত নীট অপরিচালন আয়/ব্যয় (অপরিচালন আয়–অপরিচালন ব্যয়) যোগ করে নীট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

নিম্নে পরিচালন আয়, পরিচালন ব্যয়, অপরিচালন আয় ও অপরিচালন ব্যয়ের একটি তালিকা দেয়া হলো :

পরিচালন আয়	পরিচালন ব্যয়	অপরিচালন আয়	অপরিচালন ব্যয়
[ব্যবসায়ের নিয়মিত স্বাভাবিক কার্যক্রমের দ্বারা যে আয় অর্জিত হয় তাই পরিচালন আয় ।]	*[ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্য সচল রাখতে যে ব্যয় সংগঠিত হয় তাই পরিচালন ব্যয় । পন্য তৈরি বা ক্রয় হতে বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সকল ব্যয়ই পরিচালন ব্যয় ।]*	*[যে আয় ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীন কার্য হতে প্রাপ্ত নয় এবং স্বাভাবিক কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে না তাকে অপরিচালন ব্যয় ।]*	*[ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ব্যয় কোন প্রভাব ফেলে না তাই অপরিচালন ব্যয় ।]*
<u>প্রত্যক্ষ:</u> পণ্য বা সেবা বিক্রয় <u>পরোক্ষ:</u> বাট্টা প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তি	<u>প্রত্যক্ষ:</u> পণ্য ক্রয় ক্রয় পরিবহন মজুরি আমদানী শুল্ক জাহাজ ভাড়া ডক চার্জ কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ জ্বালানি খরচ <u>পরোক্ষ:</u> বিক্রয় পরিবহন বেতন অফিসের ভাড়া বিদ্যুৎ খরচ অফিস খরচ বাট্টা প্রদান স্থায়ী সম্পদের মেরামত ডাক ও তার বিজ্ঞাপন মনিহারী প্যাকিং খরচ অনাদায়ী পাওনা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ভ্রমণ খরচ বীমা খরচ স্থায়ী সম্পদের অবচয় ইজারা সম্পদের অবলোপন সুনামের অবলোপন কমিশন প্রদান	স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে মুনাফা বিনিয়োগের সুদ উত্তোলনের সুদ প্রদত্ত ঋণের সুদ ব্যাংক জমার সুদ শিক্ষানবিশ সেলামী উপভাড়া প্রাপ্ত লভ্যাংশ	স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি মূলধনের সুদ ঋণ বা ব্যাংক ঋণের সুদ ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ব্যাংক চার্জ শিক্ষানবিশ ভাতা চুরি বা দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি

বিশদ আয় বিবরনীর নমুনা ছক ঃ
পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী ব্যবসায়ে নাম
বিশদ আয় বিবরণী
.....সালের .....তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		****	
বাদ: ফেরত		_***	
		****	
বাদ: বিক্রয় বাট্টা		_***	
নীট বিক্রয়			*****
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		****	
ক্রয়	****		
বাদ: ফেরত	_***		
	****		
বাদ: ক্রয় বাট্টা	_***		
নীট ক্রয়		****	
আন্তঃ পরিবহন		***	
মজুরি		***	
আমদানি শুল্ক		***	
		****	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		_***	
মোট মুনাফা			****
যোগ : পরোক্ষ পরিচালন আয়			****
কমিশন প্রাপ্তি		***	***
বাট্টা প্রাপ্তি		***	****
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
বিক্রয় পরিবহন		****	
বেতন		****	
অফিসের ভাড়া		****	
বিদ্যুৎ খরচ		****	
অফিস খরচ		****	
বাট্টা প্রদান		****	
স্থায়ী সম্পদের মেরামত		****	
ডাক ও তার		****	
বিজ্ঞাপন		****	
মনিহারী		****	
প্যাকিং খরচ		****	
ভ্রমণ খরচ		****	
বীমা খরচ		****	
স্থায়ী সম্পদের অবচয়		****	
ইজারা সম্পদর অবলোপন		****	
সুনামের অবলোপন		****	
কমিশন প্রদান		****	

	টাকা	টাকা	টাকা
অনাদায়ী পাওনা	****		
যোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	****		
	****		
বাদ: পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (প্রা: উদ্বৃত্ত)	-****	****	
			****
পরিচালন মুনাফা			*****
অপরিচালন আয় :			
স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে মুনাফা	****		
বিনিয়োগের সুদ	****		
উত্তোলনের সুদ	****		
প্রদত্ত ঋণের সুদ	****		
ব্যাংক জমার সুদ	****		
শিক্ষানবিশ সেলামী	****		
উপভাড়া	****		
প্রাপ্ত লভ্যাংশ	****		
		****	
বাদ : অপরিচালন ব্যয়:			
স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় জনিত ক্ষতি	****		
মূলধনের সুদ	****		
ঋণ বা ব্যাংক ঋণের সুদ	****		
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ	****		
ব্যাংক চার্জ	****		
শিক্ষানবিশ ভাতা	****		
চুরি বা দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতি	****		
	****	****	
অপরিচালন নীট আয়/ব্যয়			*****
নীট মুনাফা			*****

দলীয় কাজ : (?) চিহ্নিত স্থানসমূহ সঠিক সংখ্যা দ্বারা পূরণ কর।

ব্যবসায়	বিক্রয়	বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	পরিচালন ব্যয়	মোট মুনাফা/ক্ষতি	নীট মুনাফা/ক্ষতি
ক	১০,৬০০	৭,৮০০	১,৩০০	?	?
খ	৯,৩০০	?	১,১০০	৮০০	?
গ	১৭,২০০	?	১,৪০০	?	৬,২০০
ঘ	?	১১,২০০	?	৪,২০০	২,৬৫০

কয়েকটি ব্যয় নিয়ে আলোচনা

১) **বিক্রিত পণ্যের ব্যয়:** কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে পণ্য বিক্রি হয় তার জন্য ব্যয়িত খরচের সমষ্টিকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বলা হয়। বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + (নীট ক্রয় + ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ)– সমাপণী মজুদ পণ্য। এখানে ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ যেমন–ক্রয় পরিবহন, মজুরি, আমদানী শুল্ক ইত্যাদি।

২) **বীমা:** ব্যবসায়ের বিভিন্ন সম্পদ যেমন দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, মজুদ পণ্য ইত্যাদির দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি পূরণের জন্য বীমা করা হয়। এর জন্য বীমা কোম্পানীকে প্রতি বছর প্রিমিয়াম দিতে হয়। এই প্রিমিয়ামই বীমা খরচ।

৩) **অবচয়:** ব্যবহারের ফলে স্থায়ী সম্পদের ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়কে অবচয় বলে। এছাড়াও মডেল পরিবর্তন, ব্যবহারকারীর রুচির পরিবর্তন, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখার কারণেও কোন কোন সম্পদের অবচয় হতে পারে।

৪) **অনাদায়ী পাওনা:** ধারে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে দেনাদারের নিকট থেকে যে টাকা আদায় হবে না বলে নিশ্চিত সেটিকে অনাদায়ী পাওনা বা কুঋণ বলা হয়। দেনাদারের মৃত্যু, দেউলিয়া, নিখোঁজ প্রভৃতি ইহার কারণ।

৫) **অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বা সম্ভাব্য অনাদায়ী পাওনা:** ধারে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে দেনাদারের নিকট থেকে যে টাকা আদায় হবে না বলে সন্দেহ রয়েছে সেটিও ক্ষতি হিসাবে পরিচালন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রাপ্ত কয়েকটি আয় নিয়ে আলোচনা :

১) **প্রাপ্ত লভ্যাংশ:** ব্যবসায়ের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ থাকলে তা বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়। সেই শেয়ার থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ একটি আয়।

২) **সুদ প্রাপ্তি:** ব্যবসায়ের অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকে বা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হলে তা থেকে সুদ পাওয়া যায়।

এক মালিকানা ব্যবসায়ের মালিকানা স্বত্ব বিবরণীর প্রস্তুত প্রণালী :

মালিকানা স্বত্বের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তের সহিত অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন, নীট লাভ/নীট ক্ষতি ও উত্তোলন সমন্বয়ের পর বৎসরান্তে/হিসাবকালের শেষ দিন মালিকানা স্বত্বের সমাপনি উদ্বৃত্ত নির্ণয় করার জন্যই মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। নিম্নে মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুতের নমুনা ছক উল্লেখ করা হলো–

প্রতিষ্ঠানের নাম.....

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

.....সালের.....তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা
মালিকানা স্বত্ব :		
মূলধন(প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত)		****
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ		****
(+) নীট মুনাফা / (–) নীট ক্ষতি		****
		****
বিয়োগ: উত্তোলন	****	
আয়কর	****	***
যোগ : সাধারন সঞ্চিতি		****
মালিকানা স্বত্ব (সমাপনি উদ্বৃত্ত)		*****

আর্থিক অবস্থার বিবরণী :

ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য হিসাবকালের শেষ দিনে ব্যবসায়ের সকল সম্পদ, দায়, ও মূলধন নিয়ে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে স্থায়ী ও চলতি সম্পদ, দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী দায়, এবং মালিকের মূলধনের পরিমাণ জানা যায়। এসব তথ্যকে বিশ্লেষণ করে ব্যবসায়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। যেমন : দায়–দেনা সম্পদের কত অংশ, চলতি সম্পদ চলতি দায় মিটাতে যথেষ্ট কিনা, নীট মুনাফা বিনিয়োজিত মূলধনের কত অংশ ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায়।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর প্রস্তুত প্রণালী :

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দুই স্তরে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথম স্তরে সম্পদসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। সম্পদসমূহ দুই ভাগে দেখান হয় ক) স্থায়ী সম্পদ যেমন– জমি, দালান কোঠা এবং চলতি সম্পদ যেমন খ) নগদ, দেনাদার এবং মজুদপণ্য। দ্বিতীয় স্তরে দায়সমূহ ও মূলধন দেখান হয়। দায় সমূহ দুই ভাগে দেখান হয় : ক) চলতি দায় যেমন– পাওনাদার ও বকেয়া খরচ সমূহ এবং খ) দীর্ঘমেয়াদী দায় যেমন ব্যাংক ঋণ। মোট দায়ের পরই মালিকানা স্বত্বের সমাপনী উদ্বৃত্ত দেখানো হয়। মোট দায় এবং মালিকানা স্বত্বের সমাপনি উদ্বৃত্তের সমষ্টি মোট সম্পদের সমান হবে।

সম্পদ এবং দায়গুলোকে সাধারণত তারল্যের অগ্রাধিকার পদ্ধতিতেই সাজান হয়। অর্থাৎ যে সম্পদ যত সহজে নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায় সে সম্পদ তত আগে এবং যে দায় যত শীঘ্র পরিশোধ করতে হবে সেটা তত আগে দেখান হয়। তাই চলতি সম্পদ আগে এবং স্থায়ী সম্পদ পরে দেখান হয়। তেমনি ভাবে, চলতি দায় আগে এবং দীর্ঘ মেয়াদী দায় পরে আসে। তবে আর একটি পদ্ধতি– স্থায়ী অগ্রাধিকার পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়। এটি তরল অগ্রাধিকার পদ্ধতির বিপরীত। এই পদ্ধতিতে যে সম্পদ ও দায় যত বেশী স্থায়ী তা তত আগে দেখান হয়। অর্থাৎ স্থায়ী সম্পদ আগে এবং চলতি সম্পদ পরে আসে। তেমনি, দীর্ঘমেয়াদী দায় প্রথম এবং চলতি দায় শেষে আসে।

সম্পদ ও দায়ের শ্রেনিবিভাগের প্রয়োজনীয়তা :

বিভিন্ন সম্পদের প্রকৃতি, ব্যবহার এবং উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকমের। কোন্ সম্পদ তাড়াতাড়ি নগদে রূপান্তর করা যাবে এবং কোন সম্পদ স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা হবে তা জানা থাকলে বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পদের ব্যবস্থাপনাও সহজ হবে এবং প্রত্যেকটির উপর পৃথকভাবে জোর দেয়া হবে। তেমনিভাবে, বিভিন্ন দায়ের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। কোন্ দায় তাড়াতাড়ি এবং কোন্ দায় দেরিতে পরিশোধ করা হবে তা জানা যায় এবং দুই শ্রেণীর দায়ের ব্যবস্থাপনাও দুই রকমের হবে।

চলতি সম্পদ : যে সকল সম্পদ সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্য তাহাই চলতি সম্পদ। যেমন: নগদ ও ব্যাংকে জমা, দেনাদার, মজুদ পণ্য ইত্যাদি।

স্থায়ী সম্পদ : এ সকল সম্পদ দীর্ঘকাল ধরে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়। এ গুলো বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করা হয় নাই। জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদের উদাহরণ ।

চলতি দায় : যে দায় এক বছরের মধ্যে পরিশোধ হবে তা চলতি দায় বা স্বল্পমেয়াদী দায়। যেমন : পাওনাদার, বকেয়া খরচ ইত্যাদি।

দীর্ঘমেয়াদী দায় : যে দায় দীর্ঘ সময়ের জন্য নেয়া হয়েছে তা স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী দায়। যেমন: মেয়াদী ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ ইত্যাদি।

আর্থিক অবস্থার বিবরনীর নমুনা ছক:
পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী ব্যবসায়ের নাম
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
.....সালের .....তারিখের

সম্পদ সমূহ	টাকা	টাকা	টাকা
চলতি সম্পদ:			
নগদ ও ব্যাংকে জমা		****	
দেনাদার	****		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	***		
প্রাপ্য বিল		****	
অব্যবহৃত মনিহারি		****	
প্রাপ্য আয়		****	
অগ্রীম প্রদত্ত খরচ		****	
সমাপনী মজুদ পণ্য		****	
মোট চলতি সম্পদ		****	****
দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ :			
বিনিয়োগ			****
স্থায়ী সম্পদ:		****	
আসবাবপত্র বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়			
অফিস সরঞ্জাম বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়		****	
যন্ত্রপাতি বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়		****	
ভূমি ও দালান বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়		****	
		****	
মোট স্থায়ী সম্পদ			****
মোট সম্পদ			****
দায়সমূহ ও মালিকানা স্বত্ব			
স্বল্পমেয়াদী দায়:			
পাওনাদার/ব্যবসায়িক ঋণ	****		
প্রদেয় বিল	****		
বকেয়া খরচ	****		
অগ্রিমআয়/অনুপার্জিত আয়	****		
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	****		
মোট চলতি দায়		****	
দীর্ঘমেয়াদী দায়:			
ব্যাংক ঋণ / বন্ধকী ঋণ		****	
মোট দায়			****
মূলধন (সমাপনী উদ্বৃত্ত)			****
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			****

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালার প্রয়োগ

বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞানের কিছু নিয়ম–নীতি মানা হয়। সঠিকভাবে লাভ–ক্ষতি এবং সম্পদ ও দায়–দেনার পরিমাণ নিরূপণ করতে হলে এই নিয়ম–নীতি অনুসরণ অবশ্য করণীয়।

১) **ব্যবসায়িক সত্ত্বা নীতি (Entity) :** ব্যবসায়ের মালিককে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক বিবেচনা করা হয়। তাই মালিকের নামে হিসাব না রেখে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে যাবতীয় হিসাব রাখা হয়। এজন্য মালিক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ব্যবসায়ের একটি দায়। একই কারণে মালিক কর্তৃক উত্তোলন তাঁর নিজস্ব খরচ যা তাঁর মূলধনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

২) **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা (Going Concern) :** এ ধারণা অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট মেয়াদী প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকাল ধরে চলমান থাকবে বলে ধরে নেয়া হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি বছরের পর বছর চলবে এবং ভবিষ্যতে এ ব্যবসা বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা নেই। এই নীতির কারণে আয় ও ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। মূলধন জাতীয় আইটেমসমূহ দ্বারা আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করি। তাই স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে তার জীবনকাল পর্যন্ত প্রতি বছর অবচয় ধরতে হয়। এই নীতি না থাকলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা সম্ভব হত না এবং অবচয় ধরারও প্রয়োজন হত না।

৩) **হিসাবকাল ধারণা (Periodicity) :** চলমান নীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট কোন আয়ুষ্কাল নাই। কিন্তু আর্থিক অবস্থা জানতে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা যায় না। তাই প্রতি বছরই আর্থিক অবস্থা জানার জন্য বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের অনন্ত আয়ুষ্কালকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে ভাগ করে নেয়া হয়। এই এক একটি ভাগকে হিসাবকাল বলে। হিসাবকাল সাধারণত এক বছর মেয়াদী হয়।

৪) **বকেয়া ধারণা (Accrual) :** আয় বিবরণী শুধু নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদানের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত হয় না। বকেয়া ধারণার উপর ভিত্তি করে বিশদ আয় বিবরণী তৈরী করা হয়। প্রদত্ত খরচের সাথে বকেয়া খরচ এবং প্রাপ্ত আয়ের সাথে প্রাপ্য আয় যোগ করে বিশদ আয় বিবরণীতে দেখানো হয়। পক্ষান্তরে, অগ্রিম আয় ও ব্যয়কে সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়। অর্থাৎ হিসাব সালের জন্য আয় বা ব্যয়ের পরিমাণ কত সেটিই মুখ্য, ঐ আয় বাবদ কত নগদে পাওয়া গেল বা ঐ ব্যয় বাবদ কত নগদে দেয়া হল সেটি মুখ্য নয়।

৫) **রক্ষণশীলতার নীতি (Conservitism) :** এই নীতি অনুযায়ী মুনাফা নির্ণয়ে রক্ষণশীল হতে হবে অর্থাৎ যতদূর সম্ভব মুনাফা কম দেখাতে হবে। তাই ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সকল ব্যয় ও ক্ষতিকে আয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু আয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকলে চলবে না বরং নিশ্চিত হতে হবে, নিশ্চিত আয়কেই আয় বিবরণীতে দেখানো হবে। সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে যদি মালিক নীট লাভের অংশ নিয়ে যান এবং ঐ সম্ভাব্য আয় যদি আসলে না ঘটে তবে মালিক প্রকৃতপক্ষে মূলধনই ভেঙ্গে ফেললেন যা ব্যবসায়ের জন্য ক্ষতিকর। রক্ষণশীল নীতির জন্য সম্ভাব্য আনাদায়ী পাওনা ক্ষতি হিসাবে দেখান হয়। আর সমাপনী মজুদের বাজার মূল্য ক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশী হলেও সেটি দেখানো হয় না বরং যেটি কম সেই মূল্যই দেখান হয়।

৬) **ক্রয়মূল্য নীতি (Cost Price) :** এই নীতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদসমূহ যে মূল্যে ক্রয় করা হয়েছিল সেই মূল্যেই প্রতি বছর আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হয়। বাজারমূল্যে দেখানো হয় না কারণ স্থায়ী সম্পদ বিক্রির জন্য নয় বরং দীর্ঘকাল ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়। ক্রয়মূল্য বলতে সম্পত্তি অর্জনে প্রদত্ত অর্থ ও ব্যবহার উপযোগী করার জন্য আনুষাঙ্গিক খরচ উভয়কে বুঝায়।

৭) **সামঞ্জস্যতা নীতি (Consistency) :** এই নীতি অনুসারে হিসাববিজ্ঞানের হিসাব সমূহ প্রত্যেক বছরে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়। এই বছর এক পদ্ধতি এবং আরেক বছর অন্য পদ্ধতি এই নীতি অনুসরণ করলে বিভিন্ন বছরে হিসাবসমূহের সঠিক তুলনা করা যায় না। ফলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।

৮) **বস্তুনিষ্ঠতা ধারণা (Materiality) :** হিসাববিজ্ঞানে বস্তুনিষ্ঠতা প্রথা বলতে হিসাবরক্ষকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা লেনদেনসমূহ হিসাবভুক্তকরণকে বুঝায়। হিসাবরক্ষককে প্রাসঙ্গিকতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা বিচার করে হিসাবের বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে হয়। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝানো যেতে পারে– প্রতিষ্ঠান কোন স্থায়ী সম্পদ বা দীর্ঘদিন ব্যবহার হবে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করল। হিসাবরক্ষক উক্ত ক্রয়কে সম্পদ হিসাবে লিপিবদ্ধ না করে খরচ স্বরূপ লিপিবদ্ধ করবেন। যেমন–ঘড়ি, স্ট্যাপলার, পাঞ্চিং মেশিন, ক্যালকুলেটর প্রভৃতি ব্যবসায়ে দীর্ঘদিন ব্যবহার হয় কিন্তু এদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত না করে সংশ্লিষ্ট হিসাব বছরের খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে বিবেচ্য সমন্বয়সমূহ :

যে সময়ের জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় সে সময়ের সকল ব্যয় পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত উভয়ই আর্থিক বিবরণীতে দেখাতে হবে। তেমনিভাবে, আয় যা পাওয়া গেছে এবং পাওনা রয়েছে উভয়ই হিসাবভুক্ত করতে হবে। তবে আগের বছর এবং পরের বছরের কোন আয়–ব্যয় চলতি বছরের আয় বলে গণ্য করা যাবে না।

আমরা জানি রেওয়ামিলের ব্যালেন্সসমূহ নিয়ে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। তবে বিভিন্ন কারণে কিছু হিসাবখাত সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য পূর্ণাঙ্গ (up-to-date) নাও হতে পারে। রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পর যখন এই বিষয়গুলো ধরা পড়বে তখন ঐ হিসাবখাতকে পূর্ণাঙ্গ (সংশ্লিষ্ট বছর সংক্রান্ত) করে তুলার জন্য সমন্বয় জাবেদা দেয়া হয়।

বকেয়া ব্যয় :

রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পর দেখা গেল যে ৫০০ টাকা মজুরী বকেয়া আছে। তখন বকেয়া ধারণা অনুযায়ী এই ৫০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে কারণ এটি বর্তমান বছরের খরচ এবং সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি দায় হিসাবে দেখাতে হবে কারণ এটি দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।

অগ্রিম প্রদত্ত ব্যয় :

বছরের শেষে জানা গেল ৮০০ টাকা বাড়িভাড়া অগ্রিম দেয়া হয়েছে। হিসাব কাল ধারণা অনুযায়ী এই ৮০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে বাড়ীভাড়া হিসাব খাত থেকে বাদ হবে কারণ এটি বর্তমান হিসাব সাল সংক্রান্ত নয় এবং সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদ হিসাবে দেখাতে হবে কারণ এ টাকা বেশী দেয়া হয়েছে যা অন্যান্য সম্পত্তির মত ভবিষ্যতে সুবিধা প্রদান করবে।

প্রাপ্য আয় বা বকেয়া আয় :

বছরের শেষে জানা গেল যে বিনিয়োগের উপর সুদ ৬০০ টাকা বর্তমান সালে অর্জিত হয়েছে কিন্তু এখনও পাওয়া যায়নি। তখন হিসাব কাল ধারণা অনুযায়ী এই ৬০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে আয় এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদে প্রাপ্য সুদ নামে দেখাতে হবে।

অগ্রীম প্রাপ্ত আয় :

ধরা যাক চলতি বছরের রেওয়ামিলে বাড়ী ভাড়া বাবদ আয় ১০,০০০ টাকা দেয়া আছে। কিন্তু এর মধ্যে ৩,০০০ টাকা পরবর্তী বছর বাবদ অগ্রিম আদায় হয়েছে। এক্ষেত্রে, বিশদ আয় বিবরণীতে ১০,০০০ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা বাদ দিয়ে বর্তমান বছরে ৭,০০০ টাকা বাড়ী ভাড়া আয় দেখাতে হবে এবং ৩,০০০ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় হিসাবে দেখাতে হবে কারণ এটি পাওয়া গেছে যার জন্য সেবা প্রদান করতে হবে অথবা পরবর্তী বছরের আয়ের সাথে সমন্বয় হবে।

মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন :

বছরের শেষে জানা গেল মালিক তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ৪,০০০ টাকার পণ্য ব্যবসায় থেকে ব্যবহার করেছেন। এটি ব্যবসায়ের নয় বরং মালিকের ব্যক্তিগত খরচ। তাই আয় বিবরণীতে পণ্য ক্রয় হিসাব থেকে ৪,০০০ টাকা উত্তোলন নামে বাদ যাবে এবং মালিকানা স্বত্বের বিবরণীতে সমপরিমাণ টাকা দিয়ে মালিকের মূলধন কমে যাবে।

অবচয় :

ব্যবসায়ে ব্যবহারের ফলে স্থায়ী সম্পদ যেমন দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় বা ক্ষতি অবচয় নামে বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন ব্যয় হিসাবে দেখান হয়। ধরা যাক রেওয়ামিলে যন্ত্রপাতি ৮০,০০০ টাকা। বছরে ১৫% হারে যন্ত্রপাতির উপর অবচয় হিসাবভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে (৮০,০০০ × ১৫%) ১২,০০০ টাকা অবচয় নামে বিশদ আয় বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে। সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে পুঞ্জিভূত অবচয় নামে যন্ত্রপাতি থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে।

বিশদ আয় বিবরণী

	টাকা
পরিচালন ব্যয়:	
যন্ত্রপাতির অবচয়	১২,০০০

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ:		
যন্ত্রপাতি	৮০,০০০	
(–) পুঞ্জিভূত অবচয়	১২,০০০	
		৬৮,০০০

অনাদায়ী পাওনা :

দেনাদারদের মধ্যে কেহ দেউলিয়া হতে পারেন বা অন্য কারণে পাওনা অনাদায়ী থাকতে পারে। ব্যবসায়ের এই ক্ষতিকে অনাদায়ী পাওনা বলে। ধরা যাক রেওয়ামিলে ৫০,০০০ টাকা দেনাদার হিসাব। বছরের শেষে জানা গেল যে একজন দেনাদার থেকে ১০০০ টাকা আর কখনও পাওয়া যাবে না। তাই এটি ক্ষতি হিসাবে বিশদ আয় বিবরণীতে দেখাতে হবে এবং দু'তরফা দাখিলা অনুযায়ী সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা নামে দেনাদার থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে।

অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি :

দেনাদার থেকে নিশ্চিত অনাদায়ী পাওনা বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট দেনাদারদের কিছু অংশ পরবর্তীতে আদায় নাও হতে পারে। এটি সম্ভাব্য ক্ষতি যা বিশদ আয় বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বা সম্ভাব্য অনাদায়ী পাওনা নামে দেখান হয় এবং রক্ষণশীলতার নীতি অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে দেনাদার থেকে বাদ হয়।

উদাহরণ–

ধরা যাক, রেওয়ামিলে দেনাদার হিসাব ৫০,০০০ টাকা এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত ২,০০০ টাকা। একজন দেনাদার থেকে ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। উপরন্তু, অবশিষ্ট দেনাদারের ৫% আদায় নাও হতে পারে।

অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখান হলো :

বিশদ আয় বিবরণীতে:

অনাদায়ী পাওনা	১,০০০
(+) নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি [(৫০,০০০–১,০০০) × ৫%]	২,৪৫০
	৩,৪৫০
(–) পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (প্রা: উদ্বৃত্ত)	২,০০০
	১,৪৫০

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে :

দেনাদার	৪৯,০০০
বাদ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,৪৫০
	৪৬,৫৫০

কাজ : ২০১৪ সনে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির প্রারম্ভিক ব্যালেন্স ৪,০০০ টাকা। বছরের শেষে দেনাদার ৬০,০০০ টাকা। ধরা হল এ বছর দেনাদারের ১০% নাও পাওয়া যেতে পারে। দেখাও: আয় বিবরণীতে কত ক্ষতি দেখান হবে এবং আর্থিক বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কত হবে ?

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কয়েকটি সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী প্রশ্নসহকারে উল্লেখ করা হলো।

উদাহরন :১

সুমঙ্গল এন্ড সন্স এর হিসাবরক্ষক নিচের রেওয়ামিলটি প্রস্তুত করেছেন।

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়	১,৪৭,০০০	২,৯০,০০০
পণ্য ফেরত	৪,০০০	৩,০০০
বেতন	২০,০০০	
আন্তঃ পরিবহন	২,০০০	
বহিঃ পরিবহন	৮০০	
বীমা প্রিমিয়াম	৫,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	২,৫০০	
ব্যাংক জমা	১৫,০০০	
মূলধন		৫,০০,০০০
দেনাদার	৭,০০০	
পাওনাদার		১০,০০০
যন্ত্রপাতি	২,৮০,০০০	
জমি	৪,৭৩,২০০	
১০% ঋণ (২০১৮ তে প্রদেয়)		১,০০,০০০
পুঞ্জিভূত অবচয়–যন্ত্রপাতি		৫৬,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৫০০
মজুদ পণ্য (১ জানুয়ারি ২০১৪)	৩,০০০	
	৯,৫৯,৫০০	৯,৫৯,৫০০

সমন্বয়সমূহ :

১) সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ৫,০০০ টাকা ও বাজার মূল্য ৪,০০০ টাকা
২) যন্ত্রপাতির অবচয় ১০% ধরতে হবে।
৩) বেতন ৬,০০০ টাকা বকেয়া আছে।
৪) বীমার প্রিমিয়াম অগ্রীম দেয়া আছে ২,৫০০ টাকা।
৫) সম্ভাব্য অনাদায়ী পাওনা ১০% ধরতে হবে।
৬) ঋনের সুদ বকেয়া আছে।

জনাব সুমঙ্গল এন্ড সন্স ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিশদ আয় বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান:

সুমঙ্গল এন্ড সন্স
বিশদ আয় বিবরণী
২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	টাকা	টাকা	টাকা
নীট বিক্রয়:			
মোট বিক্রয়		২,৯০,০০০	
বাদ: ফেরত		৪,০০০	
বাদ: বিক্রিত পণ্যের ব্যয়			২,৮৬,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ		৩,০০০	
ক্রয়	১,৪৭,০০০		
বাদ: ফেরত	(৩,০০০)		
	১,৪৪,০০০		
যোগ: আন্তঃপরিবহন	২,০০০	১,৪৬,০০০	
		১,৪৯,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ		(৪,০০০)	১,৪৫,০০০
মোট মুনাফা			১,৪১,০০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়			
বেতন	২০,০০০		
যোগ: বকেয়া	৬,০০০	২৬,০০০	
বহি:পরিবহন		৮০০	
বিজ্ঞাপন খরচ		২,৫০০	
বীমা খরচ	৫,০০০		
বাদ: অগ্রীম	(২,৫০০)		
		২,৫০০	
অবচয় (২,৮০,০০০ × ১০%)		২৮,০০০	
নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (৭,০০০×১০%)	৭০০		
বাদ: পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (প্রাঃ উদ্বৃত্ত)	৫০০	২০০	
			(৬০,০০০)
পরিচালন মুনাফা			৮১,০০০
বাদ: অপরিচালন ব্যয়			
ঋনের সুদ (১,০০,০০০×১০%)			(১০,০০০)
নীট মুনাফা			৭১,০০০

সুমজাল এন্ড সন্স
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	টাকা	টাকা
মূলধন (১/১/২০১৪)	৫,০০,০০০	
যোগ : নীট মুনাফা	৭১,০০০	
মালিকানা স্বত্ব (৩১/১২/২০১৪)		৫,৭১,০০০

সুমজাল এন্ড সন্স
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের

	টাকা	টাকা	টাকা
চলতি সম্পদ :			
নগদ ও ব্যাংকে		১৫,০০০	
দেনাদার	৭,০০০		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৭০০	৬,৩০০	
অগ্রীম প্রদত্ত বীমা		২,৫০০	
মজুদ পণ্য		৪,০০০	২৭,৮০০
মোট চলতি সম্পদ			
স্থায়ী সম্পদ :			
যন্ত্রপাতি	২,৮০,০০০		
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়(৫৬,০০০ + ২৮,০০০)	৮৪,০০০	১,৯৬,০০০	
জমি		৪,৭৩,২০০	৬,৬৯,২০০
মোট স্থায়ী সম্পদ			৬,৯৭,০০০
মোট সম্পদ			
দায়সমূহ ও মালিকের স্বত্বাধিকার			
স্বল্পমেয়াদী দায়:			
পাওনাদার	১০,০০০		
সুদ বকেয়া	১০,০০০		
বকেয়া বেতন	৬,০০০		
মোট চলতি দায়		২৬,০০০	
দীর্ঘমেয়াদী দায়:			
ঋণ (২০১৮ সালে প্রদেয়)		১,০০,০০০	
মোট দায়			১,২৬,০০০
মূলধন (সমাপনি উদ্বৃত্ত)			৫,৭১,০০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			৬,৯৭,০০০

উদাহরণ ঃ ২

জনাব জাহাঙ্গীর আলমের ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিশদ আয় বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

জাহাঙ্গীর আলম এর

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৩০,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৭৬,০০০	১,৫৭,০০০
মজুরি	১০,০০০	
আন্তঃ পরিবহন	৫,০০০	
বহিঃ পরিবহন	৮,০০০	
কমিশন প্রাপ্তি		৫০০
বেতন	২৪,০০০	
বিজ্ঞাপন	১০,০০০	
১০%বিনিয়োগ	২০,০০০	
হাতে নগদ	৩,৬০০	
দেনাদার ও পাওনাদার	৩০,০০০	১৯,৫০০
আমদানি শুল্ক	৭,০০০	
মনিহারি	৩,০০০	
অফিস খরচ	৬,০০০	
বিদ্যুৎ খরচ	৫,০০০	
উত্তোলন ও মূলধন	৪০,০০০	১,৭০,০০০
ফেরত	৭,০০০	৬,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		৩০,০০০
অনাদায়ী পাওনা	৮,০০০	
বাট্টা প্রদান ও বাট্টা প্রাপ্তি	১,০০০	৮০০
আসবাবপত্র	২০,০০০	
যন্ত্রপাতি	৭০,০০০	৮০০
বিনিয়োগের সুদ		
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ	১,০০০	
মোট	৩,৮৪,৬০০	৩,৮৪,৬০০

সমন্বয় ঃ

ক. মজুদ পণ্য (৩১/১২/২০১৪) ৪০,০০০ টাকা।

খ. অফিস খরচ বকেয়া ১,০০০ টাকা।

গ. অব্যবহৃত মনিহারি ৫০০ টাকা।

ঘ. বেতন অগ্রিম পরিশোধ ৪,০০০ টাকা।

সমাধান ঃ

জাহাঙ্গীর আলমের
বিশদ আয় বিবরণী
২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১৫,৭০০০	
বাদ: ফেরত		-৭,০০০	
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			১,৫০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৩০,০০০	
ক্রয়	৭৬,০০০		
বাদ: ফেরত	-৬,০০০		
		৭০,০০০	
আন্তঃ পরিবহন		৫,০০০	
মজুরি		১০,০০০	
আমদানি শুল্ক		৭০০০	
		১,২২,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		-৪০,০০০	
			৮২,০০০
মোট মুনাফা			৬৮,০০০
যোগ : বাট্টা প্রাপ্তি		৮০০	
কমিশন প্রাপ্তি		৫০০	
			১,৩০০
			৬৯,৩০০
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
বহিঃ পরিবহন		৮,০০০	
বেতন	২৪,০০০		
বাদ: অগ্রিম	-৪,০০০		
		২০,০০০	
বিজ্ঞাপন		১০,০০০	
মনিহারি	৩,০০০		
বাদ: অব্যবহৃত	-৫০০		
		২,৫০০	
অফিস খরচ	৬,০০০		
যোগ: বকেয়া	১,০০০		
		৭,০০০	
বিদ্যুৎ খরচ		৫,০০০	
অনাদায়ী পাওনা		৮,০০০	
বাট্টা প্রদান		১,০০০	
			(৬১,৫০০)
পরিচালন মুনাফা			৭,৮০০
অপরিচালন আয় :			
বিনিয়োগের সুদ	৮০০		
যোগ: প্রাপ্য সুদ	১,২০০		
		২,০০০	
অপরিচালন ব্যয়:			
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ		(১,০০০)	
			১,০০০
নীট অপরিচালন আয়			৮,৮০০
নীট মুনাফা			

জাহাঙ্গীর আলমের
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	টাকা	টাকা
মূলধন (১/১/২০১৪)	১,৭০,০০০	
(+) নীট লাভ	৮,৮০০	
		১,৭৮,৮০০
(–) উত্তোলন		(৪০,০০০)
মালিকানা স্বত্ব (৩১/১২/২০১৪)		১,৩৮,৮০০

জাহাঙ্গীর আলমের
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

সম্পদ	টাকা	টাকা
চলতি সম্পদ :		
হাতে নগদ	৩,৬০০	
দেনাদার	৩০,০০০	
অব্যবহৃত মনিহারী	৫০০	
অগ্রিম বেতন প্রদান	৪,০০০	
বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ	১,২০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য	৪০,০০০	
মোট চলতি সম্পদ		৭৯,৩০০
বিনিয়োগ :		
১০% বিনিয়োগ	২০,০০০	
		২০,০০০
স্থায়ী সম্পদ :		
আসবাবপত্র	২০,০০০	
যন্ত্রপাতি	৭০,০০০	
মোট স্থায়ী সম্পদ		৯০,০০০
মোট সম্পদ		১,৮৯,৩০০
দায়সমূহ ও মালিকের স্বত্বাধিকার		
চলতি দায়:		
পাওনাদার	১৯,৫০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৩০,০০০	
অফিস খরচ বকেয়া	১,০০০	
মোট চলতি দায়		৫০,৫০০
মূলধন (সমাপনি উদ্বৃত্ত)		১,৩৮,৮০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		১,৮৯,৩০০

উদাহরণ ঃ ৩

শওকত ট্রেডার্সের নিম্নোক্ত রেওয়ামিল ও সমন্বয়সমূহ বিবেচনাপূর্বক ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর :

রেওয়ামিল
৩১ মার্চ ২০১৪

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
হাতে নগদ	৮,২০০	
ব্যাংকে জমা	১১,০০০	
প্রাপ্য বিল ও প্রদেয় বিল	৩,৫০০	২,০০০
মূলধন		১,০০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	১১,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৩৫,০০০	৫৮,০০০
বিক্রয় বাট্টা ও ক্রয় বাট্টা	৩,০০০	২,০০০
দেনাদার	২২,০০০	
পাওনাদার		২০,০০০
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত মুনাফা		১,০০০
বিজ্ঞাপন	৭,০০০	
বেতন	১০,০০০	
পরিবহন	১,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	২,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		১,৫০০
কমিশন প্রদান ও কমিশন প্রদান	৩০০	৫০০
ইজারা সম্পদ (৫ বছর)	৩০,০০০	
আসবাবপত্র	৪,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫,০০০	
উত্তোলন	৩২,০০০	
	১,৮৫,০০০	১,৮৫,০০০

সমন্বয় :

ক. সমাপনী মজুদ পণ্য ২০,০০০ টাকা;
খ. ২ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে;
গ. দেনাদারের আরও ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়;
ঘ. বিজ্ঞাপন খরচ ২ বছরের জন্য পরিশোধিত;
ঙ. আসবাসপত্র ও অফিস সরঞ্জামের উপর ৫% অবচয় ধরতে হবে

সমাধান :

শওকত ট্রেডার্সের
বিশদ আয় বিবরণী
২০১৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের

	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		৫৮,০০০	
বাদ: বিক্রয় বাট্টা		-৩,০০০	৫৫,০০০
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			
প্রারম্ভিক মজুদ		১১,০০০	
ক্রয়	৩৫,০০০		
বাদ: ক্রয় বাট্টা	-২,০০০		
		৩৩,০০০	
যোগ: পরিবহন		১,০০০	
		৪৫,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		-২০,০০০	
			-২৫,০০০
মোট মুনাফা			৩০,০০০
যোগ: কমিশন প্রাপ্তি			৫০০
			৩০,৫০০
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
বিজ্ঞাপন	৭,০০০		
বাদ: বিলম্বিত ($\frac{১}{২}$)	-৩,৫০০	৩,৫০০	
বেতন	১০,০০০		
যোগ: বকেয়া	২,০০০		
		১২,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	২,০০০		
যোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা	১,০০০		
	৩,০০০		
বাদ: পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	-১,৫০০		
		১,৫০০	
কমিশন প্রদান		৩০০	
ইজারা সম্পদ অবলোপন ($\frac{১}{৫}$)		৬,০০০	
অবচয়-আসবাবপত্র	২০০		
অবচয়-অফিস সরঞ্জাম	২৫০	৪৫০	
			২৩,৭৫০
পরিচালন মুনাফা			৬,৭৫০
অপরিচালন আয় :			
আসবাবপত্র বিক্রয় জনিত মুনাফা		১,০০০	
নীট অপরিচালন আয়			১,০০০
নীট মুনাফা			৭,৭৫০

শওকত ট্রেডার্সের
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের

	টাকা	টাকা
মূলধন (১.৪.২০১৩)	১,০০,০০০	
(+) নীট লাভ	৭,৭৫০	
		১,০৭,৭৫০
(–) উত্তোলন		–৩২,০০০
মালিকানা স্বত্ব (৩১/০৩/২০১৪)		৭৫,৭৫০

শওকত ট্রেডার্সের
আর্থিক অবস্থার বিবরণী, ৩১ মার্চ ২০১৪

সম্পদ	টাকা	টাকা	টাকা
চলতি সম্পদ :			
হাতে নগদ		৮,২০০	
ব্যাংকে জমা		১১,০০০	
প্রাপ্য বিল		৩,৫০০	
দেনাদার	২২,০০০		
বাদ: নতুন অনাদায়ী পাওনা	-১,০০০		
		২১,০০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		২০,০০০	
মোট চলতি সম্পদ			৬৩,৭০০
অন্যান্য সম্পদ :			
বিলম্বিত বিজ্ঞাপন			৩,৫০০
স্থায়ী সম্পদ :			
ইজারা সম্পদ	৩০,০০০		
বাদ: অবলোপন	-৬,০০০		
		২৪,০০০	
আসবাবপত্র	৪,০০০		
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়	-২০০	৩,৮০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫,০০০		
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়	-২৫০	৪,৭৫০	
মোট স্থায়ী সম্পদ			৩২,৫৫০
মোট সম্পদ			৯৯,৭৫০
দায়সমূহ ও মালিকের স্বত্বাধিকার			
চলতি দায় :			
প্রদেয় বিল		২,০০০	
পাওনাদার		২০,০০০	
বকেয়া বেতন		২,০০০	
মোট চলতি দায়			২৪,০০০
মূলধন (সমাপনী উদ্বৃত্ত)			৭৫,৭৫০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			৯৯,৭৫০

উদাহরণ : ৪

ফারহানা আক্তারের নিম্নোক্ত রেওয়ামিল ও সমন্বয়সমূহ বিবেচনাপূর্বক ২০১৪ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর :

রেওয়ামিল

৩০ জুন ২০১৪

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
দেনাদার ও পাওনাদার	২০,০০০	৩৭,০০০
দালানকোঠা	৭০,০০০	
সাধারণ সঞ্চিতি		১০,০০০
হাতে নগদ	১৮,৬০০	
মূলধন		১,০০,০০০
উত্তোলন	৩৫,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৩০,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৮৪,০০০	১,৫৪,০০০
দালানের মেরামত	২,৬০০	
জাহাজ ভাড়া	৪,০০০	
শুল্ক	১,০০০	
ডক চার্জ	১,৭০০	
বেতন ও মজুরী	১৮,০০০	
সাধারণ খরচ	৫,০০০	
ব্যাংকে জমাতিরিক্ত		৩,০০০
বীমা প্রিমিয়াম	১,৫০০	
কুঋণ ও কুঋণ সঞ্চিতি	৩,০০০	২,৫০০
বিজ্ঞাপন	৫,৫০০	
শিক্ষানবীশ ভাতা	৩,৬০০	
মূলধনের সুদ	১০,০০০	
উত্তোলনের সুদ		৪,০০০
ভ্রমণ খরচ	৩,০০০	
উপভাড়া		১১,০০০
আয়কর	৫,০০০	
	৩,২১,৫০০	৩,২১,৫০০

সমন্বয় :

ক. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন ১,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

খ. অলিখিত আন্তঃ ফেরত ও বহিঃ ফেরত যথাক্রমে ৪,০০০ ও ২,০০০ টাকা।

গ. বীমা প্রিমিয়াম ২০১৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিশোধিত। [এক বছরের জন্য]

ঘ. অব্যবহৃত মনিহারী ১,০০০ টাকা এবং ১ মাসের উপভাড়া অনাদায়ী।

ঙ. দেনাদারের ২,০০০ টাকা অবলোপন কর এবং অবশিষ্ট দেনাদারের ১০% সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

চ. সমাপনী মজুদ পণ্য ৪০,০০০ টাকা।

সমাধান :

ফরহানা আক্তারের
বিশদ আয় বিবরণী
২০১৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের

	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১,৫৪,০০০	
বাদ: আন্তঃ ফেরত		-৪,০০০	১,৫০,০০০
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৩০,০০০	
ক্রয়	৮৪,০০০		
বাদ: পণ্য উত্তোলন	-১,০০০		
	৮৩,০০০		
বাদ: বহিঃ ফেরত	-২,০০০	৮১,০০০	
জাহাজ ভাড়া		৪,০০০	
শুল্ক		১,০০০	
ডক চার্জ		১,৭০০	
		১,১৭,৭০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		-৪০,০০০	৭৭,৭০০
মোট মুনাফা			৭২,৩০০
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
দালানের মেরামত		২,৬০০	
বেতন ও মজুরি		১৮,০০০	
সাধারণ খরচ	৫,০০০		
বাদ: অব্যবহৃত	-১,০০০	৪,০০০	
বীমা প্রিমিয়াম	১,৫০০		
বাদ: অগ্রিম	-৩৭৫	১,১২৫	
কুঋণ	৩,০০০		
যোগ: নতুন কুঋণ	২,০০০		
	৫,০০০		
যোগ: নতুন ঋণ সঞ্চিতি	১,৪০০		
	৬,৪০০		
বাদ: পুরাতন ঋণ সঞ্চিতি	-২,৫০০	৩,৯০০	
বিজ্ঞাপন		৫,৫০০	
ভ্রমণ খরচ		৩,০০০	৩৮,১২৫
পরিচালন মুনাফা			৩৪,১৭৫

অপরিচালন আয় :			
উত্তোলনের সুদ		৪,০০০	
উপভাড়া	১১,০০০		
যোগ: প্রাপ্য	১,০০০	১২,০০০	
		১৬,০০০	
অপরিচালন ব্যয় :			
শিক্ষানবীশ ভাতা	৩,৬০০		
মূলধনের সুদ	১০,০০০	(১৩,৬০০)	
নীট অপরিচালন আয়			২,৪০০
নীট মুনাফা			৩৬,৫৭৫

করহানা আক্তারের

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের

	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	১,০০,০০০	
যোগ: নীট মুনাফা	৩৬,৫৭৫	
		১,৩৬,৫৭৫
বাদ: উত্তোলন :		
নগদ	৩৫,০০০	
পণ্য	১,০০০	−৩৬,০০০
		১,০০,৫৭৫
বাদ: আয়কর		−৫,০০০
		৯৫,৫৭৫
সাধারণ সঞ্চিতি		১০,০০০
মালিকানা স্বত্ব (৩১/০৩/২০১৪)		১,০৫,৫৭৫

ফারহানা আক্তারের

আর্থিক অবস্থার বিবরণী, ৩১ মার্চ ২০১৪

সম্পদ	টাকা	টাকা	টাকা
চলতি সম্পদ :			
হাতে নগদ		১৮,৬০০	
দেনাদার	২০,০০০		
(–) আত: ফেরত	(৪,০০০)		
	১৬,০০০		
(–) নতুন কুঋণ	(২,০০০)		
	১৪,০০০		
(–) নতুন কুঋণ সঞ্চিতি	(১,৪০০)	১২,৬০০	
প্রাপ্য উপভাড়া		১,০০০	
বীমা প্রিমিয়াম অগ্রিম		৩৭৫	

অব্যবহৃত মনিহারি		১,০০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৪০,০০০	
মোট চলতি সম্পদ			৭৩,৫৭৫
স্থায়ী সম্পদ :			
দালানকোঠা		৭০,০০০	
মোট স্থায়ী সম্পদ			৭০,০০০
মোট সম্পদ			১,৪৩,৫৭৫
দায়সমূহ ও মালিকের স্বত্বাধিকার			
চলতি দায় :			
পাওনাদার	৩৭,০০০		
(–) বহিঃ ফেরত	(২,০০০)		
		৩৫০০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		৩০০০	
মোট চলতি দায়			৩৮০০০
মালিকানা স্বত্ব (৩১/০৩/২০১৪)			১,০৫,৫৭৫
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			১,৪৩,৫৭৫

উদাহরণ : ৫:

সুনীল চন্দ্র রায়–এর

রেওয়ামিল: ৩১ ডিসেম্বর ২০১২

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১০% বন্ধকী ঋণ (১/৭/১২)		১০০০০০
১২% সঞ্চয়পত্র	২০,০০০	
ব্যাংকে জমা	১৪,০০০	
হাতে নগদ	২৫,০০০	
মূলধন (১/১/১২)		১৮০০০০
মোটর গাড়ী	২,০০,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	২০,০০০	
যন্ত্রপাতি	৩০,০০০	
উত্তোলন	৫০,০০০	
দেনাদার ও পাওনাদার	৩৫,০০০	২৫,০০০
শিক্ষানবীশ সেলামী		১৫,০০০
অতিরিক্ত মূলধন (১/৭/১২)		৫০,০০০
অগ্রিম ভাড়া	৩,০০০	
মনিহারি বকেয়া		২,০০০
ক্রয় ও বিক্রয়	৮৫,০০০	১,৭০,০০০
বিক্রয় পরিবহন	২,০০০	
ঋণের সুদ	৩,০০০	
বেতন	২৪,০০০	
খাজনা ও কর	২,০০০	
অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,০০০	৬,০০০
ফেরত	৩,০০০	১,০০০
মজুদ পণ্য (১/১/১২)	৩২,০০০	
	৫,৪৯,০০০	৫,৪৯,০০০

সমন্বয় :

ক. সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয় মূল্য ৩৩,০০০ এবং বাজার মূল্য ৩৫,০০০ টাকা।
খ. শিক্ষানবিশ সেলামী ২ বছরের জন্য আদায় হয়েছে।
গ. ক্যাশ বাক্স হতে ৫০০ টাকার ২টি নোট চুরি হয়েছে, যা হিসাবভুক্ত হয়নি।
ঘ. মূলধনের উপর ৫% সুদ ধার্য কর।
ঙ. চলতি বছরে মোট অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ৩,০০০ টাকা ।
চ. স্থায়ী সম্পদের উপর ৩% অবচয় ধার্য করতে হবে।

সমাধান :

সুনীল চন্দ্র রায়–এর
বিশদ আয় বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

সম্পদ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১,৭০,০০০	
বাদ: ফেরত		–৩,০০০	১,৬৭,০০০
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			
প্রারম্ভিক মজুদ		৩২,০০০	
ক্রয়	৮৫,০০০		
বাদ: ফেরত	–১,০০০		
		৮৪,০০০	
		১,১৬,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		–৩৩,০০০	
			–৮৩,০০০
মোট মুনাফা			৮৪,০০০
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
বিক্রয় পরিবহন		২,০০০	
বেতন		২৪,০০০	
খাজনা ও কর		২,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	১,০০০		
যোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা	২,০০০		
	৩,০০০		
বাদ: পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	–৬,০০০		
স্থায়ী সম্পদের অবচয় :		–৩,০০০	
মোটর গাড়ি	৬,০০০		
অফিস সরঞ্জাম	৬০০		
যন্ত্রপাতি	৯০০		
		৭,৫০০	
			–৩২,৫০০
পরিচালন মুনাফা			৫১,৫০০
অপরিচালন আয় :			
সঞ্চয়পত্রের প্রাপ্য সুদ		২,৪০০	
শিক্ষানবীশ সেলামী	১৫,০০০		
বাদ: অগ্রিম	–৭,৫০০	৭,৫০০	
		৯,৯০০	

অপরিচালন ব্যয় :			
ঋণের সুদ	৩,০০০		
যোগ: বকেয়া	২,০০০		
	৫,০০০		
মূলধনের সুদ	১০,২৫০		
ক্যাশ বাক্স হতে চুরি	১,০০০		
		-১৬,২৫০	
নীট অপরিচালন আয়			-৬,৩৫০
নীট মুনাফা			৪৫,১৫০

সুনীল চন্দ্র রায়–এর
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	১,৮০,০০০	
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	৫০,০০০	
	২,৩০,০০০	
যোগ: মূলধনের সুদ	১০,২৫০	
	২,৪০,২৫০	
যোগ: নীট লাভ	৪৫,১৫০	
		২,৮৫,৪০০
বাদ: উত্তোলন		-৫০,০০০
মালিকানা স্বত্ব (৩১/১২/২০১২)		২,৩৫,৪০০

সুনীল চন্দ্র রায়–এর
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১২

সম্পদ	টাকা	টাকা	টাকা
চলতি সম্পদ :			
হাতে নগদ	২৫,০০০		
বাদ: চুরি জনিত ক্ষতি	-১,০০০		
		২৪,০০০	
ব্যাংক জমা		১৪,০০০	
দেনাদার	৩৫,০০০		
বাদ: নতুন অনাদায়ী পাওনা	-২,০০০		
		৩৩,০০০	
সঞ্চয়পত্রের প্রাপ্য সুদ		২,৪০০	
অগ্রিম ভাড়া		৩,০০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৩৩,০০০	
মোট চলতি সম্পদ			১,০৯,৪০০
বিনিয়োগ :			
সঞ্চয়পত্র			২০,০০০

স্থায়ী সম্পদ :			
মোটর গাড়ি	২,০০,০০০		
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়	-৬,০০০		
		১,৯৪,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	২০,০০০		
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়	-৬০০		
		১৯,৪০০	
যন্ত্রপাতি	৩০,০০০		
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়	-৯০০		
		২৯,১০০	
মোট স্থায়ী সম্পদ			২,৪২,৫০০
মোট সম্পদ			৩,৭১,৯০০
দায়সমূহ ও মালিকানা স্বত্ব			
চলতি দায় :			
পাওনাদার		২৫,০০০	
মনিহারি বকেয়া		২,০০০	
ঋণের বকেয়া সুদ		২,০০০	
অগ্রিম শিক্ষানবীশ সেলামী		৭,৫০০	
মোট চলতি দায়			৩৬,৫০০
দীর্ঘমেয়াদী দায় :			
১০% বন্ধকী ঋণ			১,০০,০০০
মোট দায়			১,৩৬,৫০০
মালিকানা স্বত্ব (৩১/১২/২০১৪)			২,৩৫,৪০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			৩,৭১,৯০০

ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন :

বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে আমরা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা জানতে পারি যেমন লাভ–ক্ষতি, স্থায়ী সম্পদ, চলতি সম্পদ, চলতি দায়, দীর্ঘমেয়াদী দায়, মূলধনের পরিমাণ ইত্যাদি। কিন্তু এ জানা যথেষ্ট নয়। কারণ কত লাভ হয়েছে তার চেয়েও বড় কথা কত টাকা বিনিয়োগ করে কত লাভ হয়েছে। তেমনিভাবে চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় পৃথকভাবে জানার পাশাপাশি চলতি সম্পদ চলতি দায়ের কত গুণ, অর্থাৎ ব্যবসায়ের চলতি সম্পদ দ্বারা চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা কতটুকু। অতএব, ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা ভালভাবে জানতে হলে আমাদেরকে বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীর একটি হিসাব খাতের সাথে আরেকটি হিসাব খাতের তুলনা করতে হবে, অর্থাৎ একটি হিসাবখাত অন্য হিসাব খাতের শতকরা কত অংশ (শতকরা হার) অথবা একটি হিসাবখাতের সাথে অন্য হিসাবখাতের অনুপাত বের করতে হবে। এই শতকরা হার এবং অনুপাত নির্ণয় করে একটি ব্যবসায়ের একাধিক বছরের আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক মূল্যায়ন করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, একটি ব্যবসায়ের সাথে অন্য ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থারও তুলনা করা যায়। নিম্নে কয়েকটি অনুপাত বিশ্লেষণ দেখানো হলো।

মুনাফার হার:

নীট মুনাফাকে আমরা বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং বিনিয়োজিত মূলধনের সাথে তুলনা করতে পারি। অর্থাৎ নীট মুনাফা ও বিক্রয় লব্ধ অর্থের শতকরা হার এবং নীট আয় ও বিনিয়োজিত মূলধনের শতকরা হার নির্ণয় করতে পারি। এই শতকরা হার যে

সালে বেশি সেই বছরের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা অন্য বছরের চেয়ে ভাল। তেমনিভাবে, এই শতকরা হার যে ব্যবসায়ের বেশী সে ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা অন্য ব্যবসায়ের চেয়ে ভালো।

১। নীট মুনাফার হার = $\frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{নীট বিক্রয়}} \times ১০০$

২। বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার হার = $\frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$

এক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধন=মোট সম্পত্তি–চলতি দায়

চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা :

চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়ের তুলনা করে অর্থাৎ চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের অনুপাত নির্ণয় করে আমরা ব্যবসায়ের চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা জানতে পারি। এর জন্য সাধারণত দুটি অনুপাত নির্ণয় করা হয়।

১) চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

২) তারল্য অনুপাত= $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি - (মজুদ পণ্য+অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি দায়}}$

অগ্রিম পরিশোধিত খরচ এবং মজুত পন্য অতি দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় না বিধায় তারল্য অনুপাত নির্ণয়ে এই আইটেম গুলো বাদ রাখা হয়। চলতি অনুপাত সাধারনত ২:১ হওয়া ভালো অর্থাৎ প্রতি ১ টাকা চলতি দায়ের বিপক্ষে ২ টাকার চলতি সম্পত্তি থাকা বাঞ্ছনীয় এবং প্রতি ১ টাকা তরল দায় পরিশোধের জন্য ১ টাকার তরল সম্পদ থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ তারল্য অনুপাতের ক্ষেত্রে আদর্শ মান হলো ১:১।

উদাহরণ:

রাণী এন্টারপ্রাইজ এবং শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজের ২০১৪ সালের হিসাব বই হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগৃহীত :

	রাণী এন্টারপ্রাইজ (টাকা)	শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজ (টাকা)
মোট মুনাফা	১০,০০০	১৫,০০০
নীট মুনাফা	৮,০০০	৬,০০০
বিক্রয়	১,০০,০০০	১,২০,০০০
বিনিয়োজিত মূলধন	৬০,০০০	৮০,০০০
চলতি সম্পদ	৯,০০০	১০,০০০
চলতি দায়	৫,০০০	৬,০০০
মজুদ পণ্য	১,০০০	১,২০০

করণীয়:

ক) দুটি ব্যবসায়ের নীট মুনাফার হার ও বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার হার

খ) দুটি ব্যবসায়ের চলতি অনুপাত ও তারল্য অনুপাত

গ) কোন্ ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা ভালো?

সমাধান :

ক)

মুনাফার অনুপাত	রাণী এন্টারপ্রাইজ	শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজ
১। নীট মুনাফার হার = $\frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{নীট বিক্রয়}} \times ১০০$	$\frac{৮০০০}{১০০০০০} \times ১০০ = ৮\%$	$\frac{৬০০০}{১২০০০০} \times ১০০ = ৫\%$
২। বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার হার= $\frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$	$\frac{৮০০০}{৬০০০০} \times ১০০ = ১৩.৩\%$	$\frac{৬০০০}{৮০০০০} \times ১০০ = ৭.৫\%$

খ)

চলতি দায় পরিশোধ অনুপাত	রাণী এন্টারপ্রাইজ	শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজ
১। চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$	$\frac{৯০০০}{৫০০০} = ১.৮ : ১$	$\frac{১০০০০}{৬০০০} = ১.৬৭ : ১$
২। তারল্য অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি - (মজুদ পণ্য+অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি দায়}}$	$\frac{৯০০০ - ১০০০}{৫০০০} = ১.৬ : ১$	$\frac{১০০০০ - ১২০০}{৬০০০} = ১.৪৬ : ১$

গ) রানী এন্টারপ্রাইজের আর্থিক অবস্থা শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজের চেয়ে ভাল। রানীর মুনাফার হার ৮% ও ১৩.৩%। শ্রীলেখার ৫% ও ৭.৫%। রানীর তারল্য বা চলতি দায় মিটানোর ক্ষমতাও শ্রীলেখার চেয়ে ভাল। চলতি অনুপাতের আদর্শ মান সাধারণত ২:১ হয়, অর্থাৎ চলতি দায় পরিশোধ করেও যেন যথেষ্ট টাকা হাতে থাকে।

কাজ: নিম্নোক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে নীট মুনাফার অনুপাত, বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত, চলতি অনুপাত ও তারল্য অনুপাত নির্ণয় কর।

	টাকা		টাকা
মোট মুনাফা	৪০,০০০	বিনিয়োজিত মূলধন	১,০০,০০০
নীট মুনাফা	১৮,০০০	চলতি সম্পদ	৩৫,০০০
বিক্রয়	১,২০,০০০	চলতি দায়	২০,০০০
		সমাপনী মজুদ পণ্য	৫,০০০

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। পরিচালন আয়–
i) আসবাবপত্র বিক্রয়
ii) ধারে পণ্য বিক্রয়
iii) নগদে পণ্য বিক্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। কোনটি সত্য?
ক) মুনাফা মূলধনের পরিবর্তন ঘটায়
খ) মুনাফা মূলধনের হ্রাস ঘটায়
গ) মূলধন শুধুই মুনাফা থেকে আসে
ঘ) মুনাফা মূলধনের বৃদ্ধি ঘটায়

৩। মোট মুনাফা হলো–
ক) পরিচালন মুনাফা + পরিচালন ব্যয় খ) বিক্রয় – ক্রয়
গ) বিক্রিত পণ্যের ব্যয় + প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ঘ) নীট মুনাফা – পরিচালনা ব্যয়

৪। অপরিচালন আয়–
i) বিনিয়োগের সুদ
ii) বিক্রয়
iii) শিক্ষানবীশ সেলামি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। বিক্রয় ১৮,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুদ ২,৫০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ১,৭০০ টাকা, ক্রয় ১৩,৪০০ টাকা এবং ক্রয় পরিবহন ৭০০ টাকা হলে; বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কত?
ক) ১৬৬০০ টাকা খ) ১৪,৯০০ টাকা
গ) ১৫৯০০ টাকা ঘ) ১৮,৩০০ টাকা

৬। অবচয় হলো–
ক) স্থায়ী সম্পদের ক্রয়কৃত মূল্য খ) পুরাতন স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ
গ) ব্যবহারের ফলে স্থায়ী সম্পদের যে অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে ঘ) পুরাতন স্থায়ী সম্পদের প্রতিস্থাপন ব্যয়

৭। সম্ভাব্য অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখা হয় যখন–
ক) দেনাদার দেউলিয়া হয়ে যায় খ) দেনাদারকে খুঁজে পাওয়া যায় না
গ) দেনাদারের নিকট প্রাপ্য অর্থ নিশ্চিত পাওয়া যাবে না ঘ) দেনাদারের নিকট প্রাপ্য অর্থ আদায় নাও হতে পারে

৮ । যদি মোট মুনাফা ৭০,০০০ টাকা পরিচালন ব্যয় ৩৫,০০০ টাকা, অপরিচালন আয় ১৫,০০০ টাকা হয়, তবে নীট মুনাফা হবে–

ক) ২০,০০০ টাকা খ) ২৫,০০০ টাকা
গ) ৩৫,০০০ টাকা গ) ৫০,০০০ টাকা

৯ । কবির এন্ড ব্রাদার্স এর মোট লাভ হওয়া সত্ত্বেও নীট ক্ষতি হওয়ার কারণ কী?
ক) খরচ হ্রাস খ) সম্পদ হ্রাস গ) খরচ বৃদ্ধি ঘ) সম্পদ বৃদ্ধি

১০ । কোনটি বিশদ আয় বিবরণীর পরিচালন ব্যয়?
ক) অফিস খরচ খ) মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন গ) কাঁচামাল ঘ) পণ্য ক্রয়ের ভাড়া

১১ । পাওনাদার আর্থিক অবস্থার বিবরণীর কোন অংশে থাকে?
ক) চলতি সম্পদ খ) চলতি দায় গ) স্থায়ী সম্পদ ঘ) দীর্ঘ মেয়াদী দেনা

১২ । জনাব রহিমের হিসাবের বইতে বিশ্বনাথের হিসাব ডেবিট ব্যালেন্স ৫০০ টাকা কী বুঝায়?
ক) বিশ্বনাথের কাছে রহিমের দেনা ৫০০ টাকা খ) রহিম বিশ্বনাথের থেকে পণ্য কিনেছে ৫০০ টাকা
গ) রহিমের কাছে বিশ্বনাথের দেনা ৫০০ টাকা ঘ) বিশ্বনাথের কাছ থেকে ৫০০ টাকা পাওয়া গেছে

১৩ । তারল্যের অনুপাত কোনটি?

ক) $\frac{\text{চলতি দায় - (মজুদ পণ্য+অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি সম্পত্তি}}$ খ) $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি + (মজুদ পণ্য–অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি দায়}}$

গ) $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$ ঘ) $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি - (মজুদ পণ্য+অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি দায়}}$

১৪ । নীট অপরিচালন আয়–
ক) পরিচালন আয়–অপরিচালন ব্যয় খ) অপরিচালন আয়–অপরিচালন ব্যয়
গ) অপরিচালন আয়–পরিচালন ব্যয় ঘ) পরিচালন আয়–পরিচালন ব্যয়

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। যতিন এন্ড ব্রাদার্স এর বিভিন্ন লেনদেনের আলোকে নিম্নোক্ত রেওয়ামিল তৈরী করা হয়েছে।

যতিন এন্ড ব্রাদার্স

রেওয়ামিল

৩১ মার্চ ২০১৪

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
পণ্য ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়	৯৫,০০০	১,৪০,০০০
পণ্য ফেরত	৪,০০০	৩,০০০
মজুরি	১০,০০০	–
ক্রয় পরিবহন	২,০০০	–
বিক্রয় পরিবহন	৮০০	–
বীমা প্রিমিয়াম	৫,০০০	–
বিজ্ঞাপন খরচ	২,৫০০	–
অনাদায়ী দেনা	১,০০০	–
কমিশন প্রাপ্তি	–	২,৬০০
যন্ত্রপাতি	৪০,০০০	–
বেতন	১৩,০০০	
উত্তোলন ও মূলধন	১৭,০০০	১,০০,০০০
দেনাদার ও পাওনাদার	৩৫,০০০	১৯,৭০০
হাতে নগদ	২৫,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	১৫,০০০	
	২,৬৫,৩০০	২,৬৫,৩০০

সমন্বয়সমূহ:

১) সমাপনী মজুদ পণ্যের বাজারমূল্য ১৭,৫০০ টাকা ও ক্রয়মূল্য ২৫,০০০ টাকা।

২) যন্ত্রপাতির উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

৩) মজুরী ২,০০০ টাকা বকেয়া।

ক. চলতি সম্পদের পরিমান নির্ণয় কর?

খ. মোট মুনাফা ৩১,৫০০ টাকা হলে, নীট মুনাফার পরিমাণ কত?

গ. যতিন এন্ড ব্রাদার্স–এর আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর। (নীট লাভ ৮,৮০০ টাকা)

২। আনমনা সেন একজন ব্যবসায়ী। তাঁর হিসাবরক্ষক নিম্নোক্ত রেওয়ামিল তৈরি করেছেন।

রেওয়ামিল : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
পণ্য বিক্রয়		৩৫,৮০০
পণ্য ক্রয়	১৪,৫২৫	
বেতন	২,৩২৫	
যাতায়াত খরচ	৯,৩০০	
বাড়ীভাড়া	১,২৫০	
বীমা খরচ	২,৪৫০	
নগদ	১৭,৫০০	
ব্যাংক ওভারড্রাফট্		১,২৫০
মূলধন		১৯,২৭৫
উত্তোলন	১২,০০০	
দেনাদার	১১,৭২৫	
পাওনাদার		৯,৭৫০
যন্ত্রপাতি	১০,০০০	
ঋণ (২০১৯ তে প্রদেয়)		১৫,০০০
	৮১,০৭৫	৮১,০৭৫

সমন্বয়সমূহ:

১। মজুদ পণ্য (৩১/১২/২০১৪) ৩০০০ টাকা

২। স্থায়ী সম্পদের উপর ১০% অবচয় ধার্য কর।

৩। ঋণের উপর ৬% হারে ৬ মাসের সুদ বকেয়া রয়েছে।

৪। বেতন বকেয়া ২০০০ টাকা

ক. ঋণের বকেয়া সুদের পরিমাণ কত?

খ. আনমনা সেনের ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের নীট মুনাফা নির্ণয় কর।

গ. আনমনা সেনের ৩১/১২/২০১৪ তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

৩। খাদিজা এণ্ড কোং-এর ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের রেওয়ামিলটি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		১৫,০০০	
২	পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়		৪০,০০০	১,০৫,০০০
৩	বেতন		৫,০০০	
৪	ফেরত		২,০০০	১,০০০
৫	বীমা প্রিমিয়াম		৭৫০	
৬	কারবারি বাট্টা		১,০৫০	৭৫০
৭	পরিবহন খরচ		২,৫০০	
৮	বিজ্ঞাপন খরচ		২,৭৫০	
৯	বাট্টা প্রাপ্তি			১,০০০
১০	শিক্ষানবিশ ভাতা ও সেলামি		১,৩০০	২,৬০০
১১	বিবিধ দেনাদার		৪০,০০০	
	মোট		১,১০,৩৫০	১,১০,৩৫০

সমন্বয়সমূহ:

১. সমাপনী মজুদ পণ্য ১২,৩০০ টাকা।
২. পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।
৩. খাদিজা এন্ড কোং এর স্বত্বাধিকারী ১,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেছেন যা হিসাবভুক্ত হয়নি।
৪. দেনাদারের উপর ৪% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরতে হবে।
৫. বিজ্ঞাপন খরচ ৫ বছরের জন্য পরিশোধ করা হয়েছে।

ক. নীট ক্রয়ের পরিমাণ কত?
খ. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে যথাযথ ছকে খাদিজা এন্ড কোং এর মোট মুনাফা নির্ণয় কর?
গ. বছর শেষে খাদিজা এন্ড কোং এর পরিচালন মুনাফা কত হবে ছক ব্যবহার করে নির্ণয় কর।

৪। নিখিল চন্দ্রের ব্যবসায়ের ৩০–০৬–২০১৪ তারিখের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়		১,৫০,০০০	৩,০০,০০০
২	উত্তোলন ও মূলধন		৯০,০০০	২,০০,০০০
৩	দেনাদার ও পাওনাদার		৮২,০০০	৪২,০০০
৪	অন্তর্মুখী ফেরত		৪,০০০	
৫	প্রাপ্য বিল ও প্রদেয় বিল		৬,০০০	১১,০০০
৬	বাট্টা		৪,০০০	৩,০০০
৭	কমিশন		১,০০০	৪০০
৮	বেতন (১০ মাস)		২০,০০০	
৯	বিবিধ স্থায়ী সম্পদ		১,০০,০০০	
১০	অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৩,০০০	২,৬০০
১১	হাতে নগদ		৪৫,০০০	
১২	কারবারী বাট্টা		৩,০০০	১,০০০
১৩	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৫২,০০০	
	মোট		৫,৬০,০০০	৫,৬০,০০০

সমন্বয়সমূহ:

১. সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ২০,০০০ টাকা এবং বাজার মূল্য ২২,০০০ টাকা।
২. দেনাদারের ১০% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি ধার্য কর।
৩. মূলধনের উপর ৫% হারে সুদ ধরতে হবে।
৪. স্থায়ী সম্পদর উপর ৫% হারে অবচয় ধরতে হবে।

ক. নিখিল চন্দ্রের চলতি সম্পদের মোট পরিমাণ নির্ণয় কর।
খ. উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত কর।
গ. নিখিল চন্দ্রের ব্যবসায়ের নীট মুনাফার অনুপাত ও চলতি অনুপাত নির্ণয় কর।

৫। সুরভী ট্রেডার্সের ২০১৪ সালের রেওয়ামিলটি নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		২০,০০০	
২	ক্রয় ও বিক্রয়		৮০,০০০	১,২০,০০০
৩	বিক্রয় ফেরত		৩,০০০	
৪	ক্রয় ফেরত			৪,০০০
৫	আসবাবপত্র		২৪,০০০	
৬	মজুরি		৩,০০০	
৭	ক্রয় পরিবহন		১,০০০	
৮	বেতন		১২,০০০	
৯	ভাড়া		৫,০০০	
১০	৫% ঋণ			২৮,০০০
১১	খাজনা ও কর		৬,০০০	
১২	কমিশন প্রাপ্তি			২,০০০
১৩	উত্তোলন ও মূলধন		১০.০০০	৮০.০০০
১৪	অতিরিক্ত মূলধন (১/৭/১৪)			২০,০০০
১৫	যন্ত্রপাতি		৯০,০০০	
			২,৫৪,০০০	২,৫৪,০০০

অন্যান্য তথ্যাদি: ১। সমাপণী মজুদ পণ্যের মূল্য ১৪,০০০ টাকা, ২। মূলধনের উপর ৫% সুদ ধার্য কর।

৩। স্থায়ী সম্পদের উপর ১০% অবচয় ধার্য কর

৪। এক বছরের ঋণের সুদ বকেয়া রয়েছে।

ক. বছর শেষে সুরভী ট্রেডার্সের স্থায়ী সম্পদের নীট মূল্যে নির্ণয় কর।

খ. উপরিক্ত তথ্যাদির আলোকে সুরভী ট্রেডার্সের নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় কর।

গ. উপর্যুক্ত তথ্যাদি অবলম্বনে সুরভী ট্রেডার্সের মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।

৬। ফাল্গুনী এন্টারপ্রাইজ-এর ২০১৪ সালের মোট লাভের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা। ২০১৪ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিলটি নিমরূপঃ

ফাল্গুনী এন্টারপ্রাইজ

রেওয়ামিল : ৩১ ডিসেম্বরর, ২০১৪

ক্র/নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	মূলধন			১,৩০,০০০
২	উত্তোলন		১৫,০০০	
৩	ক্রয় ও বিক্রয়		৪৬,০০০	৫১,০০০
৪	হাতে নগদ		৫,০০০	
৫	ব্যাংকে জমা		১০,০০০	
৬	অফিস সরঞ্জাম		২৭,০০০	
৭	দালানকোঠা		৫০,০০০	
৮	বেতন		৭,০০০	
৯	ভাড়া		১০,০০০	
১০	বিক্রয় ফেরত		৪,০০০	
১১	বিবিধ দেনাদার		১৮,০০০	
১২	বিবিধ পাওনাদার			১২,০০০
১৩	শিক্ষানবিশ সেলামি			২,০০০
১৪	অনাদয়ী দেনা		৩,০০০	
			১,৯৫,০০০	১,৯৫,০০০

অন্যান্য তথ্যাদি : ১। সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ২৮,০০০ টাকা এবং বাজারমূল্য ৩০,০০০ টাকা। ২। বকেয়া বেতন ১,৫০০ টাকা এবং অগ্রিম ভাড়া ২,০০০ টাকা। ৩। বাকিতে পণ্য বিক্রয় ৬,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত করা হয়নি।

ক. ফালগুনী এন্টারপ্রাইজ এর বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপণ কর।

খ. ফালগুনী এন্টারপ্রাইজ এর নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় কর।

গ. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ফালগুনী এন্টারপ্রাইজ এর আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি কর।

৭। প্রিয়ন্তি ট্রেডার্সের ৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখের রেওয়ামিলটি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৩৫,০০০	
২	ক্রয় ও বিক্রয়		৭৬,০০০	১,১৬,০০০
৩	আন্তঃ পরিবহন		৩,০০০	
৪	ভাড়া		৯০০	
৫	দেনাদার		৮০,০০০	
৬	ফেরত		৪০০	৩০০
৭	মূলধন			৯০,০০০
৮	পাওনাদার			১৬,০০০
৯	ব্যবসায়িক বাট্টা		১,৫০০	২,০০০
১০	জ্বালানি		৬০০	
১১	শুল্ক		২,০০০	
১২	কুলির মজুরি		৫০০	
১৩	কমিশন			৭০০
১৪	বেতন (১৪ মাসের)		১৪,০০০	
১৫	বিজ্ঞাপন		৩,০০০	
১৬	৮% ঋণ (৩০/৬/১২)			২০,০০০
১৭	হাতে নগদ		১৮,১০০	
১৮	উত্তোলন		২০,০০০	
১৯	সাধারন সঞ্চিতি			১০,০০০
			২,৫৫,০০০	২,৫৫,০০০

অন্যান্য তথ্যাদি: ১. বছর শেষে অবিক্রিত পণ্যের মূল্য ৪৫,০০০ টাকা। ২. বাকিতে পণ্য বিক্রয় ৬,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি। ৩. বিজ্ঞাপনের $\frac{২}{৫}$ অংশ বিলম্বিত করতে হবে। ৪. উত্তোলনের উপর ৫% সুদ ধার্য কর।

ক. প্রিয়ন্তী ট্রেডার্সের নীট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. প্রিয়ন্তী ট্রেডার্সের নিট মুনাফার পরিমাণ ৩৫,২০০ টাকা, ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ কত?

গ. বছর শেষে প্রিয়ন্তী ট্রেডার্সের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

৮। রায়হান এন্টারপ্রাইজ ২০১৪ সালে পাইকারি ব্যবসা করে ২৫,০০০ টাকা মোট লাভ করেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	ব্যাংকে জমাতিরিক্ত			২৩,০০০
২	ক্রয় ও বিক্রয়		২২,০০০	৬০,০০০
৩	বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত		৩,০০০	১,০০০
৪	দেনাদার ও পাওনাদার		৩৫,০০০	৮,০০০
৫	১০% বিনিয়োগ (১-৭-১২)		২০,০০০	
৬	স্থায়ী সম্পদ		৮০,০০০	
৭	অনাদায়ী পাওনা		২,০০০	
৮	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি			৪,০০০
৯	মূলধন			১,০০,০০০
১০	মূলধনের সুদ		৫,০০০	
১১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		২৩,০০০	
১২	হাতে নগদ		৬,০০০	
			১,৯৬,০০০	১,৯৬,০০০

অন্যান্য তথ্যাদি: ১. সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ২০,০০০ টাকা ও বাজার মূল্য ২২,০০০ টাকা।

২. ক্যাশ বাক্স হতে ৫০০ টাকার দুইটি নোট হারিয়ে গেল।

৩. ধারে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে রায়হান এন্টারপ্রাইজের তারল্য অনুপাত নির্ণয় কর।

খ. উল্লেখিত মোট লাভ অন্তর্ভুক্ত করে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. নীট লাভ ২৯,০০০ টাকা বিবেচনাপূর্বক আর্থিক অবস্থায় বিবরণী প্রস্তুত কর।

৯। জনাব সাদেকের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের রেওয়ামিলটি নিম্নরূপ:

জনাব সাদেক

রেওয়ামিল : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

ক্রমিক	হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	উত্তোলন ও মূলধন	৪৫,০০০	১,০০,০০০
২	ক্রয় ও বিক্রয়	৭৫,০০০	১,৭০,০০০
৩	দেনাদার ও পাওনাদার	৪১,০০০	২১,০০০
৪	ভাড়া	৩,০০০	
৫	প্রাপ্য বিল ও প্রদেয় বিল	৩,০০০	৫,৫০০
৬	কমিশন	২,৫০০	২০০
৭	বেতন (৮ মাস)	১০,০০০	
৮	স্থায়ী সম্পত্তি	৭০,০০০	
৯	অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,৫০০	১,৩০০
১০	হাতে নগদ	৩২,৫০০	
১১	ব্যবসায়িক বাট্টা	১,৫০০	৫০০
১২	মজুদ পণ্য (১/১/১৪)	২৪,৫০০	
১৩	মজুরি	১,৫০০	
১৪	সঞ্চয়পত্রের সুদ		১২,৫০০
		৩,১১,০০০	৩,১১,০০০

সমন্বয়সমূহ :

১. সমাপনী মজুদ পণ্য ২০,০০০ টাকা

২. অলিখিত ক্রয় ২০,০০০ টাকা

৩. মূলধনের উপর ৫% সুদ ধরতে হবে।

৪. স্থায়ী সম্পত্তির ৫% অবচয় ধার্য করতে হবে।

৫. ১,০০০ টাকার দেনাদার দেউলিয়া হয়ে গেল।

ক) জনাব সাদেকের নিট ক্রয়ের পরিমাণ কত?

খ) মোট মুনাফা ৭৮,০০০ টাকা হলে ছক ব্যবহার করে নিট মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ) জনাব সাদেকের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মোট সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় কর।

১০। রহমান এন্ড ব্রাদার্সের ২০১৩ ও ২০১৪ সালের কিছু হিসাব দেয়া আছে।

	২০১৩ টাকা	২০১৪ টাকা		২০১৩ টাকা	২০১৪ টাকা
মোট মুনাফা	১৬,০০০	১৫,৫০০	চলতি সম্পদ	৮,৫০০	১১,০০০
নীট মুনাফা	৬,৯০০	৫,৬০০	চলতি দায়	৬,৪০০	৯,৫০০
বিক্রয়	৯০,০০০	৯২,০০০	মজুদ পণ্য	১,২০০	৯০০
বিনিয়োজিত মূলধন	৫০,০০০	৭৫,০০০			

ক. ২০১৩ ও ২০১৪ সালের পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ কত?

খ. ২০১৩ সালের নিট মুনাফার অনুপাত ও বিনিয়োজিত মূলধন আয় অনুপাত কত?

গ. প্রতিষ্ঠানের ২০১৪ সালের স্বল্পমেয়াদী দায় পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই কর।

একাদশ অধ্যায়

পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন, ক্রয় এবং বিক্রয় করা হয় সে সমস্ত পণ্য দ্রব্যের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী, সঠিকভাবে মূল্য নির্ধারণ করতে না পারলে ব্যবসায়ের ব্যবসায়িক ক্ষতির পাশাপাশি পারস্পরিক আরো নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রতিটি পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ক্রয়মূল্য এবং সর্বোপরি সঠিকভাবে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে ক্রেতা এবং বিক্রেতার উভয়েরই স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হয়।

চিত্র : উৎপাদনকৃত পণ্য বিক্রয়কেন্দ্র।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে পারব।
- উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানের শ্রেণিবিভাগ করতে পারব।
- পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে মোট উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে পারব।

ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ :

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই হিসাবরক্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত লাভ লোকসান নির্ণয় করা। প্রকৃত লাভ লোকসান নির্ণয় তখনই সম্ভব হবে যদি পণ্যের সঠিক ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যায়। সাধারণত ক্রয়কৃত পণ্যের দামের সাথে যে সমস্ত খরচসমূহ সরাসরি জড়িত সে সমস্ত খরচসমূহ যোগ করে ক্রয়মূল্য নিরূপণ করা হয়। পাশাপাশি ক্রয়মূল্যের সাথে পণ্যকে বিক্রয় উপযোগী করা পর্যন্ত যে সমস্ত খরচগুলো সংঘটিত হয় সেগুলোকে যোগ করে তার সাথে প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণ যোগ করে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

ক্রয়মূল্য নিরূপণ :

সাধারণভাবে ক্রয়মূল্য বলতে বুঝায় পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতাকে যে মূল্য প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিক্রেতাকে দেয়া প্রদত্ত অর্থের সাথে ক্রেতার গুদাম পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানো বাবদ যে সমস্ত আনুষাঙ্গিক খরচ সংঘটিত হয়ে থাকে তার যোগফলের সমষ্টিই হচ্ছে ক্রয়মূল্য। ক্রেতার দোকান বা গুদামে পৌঁছানো পর্যন্ত যে সমস্ত খরচগুলো সংঘটিত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ খরচ। যেমন– জাহাজ বা রেল ভাড়া, প্যাকিং খরচ, আমদানি শুল্ক, ডক চার্জ, বীমা খরচ, কুলি খরচ ইত্যাদি। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো হলো:–

গাজীপুরের ব্যবসায়ী জনাব সামাদ এন্ড সন্স এর নামে চট্টগ্রাম থেকে ৫,০০০ লিটার সয়াবিন তৈল ১২০ টাকা লিটার দরে ক্রয় করা হলো। ট্রাক ভাড়া ১৫,০০০, টাকা কুলি খরচ ১,২০০ টাকা, টোল খরচ– ১,০০০ টাকা। গুদামে পণ্য খালাস মজুরী ১,৫০০ টাকা পরিশোধ করা হলো। এক্ষেত্রে প্রতি লিটার তৈলের ক্রয়মূল্য দাঁড়াবে।

	টাকা	টাকা
সয়াবিন তৈল ক্রয় (৫০০০ লিটার × ১২০ টাকা)		৬,০০,০০০
(+) প্রত্যক্ষ খরচ :		
ট্রাক ভাড়া	১৫,০০০	
কুলি খরচ	১,২০০	
টোল খরচ	১,০০০	
পণ্য খালাস মজুরী	১,৫০০	
		১৮,৭০০
মোট ক্রয়মূল্য		৬,১৮,৭০০

প্রতি লিটার তৈলের ক্রয়মূল্য (৬১৮৭০০ ÷ ৫০০০) = ১২৩.৭৪ টাকা।

নিম্নের ছকে ক্রয়মূল্য, ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য দেখানো হলো:

প্রতিষ্ঠানের নাম

.....সালের .....তারিখের

বিবরণ	টাকা	টাকা
পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ		****
যোগ: প্রত্যক্ষ খরচসমূহ		
• পরিবহন		
• মজুরী	****	
• শুল্ক	****	
• কর	****	
	****	
		****
		***
যোগ: পরোক্ষ খরচসমূহ ক্রয়মূল্য		
• ভাড়া	****	
• বেতন	****	
• বিজ্ঞাপন	****	
		****
ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয়		****
যোগ: প্রত্যাশিত মুনাফা		****
বিক্রয়মূল্য		****

বিক্রয়মূল্য নিরূপণ

ক্রয়কৃত পণ্য বা উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয় উপযোগী করে তোলার জন্য অর্থাৎ ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত ক্রয়মূল্যের সাথে অন্যান্য পরোক্ষ খরচ যেমন– দোকান ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুৎ, বিজ্ঞাপন, পরিবহন খরচ ইত্যাদি যোগ করে মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এই মোট ব্যয়ের সাথে প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো হলো। যেমন: পূর্বের ক্রয়কৃত পণ্যের মোট ক্রয়মূল্য ছিল– ৬,১৮,৭০০ টাকা, এর সাথে পণ্য বিক্রয় বাবদ কর্মচারীদের বেতন ৬০০০, বিদ্যুৎ বিল ১৫০০, বিজ্ঞাপন খরচ ২০০০ ও যাতায়াত খরচ ১০০০ টাকা ব্যয় হয়। মোট ব্যয়ের ১০% মুনাফা ধরে বিক্রয়মূল্য হবে–

	টাকা	টাকা
মোট ক্রয়মূল্য		৬,১৮,৭০০
(+) পরোক্ষ খরচ:		
কর্মচারীদের বেতন	৬,০০০	
বিদ্যুৎ বিল	১,৫০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	২,০০০	
যাতায়াত খরচ	১,০০০	
		১০,৫০০
মোট ব্যয়		৬,২৯,২০০
(+) প্রত্যাশিত মুনাফা (৬,২৯,২০০ × ১০%)		৬২,৯২০
বিক্রয়মূল্য		৬,৯২,১২০

প্রতি লিটার তৈলের বিক্রয়মূল্য (৬৯২১২০ ÷ ৫০০০) = ১৩৮.৪২ টাকা

নিম্নের উদাহরনের সাহায্যে ক্রয়মূল্য, ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য দেখানো হলো :

উদাহরণ:

ঢাকার একজন ব্যবসায়ী জনাব নাসির উদ্দিন ভিয়েতনাম থেকে প্রতি বান্ডিল ৪,০০০ টাকা দরে ১,০০০ বান্ডিল ঢেউটিন আমদানী করেন। ১,০০০ বান্ডিল ঢেউটিনের জন্য তিনি নিম্নোক্ত খরচ গুলো পরিশোধ করেন–

আমদানী শুল্ক ১৫,০০০; জাহাজ ভাড়া ৭৫,০০০; বীমা খরচ ৮,০০০; ক্লিয়ারিং চার্জ ৭,০০০; কুলি মজুরী ২,০০০; ট্রাক ভাড়া ২০,০০০; এছাড়া তিনি গুদাম ও দোকান ভাড়া ১২,০০০; কর্মচারীদের বেতন ৭,০০০ টাকা। প্রতি বান্ডিল ঢেউটিন বিক্রয়ের জন্য ১০ টাকা হারে কমিশন প্রদান করেন। উক্ত ব্যবসায়ী মোট ব্যয়ের উপর ১৫% লাভ ধরে ঢেউটিন বিক্রয় করেন।

সমাধান:

জনাব নাসির উদ্দিনের
ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
ঢেউটিন ক্রয়(১,০০০ বান্ডিল × ১০০০ টাকা)		৪০,০০,০০০
যোগ: প্রত্যক্ষ খরচ		
আমদানী শুল্ক	১৫,০০০	
জাহাজ ভাড়া	৭৫,০০০	
বীমা খরচ	৮,০০০	
ক্লিয়ারিং চার্জ	৭,০০০	
কুলি মজুরী	২,০০০	
ট্রাক ভাড়া	২০,০০০	
		১,২৭,০০০
মোট ক্রয়মূল্য		৪১,২৭,০০০
যোগ: পরোক্ষ খরচ		
গুদাম ও দোকান ভাড়া	১২,০০০	
কর্মচারীদের বেতন	৭,০০০	
কমিশন (১০০০ ×১০)	১০,০০০	
		২৯,০০০
মোট ব্যয়		৪১,৫৬,০০০
যোগ: প্রত্যাশিত মুনাফা (৪১,৫৬,০০০ × ১৫%)		৬,২৩,৪০০
বিক্রয়মূল্য		৪৭,৭৯,৪০০

প্রতি বান্ডিল ঢেউটিনের মোট ব্যয় = (৪১,৫৬,০০০ ÷ ১০০০) = ৪,১৫৬ টাকা

প্রতি বান্ডিল ঢেউটিনের বিক্রয়মূল্য = (৪৭,৭৯,৪০০ ÷ ১০০০) = ৪,৭৭৯.৪০ টাকা

কাজ : খুলনার জনাব হান্নান সাহেব চট্টগ্রাম থেকে ২০০ পাম্প মেশিন ক্রয় করলেন। প্রতিটি পাম্প মেশিনের ক্রয়মূল্য ৫,০০০ টাকা। তিনি গাড়ী ভাড়া ২০,০০০ টাকা, বীমা খরচ ২,০০০ টাকা শুল্ক ১,০০০ টাকা ডক চার্জ ১,২০০ টাকা পরিশোধ করলেন। এছাড়া তিনি গুদাম ভাড়া বাবদ ৪,০০০ টাকা, দোকান ভাড়া ৩,০০০ টাকা, কর্মচারীদের বেতন ২,৫০০ টাকা বিদ্যুৎ খরচ বাবদ ২,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। মুনাফা মোট ব্যয়ের ২৫%
করণীয়: ক্রয়মূল্য, মোট ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য ।

উৎপাদন ব্যয় ও উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান

চিত্র : একটি বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান।

উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা ও তাৎপর্য :

স্বাভাবিকভাবে কোন পণ্য উৎপাদন বা অর্জন করতে যে ব্যয় হয় তার সমষ্টিই হচ্ছে উৎপাদন ব্যয়। কোন অর্থনৈতিক সম্পদ অর্জনের জন্য যে মূল্য ত্যাগ করা হয় তাকে ব্যয় (cost) বলে। সংক্ষেপে বলা যায় ব্যয় হচ্ছে মূল্য হিসাবে কিছু দেয়া বা ত্যাগ করা, সুতরাং সহজ ভাষায় বলা যায় কোন পণ্য বা সেবা সৃষ্টি বা উৎপাদন করতে যে মূল্য ত্যাগ করতে হয় বা খরচ হয় তাকেই উৎপাদন ব্যয় বলা হয়। কোন দ্রব্য কারখানায় উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ক্রয় থেকে শুরু করে দ্রব্যটি ব্যবহার উপযোগী বা সমাপ্ত পণ্যে (Finished goods) পরিণত করার জন্য যাবতীয় খরচের সমষ্টিই হলো ঐ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়। যেমন– ফার্নিচারের কারখানায় ফার্নিচার তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাঠ, রং বার্নিশ এবং শ্রমের জন্য প্রদত্ত মুজুরী, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যয় এবং অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমষ্টিকে বলা হবে ফার্নিচারের উৎপাদন ব্যয়। তেমনি ইট তৈরির কারখানায় বালু, মাটি, শ্রমিক এবং পোড়ানোর খরচের সমষ্টিই হল ইটের উৎপাদন ব্যয়।

কোন কারবারি প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করা। শিল্প কারখানার উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণমূলক কাজে উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্যের মোট খরচ এবং একক প্রতি উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা অতি জরুরী। কারণ কোন দ্রব্য বা সেবার মোট ব্যয় এবং একক ব্যয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা না হলে সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।

মোট উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের সাথে যে সমস্ত উপাদানগুলো জড়িত অর্থ্যাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচের হিসাবগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ এবং সংরক্ষনের মাধ্যমে একদিকে যেমন– উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের খরচ সম্পর্কে জানা যায়, অন্যদিকে অপচয় ও অপব্যবহার রোধ করে মোট উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌছানো যায়।

কাজ : উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য কেন?

উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্য :

উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের সাথে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। নিম্নে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলোঃ

১। **লাভ লোকসান নির্ণয় :** প্রতিটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেরই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক চিত্র তথা প্রকৃত লাভ লোকসান সম্পর্কে অবগত হওয়া। উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের মাধ্যমে সেই লাভ লোকসান নির্ণয় করা সম্ভব।

২। **মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ :** হিসাব কাল শেষে যে মজুদপণ্য গুদামে থেকে যায় তার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৩। **দায়িত্ব নির্ধারণ :** পূর্ব নির্ধারিত উৎপাদন ব্যয়ের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা করে তারতম্য বা পার্থক্য বের করে পার্থক্য বা তারতম্যের কারণ এবং কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যের জন্য কোন ব্যক্তি দায়ী তা নির্ধারণ করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪। **বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ :** প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লাভজনক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় জরুরী, উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় কৌশল প্রয়োগ করে প্রথমত পণ্য সামগ্রী ও সেবাকর্মের একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়, পরবর্তীকালে পণ্য সামগ্রী বা সেবা কর্মের চাহিদা, বাজারে প্রতিযোগির অবস্থান, সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং কোম্পানীর মুনাফানীতি বিবেচনা করে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে শতকরা হারে মুনাফার পরিমাণ যোগ করে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর পাইকারী ও খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

৫। **বাজেট প্রণয়ন :** বাজেটকে বলা হয় কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্ম প্রণালীর দিক নির্দেশনা। কোম্পানীর প্রতিটি খরচের বাজেট প্রস্তুত করতে হয়। একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করার ফলে মোট ব্যয়ের বাজেট নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৬। **প্রকল্প মূল্যায়ন :** যে কোন প্রতিষ্ঠানকে কোন প্রকল্প হাতে নেয়ার পূর্বে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রকল্পটি লাভজনক হবে কিনা তা মূল্যায়ন করে নিতে হয়। সুতরাং প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচায়ের ক্ষেত্রে (Feasibility Study) উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কাজঃ উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ে আর কি কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান :

কোন পণ্য বা সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমান নির্ণয় করাই শেষ কথা নয়। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যয় উপাদানগুলোর বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন। এ জন্য মোট ব্যয়কে উপাদান অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়। যে সকল উপকরণ ব্যয় এবং আনুষঙ্গিক উপরিখরচ নিয়ে পণ্যের বা সেবা কর্মের মোট উৎপাদন ব্যয় গঠিত হয় তাদের প্রত্যেকটিকে ব্যয়ের উপাদান বলা হয়। সামগ্রীক ভাবে ব্যয়ের উপাদান তিনটি নিম্নে উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানের শ্রেনীবিভাগ ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো-

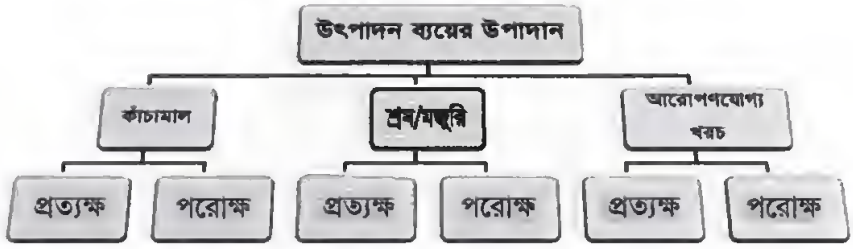

উপরোক্ত ব্যয় উপাদানের মাধ্যমে মোট ব্যয় (Total cost) নির্ধারিত হয়।
উৎপাদনের মোট ব্যয়কে নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:

উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানগুলোকে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। <u>কাঁচামাল</u>

i) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল : যে কাঁচামাল উৎপাদিত পণ্যের প্রধান উপাদান এবং এর খরচ সহজে ও সরাসরিভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যয়রূপে চিহ্নিত করা যায় তাহাই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল মূখ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন– বই উৎপাদনে কাগজ, আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠ, চটের জন্য পাট, চিনির জন্য ইক্ষু সুতার জন্য তুলা কিংবা কাপড়ের জন্য সুতা হলো প্রত্যক্ষ কাঁচামাল।

ii) পরোক্ষ কাঁচামাল : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বাদে অন্যান্য সমস্ত ধরনের মালামালই পরোক্ষ কাঁচামাল বলে। অর্থাৎ যে সব কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য সরাসরি জড়িত নয়। যেমন– শার্ট তৈরির জন্য সূতা ও বোতাম। আসবাবপত্র তৈরির জন্য পেরেক, জুতা তৈরির আঠা ইত্যাদি । পরোক্ষ কাঁচামাল পণ্য তৈরিতে সহায়ক উপাদান হিসোবে কাজ করে।

২। শ্রম/মজুরি

i) প্রত্যক্ষ মজুরি : কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে সরাসরি যে শ্রম জড়িত থাকে তাকে প্রত্যক্ষ শ্রম বলে। অর্থাৎ সে সব কারখানা শ্রমিক কাঁচামাল থেকে পণ্যকে সর্ম্পূণ উৎপাদনের দিকে নিয়ে যায় অথবা যারা আংশিক উৎপাদন স্তর থেকে আরম্ভ করে উৎপাদনটিকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে তাদের মজুরিকে প্রত্যক্ষ মজুরি বলে। যেমন– পাটকলে শ্রমিকের মজুরী, কাপড় বয়নের মজুরী, আসবাবপত্র প্রস্তুতের মিস্ত্রি খরচ ইত্যাদি।

ii) পরোক্ষ মজুরি : যে সব শ্রমিক সরাসরি ভাবে উৎপাদন কার্যে জড়িত নয় তবে উৎপাদন কাজে সহায়তা করে। তাদের শ্রমকে পরোক্ষ শ্রম বা মজুরী বলে। যেমন গার্মেন্টস কারখানায় হেলপারের মজুরীকে পরোক্ষ শ্রম বলা হয়। কারণ তার শ্রম সরাসরি উৎপাদন কার্যে জড়িত নয়। তাছাড়া তার শ্রমের ফলে উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি পায় না ।

৩। আরোপণযোগ্য খরচ :

ক) প্রত্যক্ষ খরচ :

প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বা মজুরীর আওতাভুক্ত না হয়েও যে খরচগুলো পণ্যের সাথে সরাসরি চিহ্নিত করা যায় তাকেই প্রত্যক্ষ খরচ বলে। এ খরচগুলোকে আরোপণযোগ্য খরচ (Chargeable Expenses) বলা হয়। যেমন–

* দালালকোঠা নির্মাণে বিশেষ কংক্রিট মিক্সারের ভাড়া
* স্থাপত্য নঁকশা প্রণয়ন খরচ
* জুতা তৈরির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা ফর্মা বা পায়ের ছাঁচ
* কোন চুক্তির ঠিকাকার্য পাওয়ার জন্য যে খরচ, যেমন– দরপত্রের ক্রয়মূল্য, ভ্রমণ ব্যয় ইত্যাদি।

খ) পরোক্ষ খরচ: যে ব্যয় উৎপাদিত প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না– তাকেই পরোক্ষ ব্যয় বলে। যেমন– একটি টেবিল তৈরি করতে কতটুকু পেরেক খরচ হয়েছে তা চিহ্নিত করা যায় না। এধরনের ব্যয় গুলোকে পরোক্ষ ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য এবং এর অভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রকারের সহায়ক কাজ ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য পরোক্ষ ব্যয় সংঘটিত হয়ে থাকে। পরোক্ষ খরচ তিন প্রকার: যথা:

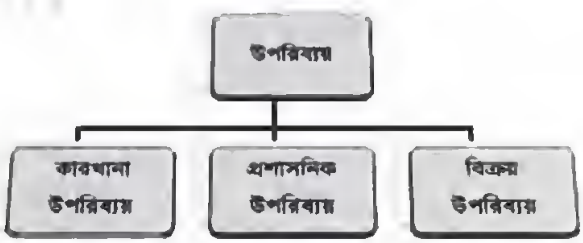

ক) কারখানা উপরিব্যয় : কারখানায় ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যতিত উৎপাদনের অন্যান্য যাবতীয় পরোক্ষ খরচকে কারখানা উপরিখরচ বলা হয়। যেমন– কারখানার ভাড়া, পৌরকর, বীমা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ।

খ) প্রশাসনিক উপরিব্যয় : অফিস ও প্রশাসন সংক্রান্ত খরচকে প্রশাসনিক খরচ বলে। অর্থ্যাৎ সমগ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও অফিস ব্যবস্থাপনার সংগে জড়িত পরোক্ষ খরচ সমূহকে প্রশাসনিক খরচ বা উপরিব্যয় বলা হয়। যেমন– অফিস কর্মচারীদের বেতন, অফিসের ভাড়া, এবং অফিস সংক্রান্ত অন্যান্য ধরনের ব্যয়, যেমন– কাগজপত্র, দলিলপত্র, ছাপা, ডাক ও তার, টেলিফোন ইত্যাদি।

গ) বিক্রয় উপরিব্যয় : তৈরি মাল বিক্রয় এবং বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচকে বিক্রয় ও বিলি খরচ বলে। এই ধরনের খরচ সাধারণত উৎপাদিত পণ্যের ফরমায়েশ সংগ্রহ, নতুন বাজার সৃষ্টি, পুরাতন বাজার বজায় রাখা ও

খরিদ্দারকে আকৃষ্ট করার জন্য করা হয়ে থাকে। যেমন– বিজ্ঞাপন, প্রচার, নমুনা বিতরণ, বিক্রয় ম্যানেজার বা প্রতিনিধিকে প্রদত্ত বেতন বা কমিশন, বিক্রয় অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ইত্যাদি। আবার বিক্রিত পণ্য খরিদ্দারের নিকট পৌঁছে দেয়া বাবদ যে খরচ হয় তাকে বিলিকরণ খরচ বলে– যেমন– দ্রব্য প্রেরণ সংক্রান্ত বীমা, গাড়ী ভাড়া বাবদ ব্যয় ইত্যাদি। আবার বিক্রয় পরবর্তীতে তাকে পণ্যের সার্ভিসিং ও মেরামতের জন্য বা পণ্য বদল করে দেয়ার জন্য যে খরচ হয়, তাও বিক্রয় খরচের অন্তর্ভুক্ত।

কাজ : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রমের তিনটি করে উদাহরণ দাও।

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী:

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানকে ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বা ব্যয় তালিকা বলে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত আর্থিক বছর শেষে তাদের আর্থিক বিবরণীর অংশ হিসাবে উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের খরচ দেখিয়ে ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যয় বিবরণী মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক যে কোন সময়ের জন্য তৈরি করা যেতে পারে। পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ও মুনাফা নির্ণয়ের জন্য মোট তিনটি ধাপে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। নিম্নে উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর নমুনা ছক প্রদান করা হলো:

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম . . . .

উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী

..... সালের ..... তারিখ পর্যন্ত ..... সময়ের জন্য

ব্যয়ের উপাদান	বিস্তারিত টাকা	টাকা	মোট টাকা
কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ		xxx	
যোগ: কাঁচামাল ক্রয়	xxx		
ক্রয় পরিবহন	xxx		
	xxx		
বাদ: ক্রীত কাঁচামাল ফেরত	-xxx		
ব্যবহার উপযোগী কাঁচামাল		xxx	
		xxx	
বাদ: কাঁচামালের সমাপনী মজুদ		-xxx	
ব্যবহৃত কাঁচামালের খরচ			xxx
যোগ: প্রত্যক্ষ মজুরি		xxx	
অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ		xxx	
মুখ্য ব্যয়			xxx
			xxx
যোগ: কারখানা উপরিব্যয়			xxx
উৎপাদন ব্যয়			xxx
যোগ: চলতি কার্যের (অর্ধ সমাপ্ত পণ্যের) প্রারম্ভিক মজুদ			xxx
			xxx
বাদ: চলতি কার্যের (অর্ধ সমাপ্ত পণ্যের) সমাপনী মজুদ			-xxx
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়			xxx

প্রতিষ্ঠানের নাম.....

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বিবরণী

সময়.....

	টাকা	টাকা
তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ		xxx
যোগ : উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়		xxx
বিক্রয়যোগ্য পণ্য		xxx
বাদ: তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ		xxx
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়		xxx

প্রতিষ্ঠানের নাম.....

বিশদ আয় বিবরণী

সময়.....

	টাকা	টাকা
বিক্রয়	xxx	
বাদ: ফেরত	xxx	
নিট বিক্রয়		xxx
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয়		xxx
মোট মুনাফা/লাভ		xxx
বাদ: পরিচালন ব্যয়–		
অফিস ও প্রশাসনিক খরচ	xxx	
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ	xxx	xxx
নিট পরিচালন মুনাফা		xxx

উদাহরণ: নিম্নের তথ্যাবলী থেকে সীমান্ত ফুড প্রডাক্টস এর ৩০/০৬/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অর্ধ বছরের একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

	প্রারম্ভিক টাকা		সমাপণী টাকা
মজুদপণ্য:			
কাঁচামাল	৬,৪০০		৭,৬০০
চলতি কার্য (অর্ধ সম্পন্ন পণ্য)	১২,৩০০		১৫,০০০
উৎপাদিত পণ্য	১০,৫০০		৮,৭০০
প্যাকিং সামগ্রী	১,০০০		৮০০
ক্রয়:			
কাঁচামাল	৬৩,০০০		
প্যাকিং মালপত্র	৩,০০০	বিতরণ খরচ	২,০০০
আন্তঃমুখী বহন খরচ	১,০০০	বিক্রয় খরচ	৩,২০০
প্রত্যক্ষ শ্রমিকদের মজুরী	৪৪,৩০০	বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও বিক্রয় কর্মীদের বেতন	৫,০০০
কারখানা খরচ	৮,৬০০	কারখানা দালানের মেরামত	২,২০০
যন্ত্রপাতির অবক্ষয়	৪,৪০০	ব্যবস্থাপক পরিচালকদের ভাতা	১,৫০০
অফিস খরচাবলী	২,৫০০	বিক্রয়	১,৭৯,০০০

সমাধান:

সীমান্ত ফুড প্রডাক্টস এর
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী
৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত অর্ধ বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
কাচামালের প্রারম্ভিক মজুদ	৬,৪০০		
যোগ: কাঁচামাল ক্রয়	৬৩,০০০		
আন্তঃ মুখী বহন খরচ	১,০০০		
ব্যবহার উপাযোগী কাঁচামালের মূল্য		৭০,৪০০	
বাদ: কাঁচামালের সমাপণী মজুদ		−৭,৬০০	
ব্যবহৃত কাঁচামালের খরচ			৬২,৮০০
যোগ: প্রত্যক্ষ শ্রমিকের মজুরী		৪৪,৩০০	
যোগ: প্রত্যক্ষ খরচ: প্যাকিং সামগ্রীর প্রারম্ভিক মজুদ	১,০০০		
যোগ: প্যাকিং পণ্য ক্রয়	৩,০০০		
	৪,০০০		
বাদ: প্যাকিং সমগ্রীর সমাপণী মজুদ	−৮০০		
		৩,২০০	
			৪৭,৫০০
মুখ্য ব্যয়			১,১০,৩০০
যোগ: কারখানা উপরিখরচ			
কারখানা খরচ		৮,৬০০	
যন্ত্রপাতির অবচয়		৪,৪০০	
কারখানা দালানের মেরামত		২,২০০	
			১৫,২০০
উৎপাদন ব্যয়			১,২৫,৫০০
যোগ: চলতি কার্যের প্রারম্ভিক মজুদ			১২,৩০০
			১,৩৭,৮০০
বাদ: চলতি কার্যের সমাপণী মজুদ			−১৫,০০০
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়			১,২২,৮০০

সীমান্ত ফুড প্রডাক্টস এর
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বিবরণী
৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত অর্ধ বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ	১০,৫০০
যোগ: উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়	১,২২,৮০০
বিক্রয়যোগ্য পণ্য	১,৩৩,৩০০
বাদ: উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ	−৮,৭০০
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	১,২৪,৬০০

সীমান্ত ফুড প্রডাক্টস এর
বিশদ আয় বিবরণী
৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত অর্ধ বছরের জন্য

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	টাকা
বিক্রয়			১,৭৯,০০০
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			১,২৪,৬০০
মোট মুনাফা/লাভ			৫৪,৪০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:			
প্রশাসনিক উপরিখরচ			
অফিস খরচাবলী	২,৫০০		
ব্যবস্থাপক পরিচালকের ভাতা	১,৫০০		
বিক্রয় উপরিখরচ		৪,০০০	
বিক্রয় খরচ	৩,২০০		
বিতরণ খরচ	২,০০০		
বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও বিক্রয় কর্মীদের বেতন	৫,০০০		
		১০,২০০	
			-১৪,২০০
নিট পরিচালন মুনাফা			৪০,২০০

কাজ : সোনালী ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড এর হিসাব বই থেকে ২০১৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী সংগৃহিত হয়েছে —

	টাকা		টাকা
কাঁচামালের মজুদ (১.১০.২০১৪)	৭,৫০০	জ্বালানী ও শক্তি	১,২৫০
কাঁচামালের মজুদ (৩১.১২.২০১৪)	৯,৫০০	আন্তঃমুখী বহন খরচ	১,০০০
চলতি কার্যের মজুদ (১.১০.২০১৪)	২,৮০০	বহিঃমুখী বহন খরচ	১,৫০০
চলতি কার্যের মজুদ (৩১.১২.২০১৪)	৩,৬০০	পরোক্ষ মজুরি	১,৭৫০
তৈরি পণ্যের মজুদ (১.১০.২০১৪)	৫,৪০০	কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির অবচয়	২,৫০০
তৈরি পণ্যের মজুদ (৩১.১২.২০১৪)	৩,৫০০	প্রত্যক্ষ খরচ	১,১০০
তৈরি পণ্য বিক্রয়	৬৫,০০০	অফিস ভাড়া	৩,৫০০
কাঁচামাল ক্রয়	৭,০০০	বিবিধ কারখানা খরচ	৪,৫০০
প্রত্যক্ষ মজুরি	৫,৬৫০	বিক্রয়কর্মীদের বেতন ও কমিশন	২,২৫০
		বিবিধ অফিস খরচ	২,০০০
		গণসংযোগ খরচ	১,৭০০

উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বিবরণী, বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত কর ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোন ব্যয় সমূহের সমষ্টি কারখানা উপরিব্যয়?

ক) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + পরোক্ষ কাঁচামাল + পরোক্ষ মজুরী

খ) পরোক্ষ কাঁচামাল + পরোক্ষ মজুরী + কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ

গ) পরোক্ষ মজুরী + আসবাবপত্রের অবচয় + যন্ত্রপাতির মেরামত

ঘ) কারখানার ভাড়া + অফিসের ভাড়া + দোকানের ভাড়া

২। মি: কালাম একজন ঠিকাদার। তার ঠিকাদারী ব্যবসায়ে যে খরচগুলো সংঘঠিত হয় তা হল–

i) যন্ত্রপাতির অবচয়

ii) টেন্ডার প্রাপ্তির জন্য বিশেষ খরচ

iii) আসবাবপত্রের মেরামত

কোনটি প্রত্যক্ষ খরচ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। জুতা তৈরির ক্ষেত্রে আরোপনযোগ্য খরচ কোনটি?

ক) চামড়া ক্রয় খ) আঠা ক্রয়

গ) ছাঁচ বা ফর্মা ঘ) সেলাইয়ের সুতা

নিচের তথ্যাবলী অবলম্বন করে ৪, ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মূখ্য ব্যয় ৫০,০০০ টাকা, কারখানা উপরিব্যয় ১০,০০০ টাকা, প্রশাসনিক উপরিব্যয় ৫০০০ টাকা, বিক্রয় উপরিব্যয় ৩,০০০ টাকা, এবং মুনাফা মোট ব্যয়ের ২০%

৪। বিক্রয়ের পরিমাণ কত?

ক) ৮১,৬০০ টাকা ক) ৮৩,৭০০ টাকা

গ) ৮৪,৫০০ টাকা ঘ) ৯৮,৫০০ টাকা

৫। মুনাফার পরিমান কত?

ক) ১২,৬০০ টাকা খ) ১৩,৬০০ টাকা

গ) ১৫,৬০০ টাকা ঘ) ১৮,৬০০ টাকা

৬। মোট উপরিব্যয় কত?

ক) ১২,০০০ টাকা খ) ১৮,০০০ টাকা

গ) ৫৮,০০০ টাকা ঘ) ৬৮,০০০ টাকা

৭। অফিস উপরিব্যয়–

i) টেলিফোন বিল

ii) শোরুম ভাড়া

iii) মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। কোনটি বিক্রয় উপরিব্যয়–

ক) পণ্যের নমুনা বিতরণ খ) কারখানার ভাড়া

গ) আসবাবপত্রের মেরামত ঘ) অফিসের বিদ্যুৎ বিল

৯। উৎপাদন ব্যয়–

ক) বিক্রয়যোগ্য পণ্য + তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ খ) বিক্রয়যোগ্য পণ্য + তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ

গ) বিক্রয়যোগ্য পণ্য – তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ ঘ) বিক্রয়যোগ্য পণ্য – তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ

১০। বই প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানে কাগজ ক্রয়–

ক) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল
খ) পরোক্ষ কাঁচামাল
গ) কারখানা উপরিব্যয়
ঘ) অফিস উপরিব্যয়

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। জনাব আব্দুল হামিদ একজন আম ব্যবসায়ী। তিনি রাজশাহী থেকে আম এনে পাইকারী দরে ঢাকায় বিক্রয় করেন। তথ্যাবলী নিম্নরূপ–

- প্রতি ঝুড়ি ৫০০ টাকা দরে ২০০ ঝুড়ি আম ক্রয়
- আম ঢাকায় আনা বাবদ পরিবহন ভাড়া ৫,০০০ টাকা
- কুলি খরচ প্রতি ঝুড়ি ১০ টাকা

আম ট্রাক থেকে নামানোর পর দেখতে পেলেন ১০ ঝুড়ি আম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বিক্রয় অযোগ্য।

ক) মোট প্রত্যক্ষ খরচের পরিমান কত?

খ) জনাব আব্দুল হামিদ–এর প্রতি ঝুড়ি আমের মোট ব্যয় কত ?

গ) প্রতিটি ঝুড়িতে ৫ কেজি আম থাকলে প্রতি কেজি আম কত টাকায় বিক্রয় করলে মোট ব্যয়ের ২০% লাভ হবে।

২। আমিন পেপার প্রতি দিস্তা ১৮ টাকা দরে ১০০ রিম কাগজ ক্রয় করে। এর জন্য মজুরি ৫০০ টাকা এবং গাড়ি ভাড়া ১,০০০ টাকা প্রদান করেন। কাগজ বিক্রয়ের জন্য দোকান ভাড়া বাবদ ২,০০০ টাকা এবং বিক্রয়কর্মীর কমিশন বাবদ ৫০০ টাকা ব্যয় করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি দিস্তা কাগজে ২ টাকা লাভ করে থাকে।

ক. আমিন পেপার হাউজের প্রতি রিম কাগজের ক্রয়মূল্য কত?

খ. আমিন পেপার হাউজের মোট ব্যয় নির্ণয় কর।

গ. আমিন পেপার হাউজের প্রতি দিস্তা কাগজের বিক্রয়মূল্য নিরূপণ কর।

৩। কুমিল্লার শাপলা প্রিন্টার্স, উত্তরা ব্যাংকে প্রধান কার্যালয় থেকে ২০১৪ সালে ৫,৫০০ টি ডায়রী প্রস্তুতের একটি কাজ পেল। উপরোক্ত কাজের জন্য নিম্নোক্ত খরচগুলো হয় :

কাগজ ক্রয়	–	৭০,০০০ টাকা
ছাপার কালি ক্রয়	–	২৫,০০০ টাকা
প্রত্যক্ষ মজুরী	–	১২,৫০০ টাকা
আঠা ও সুতা ক্রয়	–	৫,০০০ টাকা
কারখানা ভাড়া	–	১০,০০০ টাকা
কারখানার বিদ্যুৎ খরচ	–	৩,৫০০ টাকা
অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়	–	১২,০০০ টাকা
আপ্যায়ন খরচ	–	১,৫০০ টাকা
বিল আদায় খরচ দরপত্র উদ্ধৃত মূল্যের	–	২%
প্রতিটি ডায়রীর দরপত্র উদ্ধৃত মূল্য	–	৩৫ টাকা

ক. শাপলা প্রিন্টার্সের মুখ্য ব্যয় কত?

খ. শাপলা প্রিন্টার্সের প্রতিটি ডায়রীর উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় কর

গ. শাপলা প্রিন্টার্সের প্রতিটি ডায়রীর লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়

৪। বরিশালের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জনাব নুরুল আলম ঢাকা থেকে প্রতিটি ২৭০ টাকা দরে ১০০০ টি শার্ট ক্রয় করেন। এজন্য গাড়ি ভাড়া বাবদ ১,৫০০ টাকা এবং কুলির মজুরী বাবদ ৫০০ টাকা প্রদান করেন। তিনি তার ক্রয়কৃত প্রতিটি শার্ট ৩০ টাকা লাভে বিক্রয় করতে গিয়ে দেখেন প্রত্যাশিত লাভ হয় না। কিন্তু তার পার্শ্বের ব্যবসায়ী জনাব ইসমাইল হোসেন ৪,০০০ টাকায় একটি কারখানা ভাড়া করে ১,০০,০০০ টাকার কাপড় তৈরি করেন। এজন্যে মজুরি বাবদ ২০,০০০ টাকা, কারখানার বিদ্যুৎ বাবদ ২৬,০০০ টাকা এবং বিক্রয়কর্মীর বেতন বাবদ ৫,০০০ টাকা খরচ করেন। তিনি তার তৈরিকৃত শার্টগুলো মোট ২,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন।

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে জনাব নুরুল আলমের ক্রয়কৃত শার্টের মোট ক্রয়মূল্য নিরূপণ কর।

খ. জনাব ইসমাইল হোসেনের প্রস্তুতকৃত শার্টের মোট ব্যয় নির্ণয় কর।

গ. জনাব নুরুল আলম এবং জনাব ইসমাইলের অর্জিত মুনাফার পার্থক্য নিরূপণ কর।

৫। আশরাফ এন্ড কোং ৩০/০৬/২০১৪ তারিখে সমাপ্ত বছরে মোট ২,০০,০০০ ইট প্রস্তুত করে। ইট প্রস্তুতের খরচগুলো নিম্নরূপঃ

	টাকা
মাটি ক্রয়	১,৬০,০০০
মাটি বহন খরচ	৪০,০০০
কয়লা খরচ	২,০০,০০০
শ্রমিকের মজুরী	৪০,০০০
ইট খোলার ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ	৪,০০০
মাটি ছানা করার খরচ	২০,০০০
অফিসের ভাড়া	১২,০০০
বিক্রয় কেন্দ্রে ইট রাখার খরচ	৪,০০০
বিক্রয় কেন্দ্রে ইট আনার খরচ	১০,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৪,০০০
বিক্রয় কর্মীর বেতন	৬,০০০

ক) ইট প্রস্তুতের মোট পরিচালন ব্যয় কত?

খ) আশরাফ এন্ড কোং–এর ২,০০,০০০ ইটের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় কর।

গ) আশরাফ এন্ড কোং মোট ব্যয়ের উপর ২০% মুনাফার ইট বিক্রয় করতে চাইলে প্রতি হাজার ইটের বিক্রয়মূল্য কত নির্ধারণ করতে হবে?

দ্বাদশ অধ্যায়

পারিবারিক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের হিসাব

জীবনকে সুন্দর ও ভালোভাবে পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সঠিক হিসাব ব্যবস্থার প্রয়োগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক আয় ব্যয়ের প্রয়োগের উপরই সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। তাই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাপনে আমাদের আয় বুঝে ব্যয় করা উচিত। পরিবারের আয়–ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ না করলে আয় বুঝে ব্যয় করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আয়–ব্যয়ের কোন পূর্ব পরিকল্পনা তথা বাজেট প্রণয়ন করা না হলে সুষ্ঠুভাবে পরিবার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাজেই প্রতিটি পরিবারেরই উচিত সঠিক পরিকল্পনা মাফিক পারিবারিক হিসাব ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করা এবং ব্যক্তি বা পরিবার স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যদি কোন আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প হাতে নিতে হয় তাহলে ঐ প্রকল্পের বাজেট তৈরি করা।

চিত্র: আত্মকর্মসংস্থানমূলক মৎস্য ও হাঁস–মুরগি চাষ প্রকল্প

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- পারিবারিক হিসাব ব্যবস্থার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারব।
- পারিবারিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে পারব।
- আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের বাজেট প্রণয়ন ও তার হিসাব সংরক্ষণ করতে পারব।

পারিবারিক হিসাব ব্যবস্থার ধারণা :

মানুষের সুখের ঠিকানা হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। পরিবারের সুখের প্রত্যাশায় প্রতিটি মানুষ তার চিন্তা, কর্মে পরিবারের উন্নত জীবন যাপনের চিন্তা ভাবনা করে। পরিবারকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দরকার একটি পরিকল্পনা, আর এই পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে সঠিক হিসাব ব্যবস্থার প্রয়োগ। পরিবারের আয় ব্যয়ের মধ্যে যদি কোন পরিকল্পনা না থাকে তাহলে ঐ পরিবার কখনোই সুশৃঙ্খল ভাবে জীবন যাপন করতে পারবে না। পরিবারের আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব না থাকলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে ফলশ্রুতিতে পরিবারের সুখ শান্তি বিঘ্নিত হবে। তাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত প্রতিটি পরিবারেরও আয়-ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন।

পরিবার যেহেতু কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয় তাই এর হিসাব ব্যবস্থা সংগত কারণেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত হবে না, মূলতঃ পরিবার হচ্ছে একটি অমুনাফাভোগী চলমান প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত পরিবারেও আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়। অর্থাৎ এখানে আয় আছে এবং ব্যয়ও আছে। সুতরাং আয় ও ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা থাকা জরুরী। সুষ্ঠুভাবে পরিবারকে পরিচালনা করতে হলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে সুখী জীবন যাপন করতে হলে পরিকল্পিত হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ: পারিবারিক হিসাব ব্যবস্থা সুন্দর জীবনযাপনে কেন প্রয়োজন তোমার মতামত দাও।

পারিবারিক হিসাব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :

১। **অমুনাফাভোগী সংগঠন:**
পরিবারকে অমুনাফাভোগী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু লাভ লোকসানের কোন প্রশ্ন নেই সেহেতু নির্দিষ্ট সময়ের আয়-ব্যয় বিবরণী তৈরির মাধ্যমে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

২। **স্বতন্ত্র একক নির্ধারণ:**
প্রতিটি পরিবারকে তার কর্তা ব্যক্তি বা অন্যান্য ব্যক্তি থেকে পৃথক বিবেচনা করে হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করতে হয়।

৩। **দায়বদ্ধতা:**
পারিবারিক হিসাব নিকাশ কারো নিকট পেশ করতে হয় না। সুতরাং হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতা নেই।

৪। **নগদ লেনদেন:**
পরিবারের লেনদেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নগদে সংঘটিত হয়ে থাকে। ফলে হিসাব নিকাশ সংরক্ষণ করা অনেক সহজ।

৫। **নির্ধারিত খাত:**
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের হিসাব নিকাশের খাত নির্ধারিত থাকে।

কাজ: পারিবারিক হিসাব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো কেন মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা?

পারিবারিক হিসাব ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা :

নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে সুখ ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য সুষ্ঠু হিসাব ব্যবস্থা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে পারিবারিক হিসাব ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো-

১। সুষ্ঠু পরিকল্পনা :

হিসাব নিকাশে স্বচ্ছতা থাকলে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনকে অনেক বেশি উপভোগ করা সম্ভব।

২। পারিবারিক স্বচ্ছলতা :

"আয় বুঝে ব্যয় কর" এ মতবাদ অনুযায়ী হিসাব ব্যবস্থা পরিচালিত হলে পারিবারিক সুখ ও স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে।

৩। মূল্যবোধ সৃষ্টি :

পারিবারিক হিসাব নিকাশের মধ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয় বলে তা নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

৪। পারিবারিক বাজেট :

হিসাব নিকাশের পরিপূর্ণ তথ্য থাকলে সহজেই পারিবারিক বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে আয় ব্যয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা তৈরি করে সুষ্ঠুভাবে পরিবারকে পরিচালনা করা যায়।

৫। সঞ্চয় এবং ভোগ প্রবণতা :

ভবিষ্যতে সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করার জন্য বর্তমান আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করা উচিত। সুষ্ঠু হিসাব নিকাশের মাধ্যমে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ও ভোগ প্রবণতা হ্রাস পায়।

৬। পারিবারিক শৃংখলা :

স্বচ্ছ হিসাব ব্যবস্থা বজায় থাকলে পারিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কর্তা ব্যক্তির মনোমালিন্য ও ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকে না। ফলশ্রুতিতে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও কলহ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

> **কাজ:** উল্লেখিত প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও পারিবারিক হিসাব ব্যবস্থার আর কি কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে তা চিহ্নিত কর।

পারিবারিক বাজেট :

বাজেট বলতে বুঝায় পরিকল্পনার সংখ্যাত্মক প্রকাশ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আয় ও ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনার সংখ্যাত্মক প্রকাশই হচ্ছে বাজেট। নির্দিষ্ট সময় বলতে কোন ধরা বাধা নিয়ম নেই। সাপ্তাহিক, মাসিক কিংবা বাৎসরিকও হতে পারে। পারিবারিক বাজেট বলতে বুঝায় পরিবার কেন্দ্রিক আয় ব্যয়ের ভবিষ্যত পরিকল্পনা। অর্থাৎ পরিবারের আয়ের উৎস এবং চাহিদার ভিত্তিতে ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে যে পূর্বপরিকল্পনা করা হয় তাকেই পারিবারিক বাজেট বলা হয়। বাজেট প্রণয়ন করার মাধ্যমে পরিবারকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর ভিতর আনা হয় যাতে করে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের কোন সুযোগ না থাকে। নির্দিষ্ট কাঠামোর ভিতর অর্থাৎ বাজেটের মাধ্যমে পারিবারিক হিসাব নিকাশ পরিচালনা করতে পারলে নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যেই সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপন করা সম্ভব।

পারিবারিক বাজেটের প্রস্তুত প্রণালী :

পারিবারিক বাজেট তৈরির জন্য কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। বাজেট তৈরি ও বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব হবে যদি নির্ধারিত নিয়মনীতি মেনে বাজেট প্রস্তুত করা হয়। পদক্ষেপ গুলো নিম্নরূপ–

১। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুতকরণ :

যে সময়ের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হবে যে সময়ে পরিবারের সদস্যদের কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের তালিকা নিয়ে তার মধ্যে থেকে প্রয়োজন ও চাহিদার গুরুত্ব অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

২। মূল্য নিরূপণ :

তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি দ্রব্য বা সেবাকার্যের মূল্য জেনে নিয়ে একত্রে মোট মূল্য বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩। সম্ভাব্য আয় নির্ধারণ :

পারিবারিক বাজেটে সাধারণত আয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। সেই জন্য বাজেটকে কার্যকরী করতে হলে সম্ভাব্য আয়ের সকল উৎস সঠিকভাবে চিহ্নিত করে মোট আয় বাজেটে উপস্থাপন করতে হয়।

৪। বাজেটের ভারসাম্য রক্ষা :

প্রতিটি পরিবারেই বাজেটের মূল লক্ষ্য সীমিত আয়ের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করা। বাজেট প্রণয়ন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে আয় ব্যয়ের মধ্য যেন ভারসাম্য বজায় থাকে অর্থাৎ ব্যয় যেন আয়ের চেয়ে বেশি না হয়।

৫। যুগোপযোগী বাজেট প্রণয়ন :

পারিবারিক বাজেট এমন ভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তা বাস্তবধর্মী এবং যুক্তিসংগত হয়। তাছাড়া বাজেট নমনীয় হতে হবে যাতে করে বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন একটি খরচ বেড়ে গেলে অন্য একটি খরচ কমানো যায়।

পারিবারিক বাজেটের নমুনা :

একটি সার্থক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্ভর করে পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর। পরিবারের গঠন, আকৃতি, পরিবারের আয়, সদস্যের রুচিবোধ, সামাজিক পরিচিতি ইত্যাদি উপাদান গুলো সক্রিয়ভাবে বাজেট প্রণয়নের সময় বিবেচনায় রাখতে হয়। তাছাড়া প্রতিটি পরিবারের বাজেট একরকম এবং একই মানে তৈরি করা সম্ভব হবে না। মোট কথা হলো আয় ব্যয়ের ভারসাম্য থেকেই একটি পারিবারিক বাজেট তৈরি হয়। ব্যয়ের খাতওয়ারী বন্টন নির্ভর করবে পারিবারিক কাঠামোর উপর। যেমন– খাদ্য খাতে শতকরা ২০%–২৫% বস্ত্রখাতে ৫%–১০% বাসস্থান খাতে ৩০%–৪০% শিক্ষাখাত ১০%–১৫% , যানবাহন ১৫%–২০% খরচ করা যেতে পারে (আনুমানিক)।

নিম্নে একটি পারিবারিক বাজেটের নমুনা দেয়া হলো:

মাসের নাম —

(পারিবারিক লোকসংখ্যা ০৬ জন ধরে)

আয়

আয়ের বিবরণ	সম্ভাব্য আয় টাকা	মোট আয় টাকা
বেতন খাতে আয়	৪০,০০০	
অন্যান্য উৎস (বাড়িভাড়া, কৃষি আয় ইত্যাদি)	১০,০০০	
		৫০,০০০

ব্যয়

ব্যয়ের বিবরণ	সম্ভাব্যব্যয় টাকা	মোট খরচ টাকা	শতকরা হার %
১। খাদ্য সামগ্রী:			
চাল	১,৫৭৫		
ডাল	৩০০		
তৈল	৭০০		
লবন	৭৫		
আটা	২০০		
ময়দা	১০০		

সেমাই নুডলস	২০০		
চা, চিনি	১৫০		
মসলা	২০০		
কাঁচাবাজার:		৩,৫০০	
মাছ	১,৫০০		
মাংস	১,০০০		
মুরগী	১,২০০		
ডিম	৭০০		
শাকসবজি	১,৫০০		
ফল	৫০০		
পেয়াজ, রসুন, আদা	৪০০		
		৬,৮০০	২১%
		১০,৩০০	
২। বাসস্থান:			
বাসাভাড়া			
বিদ্যুৎ	১৫,০০০		
গ্যাস	১,০০০		
অন্যান্য	৪০০		
	৩০০	১৬,৭০০	৩৩%
৩। বস্ত্র:			
বস্ত্র ক্রয়			
বস্ত্র ধৌত ও ইস্ত্রি	৫০০		
সেলাই, ইত্যাদি	২০০		
	৩০০	১,০০০	২%
৪। শিক্ষা:			
স্কুল/কলেজের বেতন			
কাগজ খাতা, বই কলম	১,০০০		
গৃহ শিক্ষকের বেতন	৫,০০		
যাতায়াত খরচ	২,০০০		
	১,০০০	৪,৫০০	৯%
৫। চিকিৎসা খরচ:		২,১০০	৪%
৬। সদস্যদের ব্যক্তিগত খরচ:			
যাতায়াত আমোদ প্রমোদ		২,০০০	৪%
৭। অন্যান্য খরচ:			
মেহমানদারী			
উপহার সামগ্রী	১,০০০		
খবরের কাগজ	১,০০০		
গৃহভৃত্যের বেতন	৪০০		
	১,০০০	৩,৪০০	৭%
৮। ভবিষ্যত সঞ্চয়:			
প্রভিডেন্ট ফান্ড			
ডি পি এস	৭,০০০		
	৩,০০০	১০,০০০	২০%
মোট খরচ		৫০,০০০	১০০%

কাজ: পারিবারিক বাজেটের মাধ্যমে কি কি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে চিহ্নিত কর।

পারিবারিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ :

পারিবারিক যে সমস্ত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয় সেগুলো বিভিন্ন হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধকৃত লেনদেন থেকে পরিবারের আর্থিক অবস্থা এবং আয়-ব্যয়ের কোন চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। পরিবারের আর্থিক অবস্থা এবং আয় ব্যয়ের চিত্র পাওয়ার জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা অপরিহার্য। আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের আয় ব্যয়ের চিত্র এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির মাধ্যমে পরিবারের সম্পদ ও দায়ের একটি প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। পারিবারিক আর্থিক বিবরণীর ধাপসমূহ হলো-

১। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব (Receipts and Payments Accounts)

২। আয়-ব্যয় বিবরণী (Statement of Income and Expenditure)

৩। আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position)

১। **প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব :** পারিবারিক দৈনন্দিন নগদ লেনদেনের সংরক্ষিত হিসাব থেকে বছর শেষে শ্রেণিবদ্ধভাবে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে যে হিসাব প্রস্তুত করা হয় তাকে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব বলা হয়। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদান বইয়ের অনুরূপ; কিন্তু এটি নগদান বই নয়। এটি পারিবারিক হিসাব নিকাশের প্রথম ধাপ। সকল প্রকার নগদ লেনদেনের সমন্বয়ের এ হিসাব প্রস্তুত করা হয়।

সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তি ডেবিট পাশে এবং সকল প্রকার নগদ প্রদান ক্রেডিট পাশে হিসাবভুক্ত করা হয়। চলতি সালে নগদ প্রাপ্ত যে কোন সালের মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয়সমূহ প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট দিকে এবং যে কোন সালের মূলধন ও মুনাফাজাতীয় ব্যয়সমূহ ক্রেডিট দিকে লিখে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব তৈরি করা হয়।

২। **আয় ব্যয় বিবরণী :** হিসাব কাল শেষে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পর পরিবারের আয় ও ব্যয়ের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ণয়ের জন্য শুধুমাত্র চলতি সালের মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের সাহায্যে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকেই আয় ব্যয় বিবরণী বলা হয়। আয় ব্যয় বিবরণীতে যদি ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে উদ্বৃত্তকে বলা হয় ব্যয়াতিরিক্ত আয় বা আয় উদ্বৃত্ত আর যদি আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে তকে বলা হয় আয়াতিরিক্ত ব্যয় বা ঘাটতি। ব্যয়াতিরিক্ত আয় দ্বারা পারিবারিক তহবিল বৃদ্ধি হয় এবং ঘাটতি দ্বারা পারিবারিক তহবিল হ্রাস পায়।

৩। **আর্থিক অবস্থার বিবরণী :** সংক্ষেপে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলতে বুঝায় সম্পদ এবং দায়ের বিবরণী। অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট দিনের প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার সম্পদ এবং দায়ের সাহায্যে যে বিবরণী তৈরি করা হয় তাকেই আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত পরিবারেরও কিছু সম্পদ ও দায় থাকে। সম্পদসমূহ, যথা- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, বিনিয়োগ, নগদ টাকা ইত্যাদি । দায়সমূহ, যথা- ঋণ, বকেয়া খরচ, পাওনাদার ইত্যাদি। যেহেতু পরিবার কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয় যেহেতু এর কোন প্রারম্ভিক মূলধন থাকে না। তবে পরিবারের তহবিল নির্ণয় করা হয়। পারিবারিক তহবিল আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় হিসেবে প্রদর্শন করা হয়। আয় ব্যয় বিবরণীর ব্যয়াতিরিক্ত আয় পারিবারিক তহবিলে যোগ হয় এবং ঘাটতি হলে পারিবারিক তহবিল থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়।

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের একটি নমুনা ছক নিম্নে দেয়া হলো:

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব

প্রাপ্তি	টাকা	প্রদান	টাকা
ব্যালেন্স বি/ডি	***	মুনাফাজাতীয় প্রদানসমূহ	***
মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তিসমূহ	***	মূলধনজাতীয় প্রদানসমূহ	***
মূলধনজাতীয় প্রাপ্তিসমূহ	***	ব্যালেন্স সি/ডি	***
	*****		*****

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের বৈশিষ্ট্য:

১। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব নগদান বই এর মত।

২। এই হিসাবের বাম পার্শ্বে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ও ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে শুরু হয় এবং ডান পার্শ্বে সমাপনী নগদ তহবিল ও ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে শেষ হয়।

৩। এই হিসাবের বাম পার্শ্বে সকল প্রকার প্রাপ্তি এবং ডান পার্শ্বে সকল প্রকার পরিশোধ লিখা হয়।

৪। এই হিসাবের বিভিন্ন প্রাপ্তি ও পরিশোধ লেখার সময় কোন সময় কাল বিবেচনায় আনা হয় না অর্থাৎ চলতি, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল কালের হিসাব সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

৫। বর্তমান বছরের কোন বকেয়া আয় বা বকেয়া ব্যয়ের লেনদেন এ হিসাবে অর্ন্তভুক্ত হয় না।

৬। এ হিসাবের বাম দিক সর্বদাই বড় হয়। কারণ নগদ প্রাপ্ত টাকার চেয়ে নগদ প্রদান কখনো বেশি হতে পারে না।

৭। স্থায়ী সম্পদের অবচয় সংক্রান্ত লেনদেন এ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

৮। এ হিসাব হতে নগদ প্রবাহ (Cash flow) জানা যায়।

কাজ: পারিবারিক হিসাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব কি ভূমিকা রাখতে পারে?

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত প্রণালী:

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করার নিয়মাবলী নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট দিকের মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তিগুলো আয় ব্যয় বিবরণীর আয়ের দিকে এবং ক্রেডিট দিকের মুনাফা জাতীয় ব্যয়সমূহ আয়-ব্যয় বিবরণীর ব্যয়ের দিকে লিখতে হবে।

২। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের প্রারম্ভিক ও সমাপনী উদ্বৃত্ত আয় ব্যয় বিবরণীতে দেখাতে হয় না।

৩। মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদান আয় ব্যয় বিবরণীতে থাকবে না।

৪। মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব আয় ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত হবে।

৫। শুধুমাত্র চলতি সালের মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়, আয় ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত হবে।

৬। বিগত ও পরবর্তী সালের কোন আয়-ব্যয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে আসবে না।

৭। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে প্রদর্শিত সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৮। চলতি বছরের প্রাপ্য আয় ও বকেয়া ব্যয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯। স্থায়ী সম্পদের অবচয় আয়-ব্যয় বিবরণীর ব্যয়ের দিকে বসবে।

কাজ: প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের কোন কোন দফা আয়-ব্যয় বিবরণীতে আসবে না চিহ্নিত কর।

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত প্রণালী :

পারিবারিক হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে পরিবারের সম্পদ, দায় ও পারিবারিক তহবিল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

প্রস্তুত প্রণালী :

১। পরিবারের প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায় বাদ দিয়ে পারিবারিক তহবিল নির্ণয় করতে হবে।

২। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তিগুলো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় এবং মূলধন জাতীয় ব্যয়গুলো সম্পদ স্বরূপ দেখাতে হবে।

৩। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের সমাপনী নগদ ও ব্যাংকে জমার উদ্বৃত্ত আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ স্বরূপ দেখাতে হবে।

৪। সম্পদের অবচয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে।

৫। যাবতীয় অগ্রিম আয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় এবং অগ্রিম ব্যয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ স্বরূপ দেখাতে হবে।

৬। আয়–ব্যয় বিবরণীর আয় উদ্বৃত্ত আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে পারিবারিক তহবিলের সাথে যোগ এবং ঘাটতি পারিবারিক তহবিল থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে।

৭। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের প্রারম্ভিক নগদ ও ব্যাংকে জমার উদ্বৃত্ত আসবে না। উক্ত উদ্বৃত্তসমূহ পারিবারিক তহবিল নির্ণয়ে ব্যবহৃত হবে।

কাজ: পারিবারিক তহবিল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে কোন কোন দফাসমূহ আসবে তা চিহ্নিত কর।

উদাহরণ : ১

জনাব ওসমান গণির ১ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে সম্পদ ও দায় দেনার পরিমাণ ছিল– বাড়ি ২০,০০,০০০; আসবাবপত্র ২০,০০০; তৈজসপত্র ১৩,০০০ এবং গৃহ নির্মাণ ঋণ ১৫,০০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে তার প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব নিম্নরূপ:

প্রাপ্তি প্রদান হিসাব

প্রাপ্তিসমূহ	টাকা	প্রদানসমূহ	টাকা
বেতন প্রাপ্তি	২,৫০,০০০	খাদ্য সামগ্রী ক্রয়	৪০,০০০
কৃষি খাত থেকে আয়	২০,০০০	মুদির দোকান বিল	২,২৮০
পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয়	২,০০০	পৌরকর	৩,২২০
		কম্পিউটার ক্রয়	৫০,০০০
		গৃহনির্মাণ ঋণের সুদ	১০,০০০
		টেলিভিশন ক্রয়	৩২,০০০
		ফ্রিজ ক্রয়	৬০,০০০
		গ্যাস পানি বিদ্যুৎ	৫,৬০০
		আপ্যায়ন	৭,০০০
		মনিহারী	২,৫০০
		খবরের কাগজ বিল	৪,৮০০
		যাতায়াত ও অন্যান্য	৪,৪০০
		ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা	৪৮,০০০
		হাতে নগদ(৩১/১২/২০১৪)	২,২০০
	২,৭২,০০০		২,৭২,০০০

করণীয়: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালের আয় ব্যয় বিবরণী ও ৩১ ডিসেম্বর তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি কর।

সমাধান:

জনাব ওসমান গণির
আয় ব্যয় বিবরণী
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
আয়সমূহ:		
বেতন	২,৫০,০০০	
কৃষি আয়	২০,০০০	
পুরাতন খবরের কাগজবিক্রয়	২,০০০	
মোট আয়		২,৭২,০০০
ব্যয় সমূহ:		
খাদ্য সামগ্রী ক্রয়	৪০,০০০	
মুদির বিল পরিশোধ	২,২৮০	
পৌরকর	৩,২২০	
গৃহনির্মান ঋণের সুদ	১০,০০০	
গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ	৫,৬০০	
আপ্যায়ন	৭,০০০	
মনিহারী	২,৫০০	
খবরের কাগজ বিল পরিশোধ	৪,৮০০	
যাতায়াত ও অন্যান্য	৪,৪০০	
মোট খরচ		৭৯,৮০০
আয় উদ্বৃত্ত / ব্যয়াতিরিক্ত আয়		১,৯২,২০০

জনাব ওসমান গণির
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৪

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
সম্পদসমূহ:			
বাড়ি		২০,০০,০০০	
আসবাবপত্র		২০,০০০	
তৈজসপত্র		১৩,০০০	
কম্পিউটার		৫০,০০০	
টেলিভিশন		৩২,০০০	
ফ্রিজ ক্রয়		৬০,০০০	
ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা		৪৮,০০০	
হাতে নগদ		২,২০০	
মোট সম্পদ			২২,২৫,২০০
দায় ও পারিবারিক তহবিল:			
গৃহ নির্মাণ ঋণ		১৫,০০,০০০	
পারিবারিক তহবিল	৫,৩৩,০০০		
(+) আয় উদ্বৃত্ত	১,৯২,২০০		
		৭,২৫,২০০	
মোট দায় ও পারিবারিক তহবিল			২২,২৫,২০০

নোট: পারিবারিক তহবিল নির্ণয়:

পারিবারিক তহবিল = প্রারম্ভিক সম্পদ – প্রারম্ভিক দায়
= বাড়ি + আসবাবপত্র + তৈজসপত্র – গৃহনির্মাণ ঋণ
= (২০,০০,০০০+২০,০০০+১৩,০০০) – ১৫,০০,০০০
= ৫,৩৩,০০০ টাকা

উদাহরণ : ২

জনাব আজিজ পেশায় একজন চিকিসৎক। তিনি চাকুরীর পাশাপাশি প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালের সমাপ্ত বছরের তার প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব ছিল নিম্নরূপ:

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সমাপ্ত বছরের জন্য

প্রাপ্তিসমূহ	টাকা	প্রদান সমূহ	টাকা
হাতে নগদ (০১-০১-২০১৪)	২৫,০০০	শেয়ারে বিনিয়োগ	১,০০,০০০
ব্যাংকে জমা (০১-০১-২০১৪)	৩৫,০০০	খাদ্য সামগ্রী ক্রয়	৩০,০০০
বেতন থেকে আয়	১,৫০,০০০	ড্রাইভারের বেতন	৩৬,০০০
প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে প্রাপ্ত	১,২০,০০০	গাড়ী মেরামত	২০,০০০
বাড়ী ভাড়া থেকে প্রাপ্তি	৩০,০০০	পড়াশুনা খরচ	২৫,০০০
		টিউশন ফিস	১৮,০০০
		কম্পিউটার ক্রয়	৪০,০০০
		চিকিৎসা খরচ	৭,০০০
		বিদ্যুৎ / জ্বালানী খরচ	১২,০০০
		মাছ মাংস ডিম	১০,০০০
		আলমারী ক্রয়	১৫,০০০
		উপহার ক্রয়	৭,০০০
		হাতে নগদ (৩১-১২-১৪)	৪০,০০০
	৩,৬০,০০০		৩,৬০,০০০

১.১.২০১৪ তারিখে সম্পদ ও দায়ের উদ্বৃত্ত ছিল নিম্নরূপ:
আসবাবপত্র– ২৫,০০০ টাকা যন্ত্রপাতি ১৫,০০০ টাকা পাওনাদার হিসাব ১২,০০০ টাকা।
৩১.১২.১৪ তারিখে অন্যান্য তথ্যাবলী:
ক) চলতি বছরের বেতন বকেয়া ৭,০০০ টাকা।
খ) প্রাপ্ত বাড়ি ভাড়ার ২,৫০০ টাকা পূর্ববর্তী বছরের এবং চলতি সালের বাড়ি ভাড়া ৩,২০০ টাকা এখনও আদায় হয়নি।
গ) ড্রাইভারের বেতন বকেয়া ২,৪০০ টাকা

করণীয়:

১। জনাব আজিজ–এর চলতি দায়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।
২। জনাব আজিজ–এর ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত কর।
৩। উক্ত তারিখের জনাব আজিজ–এর আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ :

পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য যে কোন ব্যক্তি ছোট খাটো আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। হাঁস-মুরগী প্রতিপালন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, মৌমাছি চাষ, তাঁত ও কুটির শিল্প ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। যে কোন ব্যক্তিই এসব আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে উদ্যোক্তার দক্ষতা, মেধা এবং নির্ভুল হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর। নিম্নে কয়েকটি পারিবারিক আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ উল্লেখ করা হলো:

প্রকল্প-১: দুগ্ধ খামার

প্রকল্প অর্থায়নের উৎস:

	টাকা
নিজস্ব মূলধন	১,৪৫,০০০
ব্যাংক ঋণ (১৬%)	১,৫০,০০০
মোট	২,৯৫,০০০

ক) মূলধন বিনিয়োগ:

বিবরণ	টাকা
প্রকল্পের বার্ষিক ইজারা ব্যয়	১,৫৫,০০০
বাছুরসহ ২টি গাভীর ক্রয়মূল্য	১,৪০,০০০
বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	২,৯৫,০০০

খ) প্রতিপালন ব্যয়ের বিবরণ: (বাৎসরিক)

বিবরণ	টাকা
গাভী প্রতি দৈনিক ৪ কেজি দানাদার খাবার, প্রতি কেজি ২০ টাকা (৪×২×৩৬৫×২০)	৫৮,৪০০
গাভী প্রতি দৈনিক ২৫ টাকার খড় ও ঘাস (২৫×২×৩৬৫)	১৮,২৫০
বাছুর প্রতি দৈনিক ১ কেজি দানাদার খাবার, প্রতি কেজি ২০ টাকা(১×২×৩৬৫×২০)	১৪,৬০০
বাছুর প্রতি দৈনিক ১৫ টাকার খড় ও ঘাস (১৫×২×৩৬৫)	১০,৯৫০
ঔষধ ও আনুসঙ্গিক খরচ	৫,০০০
বার্ষিক মোট ব্যয়	১,০৭,২০০

গ) খামারের উৎপাদন ও আয়: (বাৎসরিক)

বিবরণ	টাকা
গাভী প্রতি দৈনিক ১০ লিটার দুধ ৫০ টাকা দরে (১০×২×৩৬৫×৫০)	৩,৬৫,০০০
গোবর থেকে আয়	১৫,০০০
বছর শেষে বাছুরসহ গাভী বিক্রয় থেকে আয় (প্রতিটি ৮০,০০০×২)	১,৬০,০০০
বার্ষিক মোট আয়	৫,৪০,০০০

ঘ) আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সার

বিবরণ	টাকা	টাকা
মোট আয়		৫,৪০,০০০
বাদ: বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	২,৯৫,০০০	
প্রতিপালন ব্যয়	১,০৭,২০০	
ব্যাংক ঋণের সুদ (১,৫০,০০০×১৬%)	২৪,০০০	
		৪,২৬,২০০
নীট মুনাফা		১,১৩,৮০০

প্রকল্প–২: মৎস্য খামার

প্রকল্প অর্থায়নের উৎস:

	টাকা
নিজস্ব মূলধন	১,০৩,৯৫০
ব্যাংক ঋণ (১৬%)	২,০০,০০০
মোট বিনিয়োগ	৩,০৩,৯৫০

ক) মূলধন বিনিয়োগ:

বিবরণ	টাকা
বার্ষিক লিজ খরচ	১,০০,০০০
পুকুর সংস্কার	২০,০০০
বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	১,২০,০০০

খ) বাৎসরিক ভিত্তিতে এক একর আয়তনের পুকুরে রুই মাছ চাষ প্রকল্পের ব্যয়ের বিবরণ

ব্যয়ের বিবরণ	টাকা	টাকা
১) আনুসাঙ্গিক খরচ		
রেটিনন (৫ কেজি, ৪৫০ টাকা দরে)	২,২৫০	
চুন (১০০ কেজি, ২০ টাকা দরে)	২,০০০	
পানি প্রবেশকরন খরচ	৩,০০০	৭,২৫০
২) মাছের পোনা (২০,০০০ টি, প্রতিটি ৫ টাকা দরে)		১,০০,০০০
৩) সার প্রয়োগ:	২০,০০০	
জৈব সার (২০০০ কেজি, ১০ টাকা দরে)	১,২০০	
ইউরিয়া সার (৬০ কেজি, ২০ টাকা দরে)	১,৫০০	
টি এস পি (১৫০ কেজি, ১০ টাকা দরে)		২২,৭০০
৪) মাছের খাদ্য:	৫,০০০	
সরিষার খৈল (২৫০ কেজি, ২০ টাকা দরে)	৭,০০০	
প্যাকেটজাত খাবার (৭০ কেজি, ১০০ টাকা দরে)		১২,০০০
৫) মজুরী:		
পাহারা, খাদ্য সরবরাহ, সার প্রয়োগ, আগাছা দমন		১৫,০০০
	২,০০০	
৬) মাছ সংগ্রহ খরচ:	২০,০০০	
পানি নিষ্কাশন	৫,০০০	
জেলে খরচ		২৭,০০০
বিবিধ		১,৮৩,৯৫০
মোট ব্যয়		

গ) আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সার:

বিবরণ	টাকা	টাকা
মোট আয় – মাছ বিক্রয় (৩০০০ কেজি , ১৫০ টাকা দরে)		৪,৫০,০০০
বাদ: বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	১,২০,০০০	
পরিচালনা ব্যয়	১,৮৩,৯৫০	
ব্যাংক ঋনের সুদ (২০০০০০× ১৬%)	৩২,০০০	
		৩,৩৫,৯৫০
নীট মুনাফা		১,১৪,০৫০

প্রকল্প–৩: হাঁস–মুরগীর খামার

প্রকল্প অর্থায়নের উৎস:

	টাকা
নিজস্ব মূলধন	১,৪৪,০০০
ব্যাংক ঋণ (১৫%)	৬,০০,০০০
মোট বিনিয়োগ	৭,৪৪,০০০

ক) মূলধন বিনিয়োগ:

বিবরণ	টাকা
পুকুর লিজ খরচ	১,০০,০০০
পুকুর সংস্কার	১০,০০০
মুরগীর ঘরের মূল্য	১,২০,০০০
হাঁসের ঘরের মূল্য	১,২০,০০০
মজুরী	৩০,০০০
বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	৩,৮০,০০০

খ) হাঁস–মুরগীর যৌথ চাষ প্রকল্পের বার্ষিক ব্যয়ের বিবরণ:

বিবরণ	টাকা	টাকা
হাঁসের খরচ:		
৬ মাস বয়সের ২০০টি হাঁস, প্রতিটি ১০০ টাকা দরে	২০,০০০	
হাঁসের খাদ্য দৈনিক ৩০ কেজি, ২০ টাকা দরে (৩০×২০×৩৬৫)	২,১৯,০০০	
হাঁসের ঔষধ ও আনুসঙ্গিক খরচ	১০০০০	২,৪৯,০০০
মুরগীর খরচ:		
মুরগীর বাচ্চা (১ দিন বয়সের ৩০০ মুরগী, ৬০ টাকা দরে)	১৮,০০০	
মুরগীর খাদ্য (৫০০০ কেজি, ১৫ টাকা দরে)	৭৫,০০০	
মুরগীর খাবারের পানির পাত্র মূল্য	৫,০০০	
ঔষধ	৭,০০০	
বিবিধ	১০,০০০	১,১৫,০০০
মোট ব্যয়		৩,৬৪,০০০

গ) হাঁস–মুরগীর যৌথ চাষ প্রকল্পের বার্ষিক আয়ের বিবরণ:

বিবরণ	টাকা	টাকা
হাঁস:		
ডিম বিক্রয় – প্রতি হাঁস বছরে গড়ে ১৮০টি, ৬ টাকা দরে (১৮০×৬×২০০)	২,১৬,০০০	
হাঁস বিক্রয় – প্রতিটি ২৫০ টাকা দরে (২৫০×২০০)	৫০,০০০	
মুরগী:		২,৬৬,০০০
ডিম বিক্রয় – প্রতি মুরগী বছরে গড়ে ২০০টি, ৬ টাকা দরে (২০০×৬×৩০০)	৩,৬০,০০০	
মুরগী বিক্রয় – প্রতিটি ২০০ টাকা দরে (২০০×৩০০)	৬০,০০০	
		৪,২০,০০০
বছর শেষে হাঁস ও মুরগীর ঘর বিক্রয়		১,৮০,০০০
মোট আয়		৮,৬৬,০০০

ঘ) আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সার:

বিবরণ	টাকা	টাকা
মোট আয়		৮,৬৬,০০০
বাদ: বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	৩,৮০,০০০	
প্রতিপালন ব্যয়	৩,৬৪,০০০	
ব্যাংক ঋণের সুদ (৬,০০,০০০×১৫%)	৯০,০০০	
		৮,৩৪,০০০
নীট মুনাফা		৩২,০০০

কাজ: জনাব আশরাফ আলীর একটি পারিবারিক দুগ্ধ খামার আছে। এটি তার পরিবারের দুধের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করেছে। জনাব আশরাফ আলীর খামারের তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হলঃ
খামার ঘর ও গাভীর মূল্য বাবদ মূলধন বিনিয়োগ ৮০,০০০ টাকা, প্রতি বছর আবর্তক খরচের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা। প্রথম বছর দুধ ও গোবর বিক্রয় থেকে আয় হয় ২৫,০০০ টাকা, ২য় বছর থেকে ৬ষ্ঠ বছর পর্যন্ত প্রতি বছর দুধ, গোবর ও বাছুর বিক্রি থেকে আয় হয় ৪৫,০০০ টাকা, ৭ম বছর থেকে দুধ, গোবর ও গাভী বিক্রয় থেকে আয় হয় ৭৫,০০০ টাকা। এ প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ১৫% সুদে ৫০,০০০ টাকা ব্যাংক ঋণ নেওয়া হয়েছে।

করণীয়: জনাব আশরাফ আলীর প্রকল্পটির আয়–ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সার তৈরী করে সাত বছরের নীট মুনাফা বের কর।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন :

১। হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিবারকে বিবেচনা করা হয়–
(ক) মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে (খ) অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে
(গ) মুনাফাভোগী চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে (ঘ) অমুনাফাভোগী চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে

২। পরিবারের বেশিরভাগ লেনদেন সংঘটিত হয়–
ক) নগদে খ) চেকে গ) ধারে ঘ) বিনামূল্যে

৩। পারিবারিক বাজেট তৈরি হয়–
(ক) সম্ভাব্য আয়ের ভিত্তিতে (খ) প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে
(গ) সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে (ঘ) প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে

৪। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়–
i) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ii) মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি iii) মুনাফা জাতীয় প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। পারিবারিক আয় ও ব্যয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়–
ক) চলতি বছরের মুনাফা জাতীয় ব্যয় খ) বিগত ও চলতি বছরের মুনাফা জাতীয় ব্যয়
গ) চলতি ও পরবর্তী বছরের মুনাফা জাতীয় ব্যয় ঘ) বিগত, চলতি ও পরবর্তী বছরের মুনাফা জাতীয় ব্যয়

৬। পারিবারিক আর্থিক বিবরণী কয়টি পর্যায়ে প্রস্তুত করা হয়?
ক) ০২ টি খ) ০৩টি
গ) ০৪টি ঘ) ০৫টি

৭। পারিবারিক মুনাফা জাতীয় ব্যয়–
i) বাড়িঘর নির্মাণ
ii) শিক্ষা ব্যয়
iii) সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের দ্বারা–

i) উদ্যোক্তার কর্মসংস্থান হয় ii) পরিবারের কর্মসংস্থান হয় iii) সমাজের কর্মসংস্থান হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯। আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে–

i) উদ্যোক্তার দক্ষতার উপর ii) নির্ভুল হিসাবরক্ষণের উপর iii) মূলধন বিনিয়োগের উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। কোনটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের অনিয়মিত ব্যয়–

ক) মাছ চাষের জন্য পুকুর ইজারা খরচ খ) হাঁস–মুরগীর চিকিৎসা খরচ

গ) দুগ্ধ খামারের গরুর খাবার খরচ ঘ) প্রকল্পের পাহারাদারের মজুরি

১১। পারিবারিক বাজেট প্রস্তুতের প্রথম পদক্ষেপ কোন্‌টি ?

ক. প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকাকরণ। খ. সম্ভাব্য আয় নির্ধারণ।

গ. দ্রব্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ। ঘ. দ্রব্য বা সেবার চাহিদা ও সরবরাহের তথ্য সংগ্রহকরণ।

১২। পারিবারিক আর্থিক বিবরণীর ধাপ হলো–

i) নগদান হিসাব ii) প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব iii) আয়–ব্যয় বিবরণী

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। ১লা জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ডা. মাহাদীর পারিবারিক অবস্থা নিম্নরূপঃ

বাড়িঘর ১০,০০,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ৯০,০০০ টাকা, বিনিয়োগ ১০,০০০ টাকা, গহনাপত্র ৮০,০০০ টাকা, হাতে নগদ ৩,০০০ টাকা এবং ব্যাংকে ঋণ ৬,০০০ টাকা।

ডা. মাহাদীর পারিবারিক প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৪ সালের সমাপ্ত বছরের

প্রাপ্তিসমূহ	টাকা	পরিশোধসমূহ	টাকা
হাতে নগদ (১-১-১৪)	৩,০০০	খাদ্য সামগ্রী ক্রয়	৬০,০০০
বেতন	৩,৬৩,০০০	দৈনন্দিন বাজার	১,২০,০০০
বিনিয়োগের সুদ	১,৫০০	টেলিভিশন ক্রয়	২৩,০০০
রোগী দেখে প্রাপ্তি	১,২০,০০০	খবরের কাগজ	৩,৫০০
		শিক্ষা খরচ	২৮,০০০
		গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ	২১,০০০
		ব্যাংকে স্থায়ী আমানত	২,২৫,০০০
		উদ্বৃত্ত	৭,০০০
	৪,৮৭,৫০০		৪,৮৭,৫০০

অন্যান্য তথ্যাবলী :

১. গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ খরচ ১,৫০০ টাকা বকেয়া আছে।

২. বিনিয়োগের সুদ ১,০০০ টাকা পাওয়া যায়নি।

ক. ডা. মাহাদীর পারিবারিক তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ৩১শে ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে সমাপ্ত বছরের তার পরিবারের আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. উক্ত তারিখের ডা. মাহাদীর পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি কর।

২। জনাব আহসান হাবিব মাসে ১২,০০০ টাকা বেতনে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন। এছাড়াও তিনি একটি কলেজে পার্টটাইম লেকচারার হিসেবে মাসে ৫,০০০ টাকা সম্মানী পান। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারী তার ২,০০,০০০ টাকা এবং ডিপিএস এ জমা ১,০০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে তার পরিবারের অন্যান্য লেনদেন নিম্নরূপ: খাদ্যসামগ্রী ক্রয় ৩০,০০০ টাকা। বাড়িভাড়া প্রদান ৫০,৪০০ টাকা। দৈনন্দিন বাজার খরচ ২৪,০০০ টাকা। আসবাবপত্র ক্রয় ১৫,০০০ টাকা। মুদি ও মনিহারি বিল ২,৫০০ টাকা। গহনা ক্রয় ৬০,০০০ টাকা। ডিপোজিট পেনশন স্কিমে জমা ১৫,২০০ টাকা।

ক. উদ্দীপক হতে জনাব আহসান হাবিবের পারিবারিক তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. জনাব আহসান হাবিবের পরিবারের সমাপনী নগদ তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে উক্ত পরিবারের আয় উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ণয় কর।

৩। এক বিঘার একটি পুকুরে মৎস্য চাষ প্রকল্পে ১ বছরে নিম্নলিখিত আয় ব্যয় হয়েছে

পুকুরের বার্ষিক লিজ ও সংস্কার খরচ	২০,০০০
মাছের পোনা ক্রয়	৪,০০০
চুন ক্রয় প্রতি কেজি ১০.০০ টাকা দরে ৪০ কেজি	
জৈব সার প্রতি কেজি ৫.০০ টাকা দরে ১০০ কেজি	
অজৈব সার প্রতি কেজি ১০.০০ টাকা দরে ১০ কেজি	
চালের কুঁড়া প্রতি কেজি ৫.০০ টাকা দরে ৫০০ কেজি	
সরিষার খৈল প্রতি কেজি ১৫.০০ টাকা দরে ১০০ কেজি	
পাহাড়া ও রক্ষাবেক্ষণ কাজের নিয়োজিত শ্রমিকের বেতন	১৫,০০০
পানি সেচ	২,০০০
মাছ ধরার খরচ	২,৫০০
বিবিধ খরচ	৩,০০০

প্রকল্পটির জন্য ১৫% হার সুদে ১ লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণ নেওয়া হয়েছে।

ক. প্রকল্পে মোট কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে ?

খ. মাছ চাষ প্রকল্পে ১,০০০ কেজি মাছ উৎপাদন হলে প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারণ কর।

গ. প্রতি কেজি ১৫০ টাকা দরে বিক্রয় করা হলে প্রকল্পের নিট মুনাফা কত?

৪। মানিকগঞ্জের নয়নতারা তার স্বামীর সহায়তায় চার বছর মেয়াদী একটি পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপন করেন। তাঁর খামারের বিনিয়োগ ও অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

গোয়াল ঘর ও গাভীর মূল্য বাবদ	১,২৫,০০০ টাকা
খাবারপত্র, পানির পাত্র, বালতি, দোহন যন্ত্র ক্রয়	১৪,০০০ টাকা
গো-খাদ্য, চিকিৎসা ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ প্রতি বছরের জন্য	৪০,০০০ টাকা
১ম বছরে আয়	১,০০,০০০ টাকা
২য় ও ৩য় বছরে আয়	১,৫০,০০০ টাকা
৪র্থ বছরে আয়	৭০,০০০ টাকা
প্রকল্প শেষে গাভী ও বাছুর বিক্রয় বাবদ আয়	১,২০,০০০ টাকা

উক্ত প্রকল্পের জন্য ১৫% সরল সুদে স্থানীয় এনজিও হতে ১ (এক) লক্ষ টাকা ঋণ নেয়া হয়েছে এবং প্রকল্পটি বীমাকরণে মোট ৫,০০০ টাকা বীমা সেলামী পরিশোধ করা হয়েছিল।

ক. প্রকল্পটিতে নয়নতারা বিনিয়োগকৃত মোট মূলধন কত ?

খ. উক্ত প্রকল্পের মোট আবর্তক ব্যয় নির্ণয় কর।

গ. মেয়াদ শেষে উক্ত প্রকল্প হতে নয়নতারার নিট লাভের পরিমাণ নির্ণয় কর।

উত্তরমালা

অষ্টম অধ্যায়

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্নঃ ১। (খ) ১২,০০০ টাকা(গ) ৫০০ টাকা; ২। (খ) নগদ উদ্বৃত্ত ১২,০০০ টাকা, ব্যাংকে উদ্বৃত্ত ৬,৩০০ টাকা (গ) নগদ উদ্বৃত্ত ১০,০০০ টাকা, ব্যাংকে উদ্বৃত্ত ৬,৬০০ টাকা, বাট্টা ডেবিট ২০০ ও ক্রেডিট ২০০ টাকা; ৩। (খ) নগদ প্রাপ্তি ২৬,৪০০ টাকা, বাট্টা ১০০ টাকা (ডেবিট) (গ) নগদ প্রদান ৮,৩০০ টাকা ও বাট্টা ২০০ টাকা (ক্রেডিট); ৪। (ক) ১৭,০০০ টাকা (খ) নগদ প্রাপ্তি ৩,৫২,৫০০ টাকা (গ) নগদ উদ্বৃত্ত ৭,৫০০ ও ব্যাংকে উদ্বৃত্ত ১,৯০,৫০০ টাকা; ৫। (খ) নগদ উদ্বৃত্ত ২৫০০ টাকা (ব্যাংকে জমা ২৬,৫০০ টাকা) (গ) নগদ প্রদান ৪৮,৩৫০ টাকা, বাট্টা ১৫০ টাকা (ক্রেডিট)।

নবম অধ্যায়

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্নঃ ১। (খ) ১,৭৫,০০০; ২। (খ) ২,২৩,০০০; ৩। (গ) ২,৮০,০০০; ৪। (খ) ১,৫৯,৫০০।

দশম অধ্যায়

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্নঃ ১। (ক) ১,০৩,৫০০ টাকা (খ) নিট মুনাফা ৭,৮০০ টাকা (গ) যোগফল ১,১৩,৫০০;

২। (ক) ৪৫০ টাকা (খ) মোট মুনাফা ২৪,২৭৫ টাকা ও নিট মুনাফা ৫,৫০০ টাকা (গ) যোগফল ৪১,২২৫;

৩। (ক) ২৬০০ টাকা (খ) মোট মুনাফা ৫৭,৫০০ টাকা (গ) পরিচালন মুনাফা ৫০,৬০০ টাকা;

৪। (ক) ১,৪৪,৮০০ টাকা (খ) মোট মুনাফা ১,১২,০০০ টাকা; পরিচালন মুনাফা ৭২,৮০০টাকা; নিট মুনাফা ৬২,৮০০ টাকা; (গ) নিট মুনাফার হার ২১.৪৩% ও চলতি অনুপাত ২.৫৪:১

৫। (ক) ১,০২,৬০০টাকা (খ) মোট মুনাফা ৩১,০০০টাকা; নিট ক্ষতি ৭,৩০০ টাকা (গ) মালিকানা স্বত্বের পরিমান ৮৭,২০০ টাকা;

৬। (ক) ১৮,০০০ টাকা (খ) নিট মুনাফা ১৭,৫০০ টাকা (গ) যোগফল ১,৪৬,০০০;

৭। (ক) মোট মুনাফা ৫০,৩০০ টাকা (খ) মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ ১,১৪,৭০০ টাকা (গ) যোগফল ১,৫২,৩০০ টাকা;

৮। (ক) তারল্য অনুপাত ৩.৭:১ (খ) নিট মুনাফা ২৩,০০০ টাকা (গ) যোগফল ১,৬২,০০০ টাকা;

৯। (ক) ৯৪,৫০০ টাকা (খ) পরিচালন মুনাফা ২৬,০০০ টাকা; নিট মুনাফা ৩৩,৫০০ টাকা (গ) যোগফল ১,৬২,০০০;

১০। (ক) ৯১০০ *(২০১০)*, ৯৯০০ *(২০১১)* (খ) নিট মুনাফার হার ৭.৬৭%, বিনিয়োজিত মুলধনের আয়ের হার ১৩.৮০%।

একাদশ অধ্যায়

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্নঃ ১। (ক) ৭,০০০ টাকা (খ) ৫৬০ টাকা (গ) ১৩৫.১২ টাকা; ২। (ক) ৩৭৫ টাকা (খ) ৪০,০০০ টাকা (গ) ২২ টাকা; ৩। (ক) ১,০৭,৫০০ টাকা (খ) ২২.৯১ টাকা (গ) ৮.৯৪ টাকা;

৪। (ক) ২৭২০০০ টাকা (খ) মোট ব্যয় ১,৫৫,০০০ টাকা (গ) পার্থক্য ১৫,০০০ টাকা;

৫। (ক) ৩৬,০০০ টাকা (খ) ৪,৬৪,০০০ টাকা (গ) ৩০০০ টাকা।

দ্বাদশ অধ্যায়

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্নঃ ১। (ক) ১১,৭৭,০০০ টাকা (খ) আয়ের উদ্বৃত্ত ২,৫১,৫০০ টাকা (গ) যোগফল ১৪,৩৬,০০০;
২। (ক) ৩,০০,০০০ টাকা (খ) নগদ উদ্বৃত্ত ২,০৬,৯০০ টাকা (গ) আয়ের উদ্বৃত্ত ৯৭,১০০ টাকা;
৩। (ক) ২০,০০০ টাকা (খ) ৩১,৫০০ টাকা (গ) নিট মুনাফা ৮৩,৫০০ টাকা;
৪। (ক) ১,৩৯,০০০ টাকা (খ) ১,৬০,০০০ টাকা (গ) নিট লাভ ৭৬,০০০ টাকা;

বিদ্র : হিসাববিজ্ঞানে ব্যবহৃত কিছু কিছু দফা'র প্রয়োগ ভিন্নতর হতে পারে। সেক্ষেত্রে যৌক্তিক বিষয়টি টীকা (Note) দিয়ে স্পষ্ট করে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে হবে।

সমাপ্ত